পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 284 Tuesday, 15 September, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৮৪ সংখ্যা ✱ ২৮ ভাদ্র ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘প্রাচীর ভেঙে গণপতিকে রাস্তায় এনেছে জনতাই’

বিশ্বকর্মা পুজোর অঞ্জলি দিতে কমিউনিস্টদের নবান্নে ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যে পুজো-উৎসবের ওপর থেকে অহেতুক বিধিনিষেধের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে সাধারণ মানুষই গণপতি বাপ্পাকে ঘরের চারদেওয়াল থেকে রাজপথে বের করে এনেছেন। সোমবার বালিগঞ্জের ভারত সেবাশ্রম সংঘের গণেশপুজোর সূচনা করে বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে বিগত সরকারগুলোর প্রশাসনিক অচলাবস্থাকে কড়া ভাষায় বিঁধেছেন তিনি। একই সঙ্গে ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’ ও দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা, বিরোধী কমিউনিস্টদের নবান্নে বিশ্বকর্মা পুজোয় পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উৎসবের আবহ তৈরি নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘এরা গত চার বছর ধরে এই পুজোর আয়োজন করছে। আগে এই পুজো রাস্তায় করার অনুমতি মিলত না, ভেতরে বন্দি রেখে করতে হত, তা সত্ত্বেও প্রচুর মানুষ আসতেন। কিন্তু আমাদের জনতা জনার্দনই শেষ পর্যন্ত গণপতিকে বাইরে বের করে এনেছেন। আগের সরকার চিন্তাও

করতে পারেনি যে গণেশপুজো এ ভাবে রাজপথে নেমে জনউৎসবের রূপ নিতে পারে। কিন্তু মানুষই তা সম্ভব করেছে। আর মাত্র ক'দিন পরেই দেবীপক্ষ, তার আগে এই গণেশ চতুর্থী দিয়েই বাংলায় উৎসবের মেজাজ শুরু হয়ে গেল।’’ এদিন জাতীয় সংহতি ও সনাতন সংস্কৃতির পক্ষে সওয়াল করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘যারা দেশে থেকে দেশের ক্ষতি করতে চায়, সেই সব দেশবিরোধী শক্তি ও ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’রূপী অসুরদের থেকে সবাইকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আমাদের সনাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি- টিকা, শিখা, শাঁখা এবং পলার মর্যাদা সবটা ধরে রাখতে হবে।’’ বামপন্থীদের কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘সকাল থেকে দেখছি অনেকেরই খুব কষ্ট হচ্ছে! বিশেষ করে কমিউনিস্টদের ভীষণ দুঃখ আর রাগ তৈরি হয়েছে- কেন আমরা পুজোর কথা বলব? অনেকে বলছে গণেশপুজো তো মহারাষ্ট্রের, তা কেন এখানে ঘরে ঘরে হবে? আমি তাদের সাফ বলতে চাই, আমরা সকলেই ভারতীয় হিন্দু। আমাদের মধ্যে কোনও আঞ্চলিক বিভাজনের প্রাচীর থাকবে না, সেই প্রাচীর আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছি। আমরা সবাই এক সঙ্গে থাকব।’’ এই সুরেই বাম মনোভাবাপন্নদের নবান্নে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুভেন্দুর খোঁচা, ‘‘আমি নবান্নে বিশ্বকর্মা পুজোতে পুষ্পাঞ্জলি দেব। ওদেরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, ওই দিন নবান্নে আসুন এবং আমার সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিন।’’

ভোটের মুখে মুখপাত্রের তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ বিজেপির সাংগঠনিক পদে একাধিক রদবদল। রাজ্য বিজেপি-র মিডিয়া সেল, আইটি সেল, সোশ্যাল মিডিয়া ও মুখপাত্র পদে নতুন নিয়োগের ঘোষণা করলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্যের পালাবদলের পর এই প্রথম ওই সব পদে নিয়োগ করা হল। দলের দীর্ঘদিনের নেতা সায়ন্তন বসুকে আবার ফিরিয়ে আনা হল সামনের সারিতে ফিরিয়ে আনা হল। মিডিয়া সেলেও দেখা গেল বড় বদল। কনভেনর পদে আনা হল অনুপম ঘোষকে। অন্যদিকে, সরানো হল বিমল শঙ্কর নন্দকে। আইটি সেলের পদ অবশ্য অপরিবর্তিত থাকল। কনভেনার থাকলেন জয় মল্লিক। তিনি দলের অন্দরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত সপ্তর্ষি চৌধুরীকে মুখপাত্র পদে আনা হল। দলের মুখ্য মুখপাত্র হয়েছেন দেবজিৎ সরকার। সায়ন্তন ছাড়াও মুখপাত্র পদে রয়েছেন, রীতেশ তিওয়ারি, কেয়া ঘোষ, প্রণয় রায়, তন্ময় মুখোপাধ্যায়, অঙ্কন দত্ত, মেঘা সেন রায়, নিখিল প্রসূন সিং, শমীক দাশগুপ্তা। এদিকে, সঙ্গে দলীয় সাহিত্যের কাজকর্ম দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হল সপ্তর্ষিকে। উপমন্যু ভট্টাচার্য সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পরে এবার সরাসরি আহ্বায়ক হলেন। ধীরে ধীরে সায়ন্তন বসুকে সামনের সারিতে ফেরাচ্ছ দল। দিন কয়েক আগে রাজ্য এক্সিকিউটিভ কমিটিতে আনা হয়, আর এবার তিনি হলেন মুখপাত্র। সামনেই পুর নির্বাচন। তার আগে অক্টোবরেই হবে উপ নির্বাচন। সেই ভোটকে সামনে রেখে এই রদবদল বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে গত সপ্তাহেই বিজেপির ২৭০ সদস্যের রাজ্য কমিটি ঘোষণা করা হয়। শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও সেই কমিটিতে জায়গা পান সুকান্ত মজুমদার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, তাপস রায়, অগ্নিমিত্রা পাল ও শঙ্কর ঘোষরা।

‘এই ভাষা প্রসারে নেজাতির ভূমিকাও ছিল’

হিন্দি দিবসে বার্তা অমিত শাহের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ হিন্দি দেশের অন্যান্য কোনও আঞ্চলিক ভাষার প্রতিযোগী নয়, বরং এটি ভারতের বিচিত্র ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে মেলবন্ধন তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু। হিন্দি দিবসে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের এই ভাষাগত ঐতিহ্যের কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি স্পষ্ট জানান, ভারতের বহুভাষিক বৈচিত্র মোটেই দেশের দুর্বলতা নয়, বরং এটাই সবচেয়ে বড় শক্তি। এছাড়া, বক্তব্যের মধ্যেই একটি বড় রাজনৈতিক বার্তা দিয়ে তিনি এও স্মরণ করিয়ে দেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মাতৃভাষা গুজরাটি হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ হিন্দিতে রচনা করেছিলেন। বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের যোগাযোগের প্রধান ভাষা হিসেবে হিন্দিকেই বেছে নিয়েছিলেন এবং দেশকে ‘জয় হিন্দ’ স্লোগান দিয়েছিলেন। এমনকি ১৯১৮ সালে মাদ্রাজ বা আজকের চেন্নাইয়ে ‘দক্ষিণ ভারত হিন্দি প্রচার সভা’ স্থাপন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী নিজে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

জানান, ২০২৯ সালের আগেই দেশের অন্তত ২১টি রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) চালু করবে। প্রতি বছর ১৪ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে হিন্দি দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৪৯ সালের এই দিনেই ভারতের সংবিধান সভা দেবনাগরী হরফে লিখিত হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সে কথা তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় ভাষাগুলিই সাধারণ মানুষের কাছে দেশের উন্নয়ন, প্রশাসনিক কাজ এবং রাষ্ট্রগঠনের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সমস্ত ভারতীয় ভাষার সঙ্গেই হিন্দি দেশের জাতীয় ঐক্য এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ভারতের ইতিহাস এবং জাতীয় নেতাদের অবদান মোদির লাল কেল্লার ভাষণের প্রসঙ্গ টেনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেন, পরাধীন মানসিকতা থেকে মুক্তির যে ডাক প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়িত করতে ভাষার ভূমিকা অপরিসীম। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভাব কাটানোর যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তারও বেশ কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি। অমিত শাহ জানান, দিল্লির ‘রাজপথ’-এর নাম বদলে ‘কর্তব্য পথ’ করা স্রেফ একটি নামের পরিবর্তন নয়, এটি জাতীয় স্বাভিমান প্রতিষ্ঠার প্রতীক। ঠিক একইভাবে ইংরেজদের আমলে তৈরি পুরনো দণ্ডবিধি বদলে ভারতে এখন কার্যকর করা হয়েছে ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’, ‘ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা’ এবং ‘ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম’। এগুলি কেবল কিছু শব্দের রদবদল নয়, বরং দেশের আত্মমর্যাদা ও গর্ব পুনরুদ্ধারের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

ছাত্রীদের ‘কম্প্রোমাইজ’ করার কুপ্রস্তাব দিত নেতা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজের আন্দোলন এবং অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার জট ক্রমশ গভীর হচ্ছে। কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালকে ঘিরে চলা উত্তেজনার মধ্যেই এবার কলেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর এবং বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন খোদ ছাত্রছাত্রীরা। টিএমসিপি-র সঙ্গে যুক্ত কিছু সিনিয়র নেতা এবং নির্দিষ্ট মহলের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের অপ্রয়োজনীয় মেসেজ পাঠানো এবং ক্যাম্পাসের বাইরে দেখা করার মতো ‘কম্প্রোমাইজ’ বা কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন তাঁরা। প্রতিবাদ করলেই অ্যাটেনডেন্স কেটে নেওয়া বা কলেজে টিকতে না দেওয়ার মতো লাগাতার হুমকির মুখে পড়তে হতো বলে দাবি আন্দোলনকারী ছাত্রীদের। সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলে দুই ছাত্রী জানান, অন্যান্য সরকারি কলেজের তুলনায় তাঁদের কলেজ ফি প্রায় তিন থেকে চার গুণ বেশি। কোর্স ফি বাবদ ১২ থেকে ১৬ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হলেও তার বিনিময়ে মিলছে না ন্যূনতম পরিষেবা। কলেজে কোনও

প্রপার ক্যান্টিন নেই, ক্লাসরুমের ফ্যান বিকল হয়ে পড়ে থাকে এবং শৌচাগারের দরজায় ছিটকানি পর্যন্ত নেই। পরিকাঠামোর উন্নয়নের নামে প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ তোলা হলেও সেই টাকার সঠিক ব্যবহার কোথায় হচ্ছে, তার সদুত্তর কলেজ কর্তৃপক্ষ কখনও দিতে পারেনি বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, রাতের ঘেরাও আন্দোলন এবং ভাইস প্রিন্সিপালের পদত্যাগপত্র নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সমস্ত দাবি সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তাঁদের সাফ কথা, জোর করে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়ার অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভিপি নিজেই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্রে সই করেছেন। এমনকি রাতে আটকে রেখে নির্যাতন বা মৃত্যুর হুমকির যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তাও জোরালোভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছেন তাঁরা। ছাত্রীদের দাবি, সম্পূর্ণ রাত তাঁরা ভিপির সঙ্গেই ছিলেন এবং নিয়মানুযায়ী তাঁকে ঠান্ডা জল ও খাবার সরবরাহ করা হয়েছিল। পরীক্ষার অ্যাটেনডেন্সের সমস্যা ও রাজনৈতিক চাপ তৈরির আড়ালে কীভাবে দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের হেনস্থা করা হয়েছে, সেই চিত্রও তুলে ধরেন ল কলেজের শিক্ষার্থীরা। এর আগে শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মহম্মদি তরন্নুম অবশ্য পুরো ঘটনার দায় চাপিয়েছিলেন বহিরাগত এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মহলের ওপর। তাঁর দাবি ছিল, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার নিয়ম মেনেই ৬৫ শতাংশ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক

‘তাঁকে আমি চাই না’, অকপটে বললেন সজল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ এনসিপিআই সাংসদদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জল্পনা নতুন করে উস্কে দিয়েছেন সিতাইয়ের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বসুনিয়া। তিনি দাবি করেছেন, সব ঠিক থাকলে পুজোর আগে ১৭ জন এনসিপিআই সাংসদ বিজেপিতে যোগ দেবেন। বিজেপির তরফে এই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট বার্তা না থাকলেও, বসুনিয়ার কথায় উঠছে প্রশ্ন? কাকলি-সুদীপদের বিজেপিতে

যোগ দেওয়ার কথা শুনেই সজল ঘোষ বলে দিলেন, এটা তাঁর ‘মনের বিরুদ্ধে।’ সম্প্রতি জগদীশ বসুনিয়া বলেছেন, ‘‘এখন আমাদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। তিনজন সংখ্যালঘু থেকে যেতে চাইলেও আমরা বিজেপিতে যোগ দেব।’’ পুজোর আগেই সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপিতে যোগদানে যে আপত্তি আছে, সে কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন সজল ঘোষ। তিনি বলেন, ‘‘আমার অঞ্চলের (উত্তর কলকাতা) সাংসদ যদি যোগ দেন, সেটা আমার মনের বিরুদ্ধে। তাঁকে আমি চাই না। এ বিষয়ে বলতে কোনও দ্বিধা নেই। দল যদি নির্দেশ দেয়, মানতে হবে।’’ তিনি খুশি হবেন না, সে কথাও স্পষ্ট করে দেন বরানগরের বিধায়ক। তবে দলের স্বার্থে বিষয়টি মেনে নেবেন বলেই জানিয়েছেন সজল ঘোষ। তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি সর্বভারতীয় দল, একটা সর্বভারতীয় ভূমিকা আছে। এক একটি বিল আমরা নিজেরা পাশ করতে পারি না। ফলে পরনির্ভরশীল হতে হয়। দল শক্তিশালী হলে ভালো হবে।’’

পুজোর আগে সুখবর দিল হাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ হাতে আর একমাস। তারপরই দুর্গাপুজো। আর সেই পুজো উপলক্ষ্যে কেনাকাটা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাঝে-মাঝে এমন বিরক্তিকর বৃষ্টিতে অসহ্য বাঙালি। নিম্নচাপের ঘনঘটনায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। তবে এরই মধ্যে পুজোর আগে একটা ভাল খবর দিল আবহাওয়া অফিস। আপাতত এই সপ্তাহে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই দক্ষিণবঙ্গে। তবে উত্তরের মুক্তি নেই। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণে বৃষ্টি কমলেও উত্তরে সতর্কতা থাকছেই। সোমবার থেকে বৃষ্টি বাড়ছে উত্তরবঙ্গে। আগামী চারদিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে। বুধবার প্রবল বৃষ্টিতে ভাসতে পারে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার। সেখানে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে দুই-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। অন্যদিকে, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহারেও। তবে এখন আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। তবে হাওয়া অফিসের সুখবর, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর নাগাদ পশ্চিম রাজস্থান থেকে বর্ষা-বিদায় নিতে পারে। মৌসুমি বায়ুর বিদায়-পর্ব শুরুর পূর্বাভাস মৌসম ভবনের। সাধারণত ১৭ সেপ্টেম্বর বর্ষা-বিদায় শুরু হয়। সাধারণত ১২ অক্টোবর নাগাদ বর্ষা-বিদায় হয় কলকাতায়। একটি নিম্নচাপ দক্ষিণ ছত্তীসগড়ে অবস্থান করছে। মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের জয়সলমীর থেকে ওড়িশার গোপালপুরের ওপর দিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরের এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর জেরেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গে।

‘প্রথমে ১০ জন’, এবার ঋতব্রতদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মমতারা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ কালীঘাট-ঋতব্রত সংঘাতে নয়া মোড়। নির্বাচন কমিশনে লড়াই জারি আছে এখনও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়- দুই শিবিরের কাছে আরও কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস (কালীঘাটপন্থী)। সোমবারই স্পেশাল লিভ পিটিশন ফাইল করা হয়েছে বলে জানালেন দলের সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ

বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এদিনই স্পেশাল লিভ পিটিশন ফাইল করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। তিনি বলেন, ‘‘শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আবেদন করেছেন। ঠিক যেমন সাংসদদের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল, সেরকমই সদস্যপদ খারিজের আবেদন করা হয়েছে।’’ তিনি বলেন, ‘‘প্রথমে ১০ জনের নাম দেওয়া হয়েছে। বাকিদের একটু অক্সিজেন দিচ্ছি। ফিরতে চাইলে ফিরে আসুন। না ফিরলে পুরো রাজনৈতিক কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে।’’ তালিকায় প্রথম নাম ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও নাম রয়েছে, অরূপ রায়, ফিরহাদ হাকিম, সন্দীপন সাহা, আখরুজ্জামান, শিউলি সাহা, সাবিনা ইয়াসমিন, বিপ্লব মিত্র, জাভেদ খান ও রথীন ঘোষের। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী, বাকিদের কিছুটা সময় দিতে চাইছে মমতাপন্থী তৃণমূল। তাঁদের বক্তব্য, অনেকেই বাধ্য হয়ে ঋত-শিবিরে নাম

● এরপর ৬ পাতায়...

জোড়া উপনির্বাচনের জন্য এবার প্রার্থী দিল ঋতব্রত শিবির, আগেই ঘোষণা করেছে কালীঘাট তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর - দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য এবার প্রার্থী ঘোষণা করেছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির। তাঁদের নন্দীগ্রামের প্রার্থী হয়েছেন মহম্মদ এতেশামুল হক। রেজিনগরে প্রার্থী হচ্ছেন সফিউদ্দিন শেখ। প্রতীক নিয়ে জটিলতা এখনও অব্যাহত। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে কালীঘাট এবং ঋতব্রত - দুই শিবিরের সঙ্গেই বৈঠক করেছে। কিন্তু জোড়াফুল প্রতীক কারা পাবে, তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এই আবহেই আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য দুই পক্ষই

প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। কালীঘাট তৃণমূল নন্দীগ্রামে প্রার্থী করেছে সঞ্চিতা প্রধান (দে)-কে এবং রেজিনগরে প্রার্থী হয়েছেন রবিউল আলম চৌধুরী। আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর, এই দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মনোনয়ন জমা দিতে হবে এবং ১৯ সেপ্টেম্বর হল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। শুভেন্দু অধিকারী ও হুমায়ুন কবীরের ইস্তফা দেওয়ার ফলেই এই দুই আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে। বামেরা জানিয়েছে, নন্দীগ্রাম আসনটি জোট শরিককে ছেড়ে দিয়েছে সিপিআইএম। সমঝোতা অনুযায়ী, বামফ্রন্টের শরিক দল সিপিআই-এর প্রার্থী হিসেবেই এই আসনে লড়বেন শান্তিগোপাল গিরি। আর মিলন প্রধানের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে কংগ্রেস। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা আসনেও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। বিতর্কিত রাজনৈতিক নেতা হুমায়ুন কবীরের ছেড়ে দেওয়া এই আসনে সিপিআইএম প্রার্থী হিসেবে লড়বেন বিশিষ্ট আইনজীবী সৈয়দ। এদিকে প্রতীক ইস্যুতে ঋতব্রত শিবিরের পেশ করা নথির প্রেক্ষিতে আর কিছু বলার আছে কিনা, বুধবারের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, ঋতব্রত শিবিরের পেশ করা দাখিলপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর কিছু বলার বা নতুন কোনও নথি জমা দেওয়ার থাকলে, তা ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টের মধ্যে জমা দিতে হবে। কমিশনের পরামর্শ, সেই নথির একটি প্রতিলিপি ঋতব্রতদের কাছেও পৌঁছতে হবে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বরই রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন। কমিশন জানিয়েছে, নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর যদি প্রয়োজন বোধ হয়, তবে ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টেয় দিল্লি নির্বাচন সদনে

● এরপর ৬ পাতায়...

স্ত্রীকে খুনের পর কাটা মাথা ফ্রিজে!

পুলিশের গাড়ি থেকে লাফিয়ে মৃত্যু যুবকের

সংবাদ সংস্থা, গুয়াহাটি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ অসমের গুয়াহাটিতে স্ত্রীকে খুনের পর কাটা মাথা ফ্রিজে রাখার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল রামানুজ গোস্বামী (৩০)। থানায় ফেরানোর সময় পুলিশের চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হল তাঁর। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার ভোরে রামানুজ গোস্বামীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (জিএমসিএইচ) থেকে হাতিগাঁও থানায় নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। মাঝপথে নারকাসুর পাহাড় এলাকায় আচমকা তিনি পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দেন। পুলিশের গাড়ি থেকে পড়ে রামানুজ রাস্তার পাশে একটি গভীর খাদে গিয়ে পড়েন এবং গুরুতর আহত হন। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে (বিএনএস)-এর ১০৩(১) ধারায় খুন এবং ২৩৮ ধারায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে মামলা করা হয়। গত ৬ সেপ্টেম্বর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন রামানুজ গোস্বামী। এরপর তাঁকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়। গত ৮ সেপ্টেম্বর পুলিশ তাঁকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গেলে স্ত্রীকে খুনের জন্য তার মধ্যে কোনও অনুশোচনা দেখা যায়নি বলে কর্মকর্তারা জানান। বরং তিনি খুনের জন্য কোনও দুঃখ বা ক্ষমা চাননি বলেও অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ আরও জানায়, গোস্বামী এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর ‘সুগার ড্যাডি’ বলে উল্লেখ করে দাবি করেন, জেল থেকে ছাড়া পেলে ওই ব্যক্তিকেও তিনি খুন করবেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার

হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। গত ৩ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটির একটি ফ্ল্যাটে নিজের স্ত্রী রিয়া তালুকদার (২৫)-কে খুনের অভিযোগে রামানুজ গোস্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুলিশের দাবি, স্ত্রী অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন-এমন সন্দেহ থেকেই রামানুজ তাঁকে খুন করেছিলেন বলে পরে জানান। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার পর প্রতিবেশীরা পুলিশকে খবর দিলে। পরে পুলিশ ফ্ল্যাটের ফ্রিজে রাখা একটি কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে রিয়ার কাটা মাথা ও আঙুল উদ্ধার করে বলে জানা গিয়েছে। এ ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই অস্ত্র দিয়েই গোস্বামী তার স্ত্রীকে খুন করেন। কর্মকর্তারা আরও জানান, গোস্বামী তাদের বলেছিলেন যে হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তাঁর ফ্ল্যাট থেকে খালি মদের বোতলও উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে রিয়ার পরিবারের অভিযোগ, রামানুজ গোস্বামীর মাদকাসক্তির ইতিহাস ছিল। তাঁর কিছু শারীরিক সমস্যাও তিনি গোপন করেছিলেন। ২০১৯ সালে আর্থিক প্রতারণার একটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলেও পরিবার দাবি করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের এসব অভিযোগও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

পুজোর আগে ১৭ সাংসদের বিজেপিতে যোগ?

এনসিপিআই নিয়ে দাবি জগদীশের, কটাক্ষ শমীকের

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ পুজোর মুখে রাজ্যের রাজনীতিতে বড়সড় দলবদলের জল্পনা। এনসিপিআইয়ের ১৭ জন সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন বলে বিস্ফোরক দাবি করলেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তাঁর দাবি, দুর্গাপুজোর আগে অথবা পুজোর পরেই এই দলবদল হতে পারে। এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্যের পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতেও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বসুনিয়ার দাবি, বর্তমানে এনসিপিআইয়ের মোট ২০ জন সাংসদের মধ্যে ১৭ জন একসঙ্গে বিজেপিতে যোগ দেবেন। দলত্যাগবিরোধী আইন যাতে তাঁদের ক্ষেত্রে কার্যকর না হয়, সেই হিসাব করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ২০ জনের মধ্যে ১৪ জন দলবদল করলেই দুই-তৃতীয়াংশের প্রয়োজনীয় সংখ্যা পূরণ হয়ে যায়। সেখানে ১৭ জন একসঙ্গে গেলে তাঁদের সদস্যপদ খারিজ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। এই দাবির মধ্যেই রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হিসাব। বসুনিয়া জানিয়েছেন, দলের তিন সংখ্যালঘু সাংসদ-আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠান-এই মুহূর্তে সরাসরি বিজেপিতে যোগ নাও দিতে পারেন। তাঁর বক্তব্য, ওই তিন সাংসদের লোকসভা কেন্দ্র সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হওয়ায় সরাসরি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমস্যা

তৈরি হতে পারে। তবে তাঁরা এনডিএর সঙ্গেই কাজ করবেন এবং ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় স্তরে কোনও দায়িত্বও পেতে পারেন বলে দাবি করেছেন তিনি। যদি এই দলবদলের দাবি সত্যি হয়, তাহলে তা শুধু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেই নয়, জাতীয় স্তরেও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। ১৭ জন সাংসদ একসঙ্গে বিজেপির দিকে গেলে লোকসভায় এনডিএর শক্তি আরও বাড়বে। একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সংখ্যা এবং সংসদীয় কৌশলেও তার প্রভাব পড়তে পারে। ফলে বসুনিয়ার মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। তবে রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে এই দাবিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দলের মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার প্রকাশ্যেই বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বিজেপিতে এমন কোনও ঘটনা ঘটছে কি না, সে বিষয়ে তাঁর জানা নেই। এনসিপিআইয়ের কোনও সাংসদ এই ধরনের মন্তব্য করে থাকলে তার দায় সংশ্লিষ্ট সাংসদকেই নিতে হবে, বিজেপিকে নয়। ফলে বসুনিয়ার দাবির সঙ্গে বিজেপির আনুষ্ঠানিক অবস্থানের স্পষ্ট পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এই জল্পনার পটভূমিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। কয়েকদিন আগেই এনসিপিআইয়ের এই ২০ সাংসদ লোকসভার স্পিকারের কাছ থেকে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এনসিপিআইয়ে যোগ দেওয়া ওই সাংসদদের বিরুদ্ধে দলত্যাগবিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছিলেন তৃণমূলের সংসদীয় নেতা অভিষেক

● এরপর ৬ পাতায়...

ভাষাগত বহুত্বই ভারতে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-র চেতনাকে সুদৃঢ় করেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার হিন্দি দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভাষাগত বহুত্বই ভারতে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-র চেতনাকে সুদৃঢ় করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, হিন্দি দিবস উপলক্ষ্যে আমি সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের দেশ ভারত ভাষাগত বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির এক অনন্য ভূমি। প্রায়শই আমাদের ভাষাগুলির ভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং কখনও কখনও একে একটি দুর্বলতা হিসেবে দেখা হয় কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এত বিপুল সংখ্যক ভাষার উপস্থিতি আসলে আমাদের সবচেয়ে ব। শক্তি। প্রতিটি ভাষার সঙ্গেই জ।ায়ে আছে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি- যার সবই আমাদের তরুণ প্রজন্মের মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। মূলত এই ভাষাগত বহুত্বই ভারতে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-এর চেতনাকে সুদৃঢ় করে।অমিত শাহ আরও বলেন, হিন্দি অন্য কোনও ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং এটি ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে অর্থবহ সংলাপ ও জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। আমাদের নিজস্ব ইতিহাসই এই সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মাতৃভাষা ছিল গুজরাটি, অথচ তিনি হিন্দিতেই ' সত্যার্থ প্রকাশ' রচনা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে ' ভারত হিন্দি প্রচার সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন বাংলাভাষী, কিন্তু তিনি ' হিন্দ ফৌজ'-এর যোগাযোগের ভাষা হিসেবে হিন্দিকেই বেছে নিয়েছিলেন এবং দেশকে ' হিন্দ' স্লোগান উপহার দিয়েছিলেন। বস্তুত, বিভিন্ন পটভূমির মানুষ হিন্দিকে গণ-যোগাযোগের ভাষায় পরিণত করতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। যেসব মহান ব্যক্তিত্বের মাতৃভাষা হিন্দি ছিল না, তাঁদের এই অবদান আমাদের সবার জন্য অনুপ্রেরণার এক গভীর উৎস।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, আমার নিজের মাতৃভাষা গুজরাটি। কিন্তু দেশের যে কোনও প্রান্তে যখনই আমি যাই, সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাকে সরাসরি যে ভাষাটি সংযুক্ত করে, তা হলো হিন্দি। স্বাধীনতার পর ভারতীয় ভাষাগুলোই দেশ গঠন, প্রশাসন পরিচালনা এবং উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হয়ে ওঠে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার পাশাপাশি হিন্দিও জনজাগরণ, জাতীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতার আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অমিত শাহ আরও বলেন, ১৯৪৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর গণপরিষদ হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তবে স্বাধীনতার পর এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়-রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মমর্যাদা সংক্রান্ত বিষয়গুলি গুরুত্বের দিক থেকে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। লাল কেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন, আর এই মুক্তির ক্ষেত্রে ভাষা এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। ' নাম পরিবর্তন করে ' পথ' রাখাটা কেবল নাম বদল ছিল না বরং ব্রিটিশ আমলের শাস্তিমূলক আইনগুলির পরিবর্তে তিনটি নাগরিক-কেন্দ্রিক আইন- ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম-প্রণয়ন করা হয়েছিল। এটি কেবল শব্দ পরিবর্তন ছিল না এটি ছিল আত্ম-গৌরবের পুনরুদ্ধার।দেশের তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে অমিত শাহ বলেন, বিশ্বের যত বেশি সম্ভব ভাষা তোমরা শেখো, কিন্তু নিজের ভাষাকে কখনও পরিত্যাগ করো না। আমি দেশের সকল অভিভাবকের উদ্দেশেও বলতে চাই-তাঁরা যেন অবশ্যই তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলেন। নিজের ভাষায় কথা বললে নিজেকে ছোট মনে হয়-এমন হীনম্মন্যতার চেয়ে বড় কোনও পাপ নেই। কারণ, এই ভাষাই আমাদের মা, মাটি, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে।

গণেশ চতুর্থীতে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, বিঘ্নহর্তার দর্শন ও আরাধনার এই পবিত্র উৎসব সকলের জীবনে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চার করুক। তাঁর দিব্য আশীর্বাদে সকল প্রচেষ্টা সফল হোক এবং দেশ নিরন্তর অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলুক-এই আমার প্রার্থনা। গণপতি বাপ্পা মোরিয়া! প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, যিনি মোদক-ভোগে আনন্দিত ও সর্বদা মুক্তি-সন্ধানী, যাঁর ললাটে চন্দ্রশোভিত এবং যিনি চঞ্চল-নয়নদের রক্ষক। যিনি অদ্বিতীয় ও পরম প্রভু, দুষ্ট অসুরদের বিনাশকারীএবং ভক্তদের সকল দুর্ভাগ্য হরণকারী-সেই বিনায়ককে আমি প্রণাম জানাই।

নিজের ভাষায় কথা বললে ছোট মনে হয়, এর চেয়ে বড় পাপ নেই ঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ হিন্দি দিবসে দেশের তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে তিনি অভিভাবকদেরও বার্তা দেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নিজের ভাষায় কথা বললে ছোট মনে হয়, এর চেয়ে ব। কোনও পাপ নেই। সোমবার দেশের তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে অমিত শাহ বলেন, বিশ্বের যত বেশি সম্ভব ভাষা তোমরা শেখো, কিন্তু নিজের ভাষাকে কখনও পরিত্যাগ করো না।অমিত শাহ বলেন, আমি দেশের সকল অভিভাবকের উদ্দেশেও বলতে চাই-তাঁরা যেন অবশ্যই তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলেন। নিজের ভাষায় কথা বললে নিজেকে ছোট মনে হয়-এমন হীনম্মন্যতার চেয়ে বড় কোনও পাপ নেই। কারণ, এই ভাষাই আমাদের মা, মাটি, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শ্রদ্ধা নিবেদন

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বীরভূম জেলার লাভপুরে জন্ম বিশিষ্ট কালজয়ী সাহিত্যিক মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী এর পরিপ্রেক্ষিতেই সোমবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়া মারফ ফেসবুক পেজে লিখেছেন যে - বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। উল্লেখ্য, বিংশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট ভারতীয় ও বাঙালি কথা সাহিত্যিক। তিনি ৬৫-টি উপন্যাস, ৫৩টি ছোটো গল্প - সংকলন, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধ - সংকলন। এছাড়াও ৪ টি স্মৃতি কথা, ২টি ভ্রমণ কাহিনী, একটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি প্রহসন রচনা করেন। আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের জন্য তারাশঙ্কর ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার ও ১৯৫৬ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার এবং ১৯৬৭ সালে গণদেবতা উপন্যাসের জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার অর্জন করেছেন।

রিয়াসির কাছে যাত্রিবাহী গাড়ি উল্টে মৃত্যু ২

রিয়াসি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসিতে ঘটল পথ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার, বাক্কাল সুড়ঙ্গ এলাকার কাছে। একটি যাত্রিবাহী গাড়ি (ম্যাটাডোর) উল্টে গিয়ে মৃত্যু ২ জন যাত্রীর, গুরুতরভাবে আহত আরও ৭ জন।এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , ওই যাত্রিবাহী গাড়িটি (ম্যাটাডোর) বাক্কাল থেকে রিয়াসির দিকে যাচ্ছিল বলে মনে হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

৪টি রাজ্যে পাঁচটি রেলওয়ে মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পের অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের ৪টি রাজ্যে পাঁচটি রেলওয়ে মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই পাঁচটি রেলওয়ে মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পের জন্য মোট ১০,০২১ কোটি টাকা ব্যয় হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে গত বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, এই প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়-এই রাজ্যগুলির ১৪টি জেলা জুড়ে বিস্তৃত এবং এর ফলে ভারতীয় রেলের বিদ্যমান নেটওয়ার্ক প্রায় ৬৫৬ কিলোমিটার বৃদ্ধি পাবে। মন্ত্রী জানান, প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে খড়গপুর-ঝারসুগুড়া চতুর্থ লাইন, কাটনি-পেন্দ্রা রোড চতুর্থ লাইন এবং বিলাসপুর-পে ন্দ্রা রোড তৃতীয় লাইন। লাইনের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে, যার ফলে ভারতীয় রেলের পরিচালনগত দক্ষতা ও পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এই মাল্টি-ট্র্যাকিং বা একাধিক রেললাইন বসানোর প্রস্তাবগুলি রেলের কাজকর্মকে আরও সুসংহত করবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা- এই রাজ্যগুলির ১৭টি জেলা জুড়ে আরও পাঁচটি মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে, যার ফলে ভারতীয় রেলের নেটওয়ার্ক প্রায় ৫৪০ কিলোমিটার বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পগুলির মোট আনুমানিক ব্যয় ১০ হাজার ২১ কোটি টাকারও বেশি এবং ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে এগুলি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই রুটগুলির মধ্যে রয়েছে আরাক্কোনাম-রেনিগুন্টা তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন, হোয়াইটফিল্ড-বাঙ্গারাপেট তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন এবং হোসুর-ওমালুর লাইনের ডাবলিং বা দ্বৈতকরণের কাজ। অনুমোদিত এই মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পগুলি প্রায় ৫২ লক্ষ জনসংখ্যাবিশিষ্ট প্রায় ২,১০০টি গ্রামের সাথে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, সরকার সাতটি উচ্চ-ঘনত্বের রেল করিডোর বা রুটে চার-লেনের ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই রুটগুলি হলো-দিল্লি-হাওড়া, মুম্বই-হাওড়া, দিল্লি-মুম্বই, দিল্লি-গুয়াহাটি, দিল্লি-চেন্নাই, হাওড়া-চেন্নাই এবং মুম্বই-চেন্নাই। এই রুটগুলি মোট ১১ হাজার কিলোমিটার রেল নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত এবং এর মধ্যে ২ হাজার কিলোমিটার অংশে চার-লেনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। চার-লেনের জন্য অনুমোদিত এই নতুন প্রকল্পগুলি মূলত উচ্চ-ঘনত্বের রেল নেটওয়ার্কের সাথেই সম্পর্কিত।

গলগলিয়ায় অবৈধ বালি পরিবহণের ট্রাক আটক, ৮.৩২ লক্ষ টাকা জরিমানা

কিশনগঞ্জ, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বিহারে জেলাশাসক নবীন কুমারের নির্দেশে জেলায় অবৈধ খনন এবং খনিজের বেআইনি পরিবহণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে গলগলিয়া চেকপোস্টে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বালি পরিবহণের অভিযোগে একটি ট্রাক আটক করেছে খনি ও ভূতত্ত্ব দফতরের দল।খনি পরিদর্শক সুনীল কুমারের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির সময় ট্রাকচালকের কাছে বালি পরিবহণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথি চাওয়া হয়। তবে চালক কোনও বৈধ পরিবহণ সংক্রান্ত নথি দেখাতে পারেননি। এরপর ট্রাকটি আটক করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য গলগলিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।সোমবার দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আটক ট্রাকটির বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি ৮.৩২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৈধ পরিবহণ চালান ও প্রয়োজনীয় নথি ছাড়া খনিজ পরিবহণ করা নিয়মের লঙ্ঘন বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। এই ধরনের ঘটনায় নিয়ম মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।খনি পরিদর্শক সুনীল কুমার জানান, জেলায় অবৈধ খনন, বেআইনিভাবে বালি উত্তোলন ও পরিবহণের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। বিভিন্ন চেকপোস্ট ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যানবাহনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। অবৈধ খনন বা খনিজ পরিবহণে কোনও যানবাহন জড়িত থাকার প্রমাণ মিললে তার বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।প্রশাসনের এই অভিযানে

প্রকাশ্যে 'মহাশক্তি'-র টিজার, মুকুতি আম্মান' র চরিত্রে আবারও নয়নতারা

মুম্বই, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ অবশেষে প্রকাশ্যে এলো অভিনেত্রী নয়নতারার বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'মহাশক্তি'-র টিজার । সুন্দর সি পরিচালিত এই ছবিতে নয়নতারাকে আবারও তাঁর জনপ্রিয় চরিত্র 'মুকুতি আম্মান' রূপে দেখতে পাবেন দর্শক। ২০২০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মুকুতি আম্মান' ছবিতে তাঁর এই চরিত্রটি দর্শকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। টিজারে দুর্দান্ত দৃশ্যপট, চোখধাঁধানো সেট এবং রহস্যময় এক আবহ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে নভেম্বরে। হিন্দি, তামিল, তেলুগু, মালায়ালম এবং কন্নড় ভাষায় দেখা যাবে ছবিটি । উত্তর ভারতে ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্ব সামলাবে এএ ফিল্মস ।ছবিটি প্রযোজনা করেছেন ড. ঈশ্বরী কে. গণেশ। এটি ওয়েলস ফিল্ম ইন্টারন্যাশনাল, অবনী মিডিয়া, আইভিওয়াই এন্টারটেইনমেন্ট এবং রাউডি পিকচার্স-এর ব্যানারে যৌথভাবে তৈরি হয়েছে ছবিটি । ছবিতে নয়নতারা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে রেজিনা কাসান্দ্রা, যোগী বাবু এবং উর্বশীকে।

মধ্যপ্রদেশে সোয়াইন ফ্লুতে আরও এক মৃত্যু, এক মাসে মৃত চার

ভোপাল, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশে এইচ১এন১ (সোয়াইন ফ্লু)-এর সংক্রমণ বাড়ার মধ্যেই আরও এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। সংক্রমিত ভোপালের এক প্রবীণ শনিবার রাতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান। চলতি বছরে ভোপালে সোয়াইন ফ্লুতে এটি প্রথম মৃত্যু। আর এক মাসের মধ্যে গোটা রাজ্যে এই রোগে মৃতের সংখ্যা দাঁ।ল চার।স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোপালের ওল্ড মিনাল রেসিডেন্সির বাসিন্দা রাম সিং (৮০) সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত ছিলেন। সংক্রমণের জেরে তাঁর গুরুতর রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম এবং অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ফেলিওর হয়েছিল। তিনি আগে থেকেই হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন।এর আগে ১১ সেপ্টেম্বর রাতে উজ্জয়িনীতে এক মহিলা রোগীর মৃত্যু হয়। শহরের অলখনঃদা নগরের বাসিন্দা বনমালা (৭৫), মহেশচন্দ্র ঝালার স্ত্রী, অসুস্থ হয়ে পড়ায় ১ সেপ্টেম্বর তাঁকে পরিবারের সদস্যরা বিড়লা হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরীক্ষায় সোয়াইন ফ্লু ধরা পড়ে। এক দিন পর তাঁকে অবন্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়। সেখানেই ১১ সেপ্টেম্বর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।উজ্জয়িনীর সিএমএইচও ডা. অশোক পটেল জানান, অলখনঃদা নগরের বাসিন্দা ওই প্রবীণ মহিলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। পরীক্ষায় সোয়াইন ফ্লু ধরা পড়েছিল। তিনি ডায়াবেটিস, রক্তচাপ-সহ অন্যান্য সমস্যাতেও ভুগছিলেন। স্বাস্থ্য দফতর তাঁর পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের পরীক্ষা করেছে। তাঁদের মধ্যে কারও আক্রান্ত হওয়ার খবর মেলেনি।উজ্জয়িনীতে সোয়াইন ফ্লুতে এটি দ্বিতীয় মহিলার মৃত্যু। এর আগে উজ্জয়িনীর ঋষি নগরের বাসিন্দা ৬৩ বছরের সরোজ নাগরের প্রায় তিন সপ্তাহ আগে, ১৯ আগস্ট, ইন্দোরের কোকিলাবেন হাসপাতালে সোয়াইন ফ্লুতে মৃত্যু হয়। চলতি বছরে রাজ্যে সোয়াইন ফ্লুতে এটিই ছিল প্রথম মৃত্যু।অন্যদিকে, গত ১০ সেপ্টেম্বর ইন্দোরে সোয়াইন ফ্লুতে আরও এক মহিলার মৃত্যু হয়। মৃতা শাজাপুরের বাসিন্দা ছিলেন এবং চিকিৎসার জন্য ১০ দিন ধরে ইন্দোরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। প্রথমে তাঁর সর্দি-জ্বরের উপসর্গ দেখা দেয়। পরে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। চিকিসকরা তাঁর চিকিৎসা চালাচ্ছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সোয়াইন ফ্লুর পাশাপাশি তিনি কোভিডেও আক্রান্ত ছিলেন। নিকটজনদের বক্তব্য অনুযায়ী, ২৮ আগস্ট থেকে তাঁর জ্বর, কাশি ও সর্দির উপসর্গ শুরু হয়েছিল। ১ সেপ্টেম্বর তাঁর এইচ১এন১ পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপর তাঁকে চিকিৎসার জন্য ইন্দোরে ভর্তি করা হয়। ২ সেপ্টেম্বরের রিপোর্টে ইনফ্লুয়েঞ্জার পাশাপাশি কোভিড-১৯-ও পজিটিভ ধরা পড়ার কথা জানানো হয়।এদিকে, ভোপালে সোয়াইন ফ্লুর সংক্রমণ ক্রমেই বাড়ছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম ১২ দিনে এখানে ২৩২টি সন্দেহভাজন নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত রাজধানীতে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত মোট ৬৫ জনের সন্ধান মিলেছে। স্বাস্থ্য দফতর নিয়মিত সন্দেহভাজন রোগীদের নমুনা পরীক্ষা করছে। সেপ্টেম্বরে হঠাৎ আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় রাজধানীতে সোয়াইন ফ্লু নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।ভোপালের মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমএইচও) ডা. মনীশ শর্মা বলেন, সোয়াইন ফ্লুর বা।তে থাকা সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে স্বাস্থ্য দফতর সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছে। সমস্ত প্রধান হাসপাতালে শয্যা ও প্রয়োজনীয় ওষুধের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব বেড়েছে। সর্দি, কাশি, প্রবল জ্বর বা শ্বাস নিতে সমস্যা হলে নাগরিকদের অবহেলা না করে দ্রুত নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা করানোর আবেদন জানানো হয়েছে। গুরুতর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং প্রবীণদের ভি।ভাট্টা জায়গায় যাওয়া এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধিদাতার আরাধনায় মেতেছে সমগ্র দেশ, গণেশ চতুর্থীতে পূজার্চনা ভক্তদের

মুম্বই ও নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর এখনও বেশ কিছু দিন বাকি। তার আগে শ্রীবৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের কামনায় ' গণপতি বাপ্পা'র পুজোয় মাতল গোটা দেশ। মুম্বই থেকে কলকাতা, দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু - সর্বত্রই গণেশ আরাধনায় মেতেছেন দেশবাসী। মহা ধুমধাম করে মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রজুড়ে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী। গণেশ আরাধনায় ব্রত হয়েছে আহমেদাবাদ, কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে সোমবার সকালে গণেশের আরাধনা করা হয়, উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা।থিমের গণেশ মূর্তি, বিশালকার মণ্ডপ, বাহারি আলোকসজ্জা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ। মুম্বইয়ের বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী। লাড্ডু প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয়েছে গণপতিকে। হিন্দু শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে সর্বাগ্রে পূজিত হন গণেশ। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, সমস্যা, দূর করতে সিদ্ধিদাতার পুজো করে থাকেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। 'গণপতি বাপ্পা মৌরিয়া' এই শব্দবন্ধই ধ্বনিত হচ্ছে দেশজুড়ে।

গোয়ার জনগণ এখন বিকল্প চান, মন্তব্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

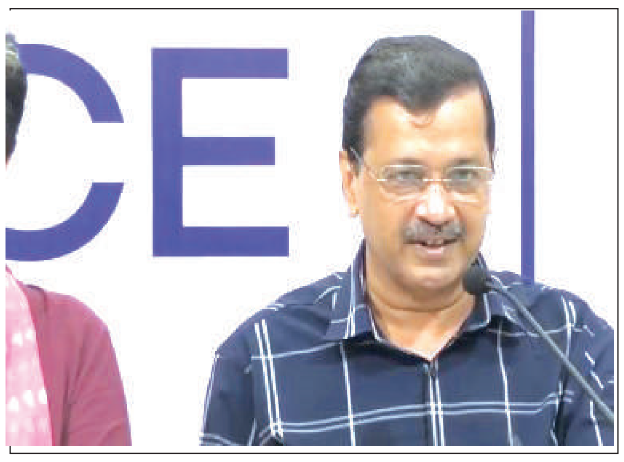

পানাজি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ গোয়ার জনগণ এখন বিকল্প চান, এমনই মন্তব্য করেছেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার গোয়ায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়াল বলেন, গোয়াতে আমরা ' গোয়া ফার্স্ট' নামে ' গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি' এবং ' আদমি পার্টি'-র মধ্যে একটি জোটের ঘোষণা করছি। এই জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, কারণ গোয়ার মানুষ বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে উপলব্ধি করেছেন, তাদের সামনে কোনও প্রকৃত বিকল্প ছিল না। তাদের হয় কংগ্রেস, নয়তো বিজেপির পক্ষে ভোট দিতে হয়েছে, অথচ এই দুই দলের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপ।া বিদ্যমান ছিল। মানুষ একটি বিকল্প চায়।কেজরিওয়াল বলেন, এতদিন পর্যন্ত বিজেপি বা কংগ্রেস ছাড়া জনগণের সামনে অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। এই প্রথমবারের মতো ' গোয়া ফার্স্ট'-এর রূপে একটি বিকল্প উঠে এসেছে- এমন এক জোট যা বিজেপি বা কংগ্রেস-কোনোটিরই অংশ নয়। যারা বিজেপিকে পরাজিত করতে চান, তারা এই জোটকে ভোট দিতে পারেন আবার যারা কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতায় বীতশ্রদ্ধ, তারাও তা-ই করতে পারেন। ' গোয়া ফার্স্ট' কেবল তাত্ত্বিক কোনও জোট নয় এটি জয়ী হবে। নিজস্ব শক্তিতেই ' গোয়া ফার্স্ট' সরকার গঠিত হবে। আমরা নিজেদের যোগ্যতায় জয়লাভ করব। এটি একটি বিশ্বাসযোগ্য ও স জোট, যা গোয়ার জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ।

দিল্লিতে বহুতল বিপর্যয়ে সুধাংশু ও শুভমের ১২ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লির সত্য নিকেতনে বহুতল বিপর্যয়ে ধৃত সুধাংশু ও শুভম ত্যাগীকে ১২ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। গত রবিবার দিল্লি পুলিশ দুই অভিযুক্ত- সুধাংশু ও শুভম ত্যাগীকে পাটিয়ালা আদালতে পেশ করে। আদালত দুই জনকে ১২ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে।উল্লেখ্য, কিছু দিন আগে দিল্লির সত্য নিকেতনে ভেঙে পড়ে একটি বহুতল। সেই ঘটনায় মোট ৭ জনের মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল, এরা হলো হরিরাম গুপ্ত, তাঁর স্ত্রী ঊর্মিলা গুপ্ত এবং তাঁদের ছেলে মহেশ গুপ্ত। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, বিদ্যুৎ কানেকশন হরিরামের নামে থাকলেও ওই সম্পত্তির আইনি মালিক ছিলেন তাঁর স্ত্রী ঊর্মিলা। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের ছেলে মহেশ বাড়িটির দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। মেরামতির কাজ চলাকালীন কয়েক দশকের পুরনো ভবনটি, যেখানে একটি ছেলেদের হোস্টেল ছিল- ধসে পড়ে সাতজনের মৃত্যু হয়।

নিয়মহীন পৃথিবী ট্রাফিক লাইটবিহীন রাস্তার মোড়ের মতোঃশি জিনপিং

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টম্বর ঃ নিয়মহীন পৃথিবী ট্রাফিক লাইটবিহীন রাস্তার মো।রে মতো, এই মন্তব্য করেছেন চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং। ১৮-তম ব্রিকস সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে রবিবার চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেন, নিয়ম-কানুনহীন একটি বিশ্ব হলো ট্রাফিক সিগন্যালবিহীন কোনও রাস্তার মোড়ের মতো, যেখানে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা প্রায় অনিবার্য। ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার একটি সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা এবং আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন প্রণয়নে সকল দেশের অংশগ্রহণ থাকা আবশ্যক। 'জোর যার মুলুক তার'-এই নীতি অচল এবং তা অনেক আগেই বর্জন করা উচিত ছিল।জিনপিং আরও বলেন, 'গ্লোবাল সাউথ'-এর দেশগুলোর উচিত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আইনের শাসন বজায় রাখা সার্বভৌম সমতা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌলিক নীতিগুলো রক্ষা করা এবং দ্বিমুখী নীতি বা 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' পরিহার করে সকলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়মের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির অপেক্ষায় মঙ্গলা গৌরী', নতুন রূপে রুক্মিণী বসন্ত

মুম্বই, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ কন্নড় ছবি 'মঙ্গলা গৌরী'-তে নতুন রূপে আসতে চলেছেন অভিনেত্রী রুক্মিণী বসন্ত। সম্প্রতি প্রকাশিত হযেছে রাহুল পিকে পরিচালিত এই ছবিটির প্রথম ঝলক। তাঁর সঙ্গে দেখা গেছে অভিনেত্রী মালাপশ্রীকেও।রুক্মিণীকে প্রথমবারের মতো দেখা যাবে পুলিশ আধিকারিকের ভূমিকায়। কেভিএন প্রডাকশনস ও দক্ষিণায়নী টকিজের ব্যানারে নির্মিত এই ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন মিধুন মুকুন্দন। চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন শ্রীবসন সেলভারাজন। ছবির অ্যাকশন দৃশ্যের পরিচালনা করেছেন বিক্রম মোর। ছবিটির প্রযোজনা করছেন ভেঙ্কট কে নারায়ণ ও হেমন্ত এম

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জন্য সাহস ও শক্তিতে ভরপুর একটি দিন হবে। আপনি নিজের ভাবনাগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যা কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল দেবে।
বৃষঃ আপনার সম্পর্কগুলিতেও সম্প্রীতি বজায় থাকবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম? কাটালে আপনি আনন্দ পাবেন। চাকরি বা ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ তৈরির জন্য এটি অনুকূল সময়। শুভদিন
মিথুনঃ স্বাস্থ্যের দিকটিতে আরেকটু বেশি যত্নের প্রয়োজন। আজ আপনার পক্ষে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব, তবে আপনার বোধগম্যতা এবং জ্ঞানের সাহায্যে আপনি টেবিলগুলি ঘুরিয়ে. নিতে এবং আপনার ক্ষতিটিকে মুনাফায় .রূপান্তর করতে পারেন।
কর্কটঃআজ আপনার জীবনে অনেক নতুন সম্ভাবনা আসবে। আপনার মনে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হবে, যা আপনাকে নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও উৎসাহিত করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে
তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিয়ে. আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
বৃশ্চিকঃ আপনার সম্পর্কগুলিও আরও দৃঢ় হবে। বিশেষ করে প্রেমের জীবনে প্রিয় মানুষের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা ও বোঝাপড়া অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে
ধনুঃ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে। শুভদিন
মকরঃগর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। সংসারে শান্তি হবে
কুম্ভঃ আজ নতুন উদ্যোগ ও ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনা ইতিবাচক ফল দেবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
মীনঃ আজ কর্মক্ষেত্রে আপনি একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন, তাই সেটি গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না। বিবাহের যোগ হতে পারে।

আবহাওয়া

বৃষ্টি কমেছে দক্ষিণবঙ্গে, তবে ভারী বর্ষণ থেকে এখনই রেহাই পাবে না উত্তরবঙ্গ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে আরও কিছু দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টি কমছে। দু'দিনের সাময়িক বিরতির পরে ফের বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হতে পারে উত্তরবঙ্গ। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বরও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি হলেও, তা হবে হালকা থেকে মাঝারি। কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিন আবহাওয়া মোটের উপর শুষ্ক থাকবে। মাঝেমধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.২ ডিগ্রি কম। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.২ ডিগ্রি কম।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৯ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মনিট এবং রাত ০৮টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪০মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৩৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২১মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা ও হাওড়া পুর নিগমকে পুরস্কৃত করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বাতাসের গুনমান উন্নত করার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন কলকাতা ও হাওড়া পুর নিগমকে পুরস্কৃত করেছে। পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আজ সমাজ মাধ্যমে বেস্ট প্রাকটিস বিভাগে দুই পুর নিগমের তিনটি ওয়ার্ড কে পুরস্কৃত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এই জন্য তিনি তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য মন্ত্রক ২০১৯ সালে দেশের ২৪ টি রাজ্যের ১৩১টি শহরে বাতাসের মান উন্নত করার জন্য এই কর্মসূচি চালু করেছিল।

গঙ্গাসাগর মেলাকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ এ বারের গঙ্গাসাগর মেলাকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে কুম্ভ মেলার আয়োজকদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা, নজরদারি এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে কুম্ভ মেলার সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হবে। প্রয়োজনে তাঁদের গঙ্গাসাগরেও আনা হতে পারে। অতীতের তুলনায় এ বার প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বিস্তৃত হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, উন্নত ড্রোন নজরদারি, আধুনিক ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার মতো প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী বছর হরিদ্বারে অর্ধকুম্ভ থাকলেও গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের ভিড় কমবে না বলেই প্রশাসনের অনুমান। সেই কারণেই আগাম প্রস্তুতিতে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

শহর ও শহরতলী

বাগেশ্বর বাবা ছবি পোড়ানো মামলা,জামিন কংগ্রেস নেতাদের, আদালতে ‘সত্যের জয়’ দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বাগেশ্বর বাবা ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর ছবি পোড়ানোর অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় জামিন পেলেন কংগ্রেস নেতারা। সোমবার আলিপুর আদালতে কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অতনু দাসের জামিন মঞ্জুর হয়। একই মামলায় কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রদীপ প্রসাদেরও জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। জামিন পাওয়ার পর আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস নেতাদের দাবি, ‘সত্যের জয় হয়েছে।’ দুর্গাপুজোয় আমিষ খাবার খাওয়া নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামে কংগ্রেস। অভিযোগ, ভবানীপুর থানার সামনে আয়োজিত সেই বিক্ষোভ থেকেই ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর ছবি পোড়ানোর ঘটনা ঘটে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়, তার পরে পুলিশ অতনু দাসকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর অতনুকে আদালতে তোলা হলে তাঁকে চার দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সোমবার ফের তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। শুনানিতে তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে আলিপুর আদালত। একইসঙ্গে এই মামলায় নাম জড়ানো কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রদীপ প্রসাদেরও জামিন মঞ্জুর হয়। এর আগে রবিবার এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভবানীপুর থানায় হাজিরা দিয়েছিলেন আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ প্রসাদ। সেখানেই তাঁরা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন। কংগ্রেস নেতাদের দাবি ছিল, তাঁরা ভবানীপুর থানার সামনে শুধুমাত্র বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, বিক্ষোভের শেষের দিকে একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা এসে বিক্ষোভের কিছু দৃশ্যের ফুটেজ

চান। এরপর দলের কয়েকজন কর্মী অন্যদিকে গিয়ে ফের বিক্ষোভ দেখান। সেখানেই বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানো হয় বলে তাঁদের দাবি। আশুতোষের বক্তব্য, ওই ছবি পোড়ানোর ঘটনায় তাঁরা সরাসরি জড়িত ছিলেন না। তবে বিক্ষোভের সময় তাঁরা ঘটনাস্থলে ছিলেন এবং পরিস্থিতির মধ্যে তাঁদের নাম জড়িয়ে যায় বলেই দাবি করেন কংগ্রেস নেতারা। তবে কংগ্রেসের এই ব্যাখ্যাকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি অভিযোগ করেন, সংবাদমাধ্যমে প্রচারের জন্যই কংগ্রেস এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। তাঁর দাবি, একজন সনাতন সাধুর ছবি পোড়ানোর মতো ঘটনাতেও কংগ্রেস পিছপা হচ্ছে না। একইসঙ্গে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগও তোলেন।

অন্যদিকে, মামলায় গ্রেপ্তার এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের বক্তব্য, তাদের কর্মসূচি ছিল একটি মন্তব্যের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক বিক্ষোভ। বিজেপির পাল্টা অভিযোগ, প্রতিবাদের নামে ধর্মীয় আবেগে আঘাত করা হয়েছে। এই রাজনৈতিক তরজা ও অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের মধ্যেই আপাতত স্বস্তি পেলেন কংগ্রেসের তিন নেতা। অতনু দাস, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রদীপ প্রসাদের জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর কংগ্রেস শিবিরে স্বস্তি ফিরেছে। আদালত থেকে বেরিয়ে নেতাদের ‘জয়’ মন্তব্যে সেই বার্তাই স্পষ্ট বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বাগেশ্বর বাবা ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর ছবি পোড়ানোকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই মামলা আপাতত আইনি দিক থেকে নতুন মোড় নিয়েছে। কংগ্রেস নেতা অতনু দাস, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রদীপ প্রসাদের জামিন মঞ্জুর হওয়ায় দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। আদালত থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস নেতাদের ‘সত্যের জয়’ মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তবে জামিন পাওয়া মানেই মামলার সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি নয়-মামলার তদন্ত এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত ঘটনার প্রকৃত দায় নির্ধারণ করবে।অন্যদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। কংগ্রেসের দাবি, বাগেশ্বর বাবার মন্তব্যের প্রতিবাদে তাদের কর্মসূচি ছিল গণতান্ত্রিক বিক্ষোভ। দলের নেতাদের বক্তব্য, ছবি পোড়ানোর ঘটনায় তাঁদের সরাসরি ভূমিকা ছিল না। বিজেপি অবশ্য সেই দাবি মানতে নারাজ। তাদের অভিযোগ, প্রতিবাদের নামে ধর্মীয় আবেগে আঘাত করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক প্রচারের জন্যই এমন ঘটনা ঘটানো হয়েছে।ফলে এই মামলাকে ঘিরে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিতর্কও অব্যাহত থাকবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে ঘিরে কোনও প্রতিবাদ কর্মসূচি যাতে উত্তেজনা বা আইনশৃঙ্খলার সমস্যায় পরিণত না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সেই প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত রাখার দায়িত্বও রাজনৈতিক দলগুলির।এখন পুলিশের তদন্ত, আদালতে পরবর্তী শুনানি এবং মামলার প্রমাণের দিকেই নজর থাকবে। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের রাজনৈতিক আবহের বাইরে গিয়ে তদন্তে প্রকৃত ঘটনা কতটা স্পষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত আদালতের রায়ে কী উঠে আসে, তার উপরই নির্ভর করবে এই বিতর্কিত মামলার পরবর্তী পরিণতি।

শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে গবেষণায় বেলুড় বিদ্যামন্দির, ৭ বিষয়ে পিএইচডি ও বিশ্বমানের গবেষণায় জোর

নিজস্বংবাদদাতা, বেলড় , ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ গুণগত শিক্ষা, শৃঙ্খলা এবং নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছে বেলড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির। এবার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রেও নিজেদের পরিসর আরও বিস্তৃত করছে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী করে তোলা, নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বিদ্যামন্দিরের গবেষণা কেন্দ্র, উচ্চতর গবেষণার পরিকাঠামো এবং পিএইচডি কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহাপ্রজ্ঞানন্দ মহারাজ। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, প্রচলিত উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি গবেষণাকেও বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে বিজ্ঞান ও মানবিকী-দুই ধারাতেই উচ্চতর গবেষণার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি, কম্পিউটার সায়েন্স, মাইক্রোবায়োলজি এবং জুলোজির মতো বিষয়ে গবেষণার কাজ চলছে। একইসঙ্গে বাংলা, সংস্কৃত, দর্শন এবং ইতিহাসের মতো মানবিকী ও সমাজচিন্তামূলক বিষয়েও গবেষণার পরিসর রয়েছে। বিদ্যামন্দির সূত্রের দাবি, বর্তমানে মোট সাতটি বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণাঙ্গ পিএইচডি প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে বিজ্ঞান ও মানবিকী-দুই ক্ষেত্রেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ গবেষণা-পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। শুধু পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন নয়, মৌলিক চিন্তা, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি এবং সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সময়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার মান এবং তার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই গবেষকদের আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশে উসাহিত করা হচ্ছে। গবেষণার বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পরীক্ষামূলক কাজ, গবেষণাপত্র তৈরি এবং প্রকাশনা-প্রতিটি পর্যায়েই গুণগত মান বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণায় আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রয়োগভিত্তিক জ্ঞানের ব্যবহারকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রসায়ন, কম্পিউটার সায়েন্স, মাইক্রোবায়োলজি এবং জুলোজির মতো বিষয়গুলিতে এমন গবেষণার সুযোগ রয়েছে, যার সঙ্গে শিল্প, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, প্রযুক্তি এবং জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার সম্পর্ক রয়েছে।

বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি ও অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি শিল্প ও প্রযুক্তিনির্ভর গবেষণার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। কম্পিউটার সায়েন্সে আধুনিক কম্পিউটেশনাল পদ্ধতি ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার যেমন গবেষণার নতুন দিক খুলে দিচ্ছে, তেমনই মাইক্রোবায়োলজি ও জুলোজির গবেষণায় জীবজগ, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসছে। অন্যদিকে বাংলা, সংস্কৃত, দর্শন ও ইতিহাসের মতো মানবিকী বিষয়ের গবেষণার মাধ্যমে ভাষা, সংস্কৃতি, দর্শন, সমাজ ও ইতিহাসের নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

শিক্ষা ও গবেষণার এই সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বিদ্যামঃিদর ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছে। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য, উচ্চশিক্ষাকে শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জ্ঞানচর্চা, মৌলিক গবেষণা এবং সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে তোলা। ফলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে বেলু। বিদ্যামন্দিরের গবেষণা পরিসর আগামী দিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

পুরভোটে একাই লড়বে কংগ্রেস, দাবি প্রদীপ ভট্টাচার্যের

সুমন স্তদক, হাওড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন পুরভোটে একক শক্তিতেই নির্বাচনে লড়বে কংগ্রেস। তবে পরবর্তী পরিস্থিতি কি হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয় বলেও তিনি জানিয়ে দেন। হাওড়ায় এক গণেশ পুজোর অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই বলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য প্রদীপ ভট্টাচার্য। সোমবার সকালে ওই অনুষ্ঠানে এসে প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে প্রদীপবাবু বলেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে মাত্র চার মাস। ফলে এত অল্প সময়ের মধ্যে সরকারের কাজের মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। তবে তাঁর অভিযোগ, সম্প্রতি সন্ন্যাসীর পরিচয় দিয়ে এক শ্রেণির মানুষ বাঙালিদের ‘ভণ্ড’ বলছেন এবং সমাজে বিভাজনের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছেন। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে এমন প্রবণতা আগে দেখা যায়নি বলেও দাবি করেন তিনি। খাদ্যাভ্যাস নিয়েও বক্তব্য রাখেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা। তাঁর কথায়, বাংলার সংস্কৃতিতে আমিষ ও নিরামিষ-দুই ধরনের খাদ্যাভ্যাসই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এই ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভাজনের চেষ্টা হলে সরকারের তা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। নইলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। গত চার মাসে সরকারের কয়েকটি পদক্ষেপের প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর পড়ছে বলেও দাবি করেন প্রদীপ ভট্টাচার্য। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, সাধারণ মানুষের জীবনে যেখানে আঘাত আসবে, সেখানে কংগ্রেস বিরোধিতা করবে। অন্যদিকে, আসন্ন পুরভোটের রণকৌশল নিয়েও দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন তিনি। প্রদীপ ভট্টাচার্য জানান, পুরভোটে কংগ্রেস নিজেদের সংগঠন ও শক্তির উপর ভরসা করেই এককভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবে। তবে, পরবর্তী পরিস্থিতি কি হয় সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়।

রাতে রাস্তার ধারে বাস পার্কিংয়ের জন্য ৭০০ টাকা করে ফি নেওয়া হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাতে রাস্তার ধারে বাস পার্কিংয়ের জন্য এবার থেকে ৭০০ টাকা করে ফি নেওয়া হবে বলে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন। তিনি জানান, এই সিদ্ধান্তে যেমন সরকারের রাজস্ব বাড়বে, তেমনই বাসমালিকেরাও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে রাস্তার ধারে বাস রাখতে পারবেন। মন্ত্রীর দাবি, আগের সরকারের আমলে রাস্তার ধারে বাস পার্কিং থেকে কোনও অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা পড়ত না। নতুন ব্যবস্থায় সেই রাজস্ব সরকারের ঘরেই আসবে।

বসিরহাটে ক্যারাটের জমজমাট লড়াই, অংশ নিল সাড়ে তিনশো প্রতিযোগী

সৌরভ দাশ, বসিরহাট ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বসিরহাট সেইসেনকাই ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় বসিরহাট টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল সপ্তম বসিরহাট কাপ ক্যারাটে ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ। বসিরহাট, বাদু।য়া, খোলাপোতা, টাকী, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ-সহ বসিরহাট মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকার ক্যারাটে শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বয়সের প্রতিযোগীদের নিয়ে দিনভর চলে জমজমাট ল।াই। ক্যারাটের নানা কৌশল, শারীরিক সক্ষমতা এবং আত্মরক্ষার বিভিন্ন প্রদর্শন দেখতে টাউন হলে ভি। জমান অসংখ্য ক্রী।াপ্রেমী ও অভিভাবক। বর্তমানে আত্মরক্ষার পাশাপাশি শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুস্থ-নিরোগ শরীর গঠনের লক্ষ্যে অনেক অভিভাবকই সন্তানদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহী করে তুলছেন। আয়োজকদের দাবি, ক্যারাটে এখন শুধু আত্মরক্ষার মাধ্যম নয়, আত্মনির্ভরতার পথ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আয়োজক তথা বসিরহাট মহকুমার অন্যতম প্রবীণ ক্যারাটে প্রশিক্ষক এবং বসিরহাট সেইসেনকাইয়ের সভাপতি সিহান প্রশান্ত গিরি জানান, ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান হানসি প্রেমজি সেনের তত্ত্বাবধানে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাঁর কথায়, বসিরহাটের কয়েকজন ক্যারাটে শিক্ষার্থীকে নিয়ে এই কাপের পথচলা শুরু হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা মহকুমার গণ্ডি ছা।িয়ে বিভিন্ন জেলাতেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় সা।ে তিনশো প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে বসিরহাট মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন প্রশান্ত গিরি। তাঁর মতে, ক্যারাটে শুধু আত্মরক্ষা বা শরীরচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আত্মবিশ্বাস তৈরি এবং আত্মনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রেও এই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারও বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্যারাটে প্রশিক্ষণের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দিয়ে বহু ছাত্রছাত্রী স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে। ক্যারাটের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জন করে অনেকেই নিজেদের এবং এলাকার নাম উজ্জ্বল করছে। আগামী দিনে ক্যারাটের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অভিভাবকদের সন্তানদের আরও বেশি করে ক্যারাটেমুখী করার আহ্বান জানান প্রশান্ত গিরি। পাশাপাশি সঠিক স্থান থেকে, সঠিক পদ্ধতিতে এবং নির্দিষ্ট পর্যায়ভিত্তিকভাবে ক্যারাটে শেখার বিষয়েও অভিভাবকদের মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান তিনি। এদিনের এই মেগা ইভেঃট উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য, তুলসী দাশ, কৌশিক সিদ্ধার্থ, গৌতম বৈদ্য-সহ আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ। এছা।াও উপস্থিত ছিলেন ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার কোষাধ্যক্ষ মনতোষ কর, শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির প্রতিনিধি সুভাষ মিত্র, বসিরহাট সেইসেনকাইয়ের চেয়ারম্যান পরিতোষ বণিক, সাধারণ সম্পাদক দিব্যেঃদু ঘোষ-সহ অন্যান্যরা। সম্প্রতি নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দশম ইঃটারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জার কাপে সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ পদকপ্রাপ্তদের এদিন সংবর্ধিত করা হয়। পাশাপাশি ১৭ জনকে ফার্স্ট ডান ব্ল্যাক বেল্ট এবং তিনজনকে থার্ড ডান ব্ল্যাক বেল্ট প্রদান করা হয়।

মাদকের বিরুদ্ধে কাপাসডাঙ্গায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ডাক

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে বহু পরিবার আর্থিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। তাই মাদকের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তোলার ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করার ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। সভায় বক্তারা জানান, প্রশাসনের সহযোগিতা ও পরামর্শে

কাপাসডাঙ্গায় মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হলো। কাপাসডাঙ্গা যুব কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে প্রশাসনের সহযোগিতা ও পরামর্শে ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথা আইসি শ্রী অনিরুদ্ধ বাগ, রেজবী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা আবু তাহের রেজবী, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ। সভায় বক্তারা বলেন, মাদক শুধু একজন ব্যক্তির জীবন ধ্বংস করে না, এর প্রভাব পড়ে গোটা পরিবার ও সমাজের ওপর। মাদকের কারণে মাওলানা আবু তাহের রেজবী বলেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাদকের অন্ধকার প্রতিহত করব, যুবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব এবং একটি মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ। মাদকের কারণে আর কোনো পরিবার ধ্বংস হোক, কোনো মা-বাবার বুক খালি হোক, কোনো তরুণ তার ভবিষ্যৎ হারিয়ে ফেলুক, তা আমরা মেনে নিতে পারি না। তিনি আরও বলেন, কোনো ব্যক্তি এলাকায় মাদক বিক্রির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তার বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মাদক ব্যবসায়ীদের বয়কট করার পাশাপাশি তাঁদের থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। তবে মাদকবিরোধী প্রতিরোধ গড়ে কাপাসডাঙ্গা এলাকায় মাদকবিরোধী আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে। শুধু কাপাসডাঙ্গা নয়, আশপাশের প্রতিটি এলাকায় সচেতনতা ছড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে মাদকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলা, শিক্ষা ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি অভিভাবক, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি ও সমাজের সচেতন নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।সভা শেষে উপস্থিত সকলে মাদকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং কাপাসডাঙ্গা সহ আশপাশের এলাকাকে মাদকমুক্ত করার অঙ্গীকার করেন।

চন্দননগরের নতুন আকর্ষণ লোহার খাঁচা বা রোপ লাইট

বনস্পতি দে, চন্দননগর,১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বরাবরের মতো এ বারেও নতুন আকর্ষণ লোহার খাঁচা বা রোপ লাইট। নানা ধরনের কলকার আদলে নজরকাড়া আলোর দেখা মিলবে কলকাতা ও জেলার বারোয়ারি দুর্গাপুজোয়। তাই, পুজোর আগে নতুন রোপ লাইট নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন চন্দননগরের বড় থেকে ছোট, সব ধরনের আলোকশিল্পীরা। আলোক শিল্পে নিত্যনতুন চিন্তাভাবনা, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে আলোর জগতে বিপ্লব এনেছেন চন্দননগরের শিল্পীরা। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই আলোর জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি গঙ্গাতীরের শহর ফরাসডাঙার। তাই দুর্গাপুজো থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো, আইফেল টাওয়ারে সাড়া ফেলেছে চঃদননগরের আলো। পুরোনো আমলের টুনি বাল্বের থেকে ভিনাইল বোর্ড ছাপিয়ে এলইডি আলোর ঝলকানিতে আলোর জগতে বিপ্লব এনেছেন চঃদননগরের শিল্পীরা। চন্দননগরের শিল্পীরা ইতিমধ্যেই কলকাতায় থেকেই বারোয়ারি পুজোর আলোর কাজ করছেন। এ বারে নানা রঙের মিশেলে সরু সরু কলকা বা আল্পনার মতো নতুন ভাবনায় সাজিয়ে তোলা আলো বাজার মাত করেছে। এ বারের দুর্গাপুজোয় কলকাতা ও আশপাশের জেলার পুজামণ্ডপে সব কিছুকে টেক্কা দেবে এই বিশেষ আলোর চমক। তবে নতুন রোপ আলোর সুবিধে, অন্যান্য আলোর থেকে এই আলোয় খরচ তুলনায় কম। তাই বাজেটের কারণেও এই আলো স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন বারোয়ারি পুজোর উদ্যোক্তারা। আলোকশিল্পীরা জানিয়েছেন, পালাবদলের পরে প্রথম বারের দুর্গাপুজোর বাজেট নিয়ে প্রথম থেকেই সাবধানী পদক্ষেপ করেছে বারোয়ারি কমিটিগুলি। এ বারে কলকাতায় হিন্দুস্থান পার্কের পুজোয় আলো দিয়ে সাজানোর দায়িত্ব পেয়েছেন চন্দননগরের প্রয়াত আলোকশিল্পী বাবু পালের স্ত্রী চিত্রলেখা ও কন্যা সুশ্বেতা পাল। বাবু প্রয়াত হওয়ার পর থেকে ব্যবসার দায়িত্ব নিয়েছেন মা ও মেয়ে। তাঁরা জানিয়েছেন, বিগত কয়েক বছর ধরে এলইডি ও চিন থেকে আমদানি করা ক্রিস্টাল আলোর একচেটিয়া ব্যবহার করা হতো। এ বারে নতুন ধরনের রোপ লাইট মূলত আলপনার নকশায় সাজানো হবে। লোহার কাঠামোর উপরে হালকা কিন্তু মিষ্টি আলো মনকে মুগ্ধ করবে। আলোকশিল্পী বলেন, ‘টুনি লাইটের মিনিয়েচার থেকে হাল আমলের এলইডি সবাই কমবেশি দেখেছেন। এলইডি আলো চোখে লাগত বলে আলোর উপরে নানা রঙের ঢাকনার ব্যবহার করে তার সৌঃদর্য আরও মসৃণ করে তুলেছিলাম আমরাই। এ বারের দুর্গাপুজোয় আমাদের সেরা উপহার রোপ লাইটের তৈরি নকশা। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কম্পিউটারের মাধ্যমে আলোর মধ্যে প্রোগামিং সেট করা হয়েছে।’ এ বার পুজোর আগেই চন্দননগরে ইন্দো-ফরাসি যৌথ হেরিটেজ উৎসবে রোপ লাইটের একাধিক গেট করেছেন আরেক আলোকশিল্পী । তার কথায়, ’এ বারে রোপ লাইট বাজারে হিট করেছে। তার প্রমাণ আমরা তিন দিনের হেরিটেজ উৎসবে পেয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা, এই আলো অনেক হালকা ও বিদ্যুসাশ্রয়ী।’

কাজী নজরুল ইসলাম মেমোরিয়াল জুনিয়র হাই মাদ্রাসার কোনও পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ হুগলির পাণ্ডুয়া ব্লকের বৌঁচির তারাজোল গ্রামে কাজী নজরুল ইসলাম মেমোরিয়াল জুনিয়র হাই মাদ্রাসা। অথচ গ্রামে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নামে মাদ্রাসা থাকলেও বাস্তবে তার কোনও পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি। বিজেপি সরকার অনুমোদনহীন মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। সেই তালিকায় থাকা ২৫২টি মাদ্রাসার মধ্যে নাম রয়েছে হুগলির বৌঁচির এই মাদ্রাসারও। সরকারি খাতায় নাম আছে, অথচ বাস্তবে অস্তিত্বই নেই বৌঁচি বিলসরার মাদ্রাসার। যদিও পাণ্ডুয়ার বিডিও দেবব্রত প্রামাণিকের দাবি, ‘ থেকে ক্লোজ নোটিস দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে এই মাদ্রাসার কোনও অস্তিত্ব নেই।’ স্থানীয়দের দাবি, অস্থায়ী কাঠামো তৈরি হলেও সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহযোগিতা না মেলায় মাদ্রাসাটি চালু করা যায়নি। বর্তমানে সেই জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে মাদ্রাসার কোনও পরিকাঠামো নেই, অথচ সরকারি নথিতে নাম রয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, বৌঁচি-বিলসরা রোডের পাশে মাদ্রাসা তৈরির জন্য এক সময়ে জায়গা নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সেই জায়গা বিক্রি হযে. গিয়েছে। যেখানে মাদ্রাসা হওয়ার কথা ছিল, সেখানে এখন বড় বড় গাছ লাগিযে.ঘেরা হয়েছে। গ্রামের বাসিঃদা বলেন, ‘ ভাই ও কয়েকজন শিক্ষক মিলে মাদ্রাসা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ২০১৩ সালে বৌঁচি-বিলসরা রোডের পাশে আব্দুল কাসেদের স্ত্রীর কাছ থেকে প্রায় এক বিঘা জমি লিজে নেওয়া হয়েছিল। ওই জমিতে একটি অস্থায়ী টিনের ছাউনি দিয়ে কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। দু’বছর চেষ্টা করেও সরকারি অনুমোদন মেলেনি, কোনও আর্থিক সহযোগিতাও পাওয়া যায়নি। তাই মাদ্রাসা আর চালু করা সম্ভব হয়নি। পরে মালিককে জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সরকারি খাতায় কাজী নজরুল ইসলাম মেমোরিয়াল জুনিয়র হাই মাদ্রাসার নাম রয়ে গিয়েছে।’
বর্তমানে ওই জমি কিনেছেন শেখ মীরসাদ।

চোরাই সোনা কেনাবেচার অভিযোগে বারুইপুরে গ্রেফতার ২

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে চোরাই সোনার অলংকার কেনাবেচার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং ৮টি সোনা সদৃশ ধাতব বস্তু। উদ্ধার হওয়া বস্তুগুলির মোট ওজন প্রায় ১৬.৯২০ গ্রাম বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।পুলিশসূত্রে খবর,রবিবার রাতে বারুইপুর থানার এসআই শুভ্রজ্যোতি মণ্ডলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ দল গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বারুইপুর থানার কাছারি বাজার এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে সংঃদহভাজন দুই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তল্লাশি চালাতেই তাঁদের কাছ থেকে নগদ টাকা ও সোনা সদৃশ ধাতব বস্তু উদ্ধার হয়। এরপর দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে সৌমেন নস্কর জয়নগর থানার অন্তর্গত হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের গোড়েরহাট এলাকার বাসিন্দা। অপর ধৃত সাবির গাজী সোনারপুর থানার অন্তর্গত বিদ্যাধরপুর এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান,ধৃতরা চোরাই সোনার অলংকার কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। তবে উদ্ধার হওয়া ধাতব বস্তুগুলি প্রকৃত সোনা কি না, সেগুলি কোথা থেকে এসেছে এবং কোনও চোরাই সামগ্রীর সঙ্গে তার যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আড়াই লক্ষ টাকা নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। ওই বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা তাঁদের কাছে কেন ছিল এবং এর উস কী, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা।এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, কিংবা এর পিছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কি না, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে বারুইপুর থানার পুলিশ।ধৃতদেরকে সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

দীর্ঘদিন ধরে জমা জলের সমস্যায় অতিষ্ঠ হাওড়ার কোনা খালিয়া এলাকার বাসিন্দাদের পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ জলযন্ত্রণা আর সহ্যের সীমায .নেই ! দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা জলে অতিষ্ঠ হাওড়ার কোনা খালিযা. এলাকার বাসিন্দারা সোমবার কার্যত রাস্তায .নেমে ক্ষোভ উগরে দিলেন। জমা জল ও বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। অবরোধের জেরে ব্যাহত হয় যান চলাচল। পরে লিলুযা. থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর অবরোধ ওঠে। তবে স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। দীর্ঘদিনের জমা জলের যন্ত্রণা নিয়ে এদিন ক্ষোভে পথে নামেন এলাকাবাসী। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জমা জলের সমস্যায় নাজেহাল হাওড়ার লিলুয়া থানার অন্তর্গত কোনা খালিয়া এলাকার বাসিন্দারা। বারবার সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েও পরিস্থিতির পরিবর্তন না হওয়ায় সোমবার ক্ষোভে রাস্তায় নামেন তাঁরা। জমা জল ও জলযন্ত্রণার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধের জেরে রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লিলুয়া থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আলোচনার পর প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় অবশেষে অবরোধ ওঠে। দীর্ঘদিনের এই জল সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর একাংশ। অভিযোগ, বর্ষা এলেই দিনের পর দিন জলমগ্ন হয়ে থাকছে রাস্তা থেকে বাড়িঘর। প্রশাসনের আধিকারিকরা এসে পরিস্থিতি দেখে গেলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত সোমবার ক্ষোভে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে নামলেন হাওড়ার কোনা খালিয়া এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। প্রায় ঘণ্টাখানেক অবরোধের পর লিলুয়া থানার পুলিশের সঙ্গে আলোচনায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এই নিয়ে স্থানীয়দের অভিযোগ, কোনা খালিয়া এলাকায় জল জমার সমস্যা নতুন নয়। সামান্য বৃষ্টিতেই বিভিন্ন জায়গায় জল দাঁড়িয়ে যায়। ভারী বৃষ্টি হলে সেই জল ঢুকে পড়ে বাড়ির ভিতরেও। দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকায় একদিকে যেমন যাতায়াত ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে দুর্গন্ধ ও নোংরা জলের কারণে বাড়ছে দুর্ভোগ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে এলাকার খাল ও নিকাশি ব্যবস্থা। তাঁদের দাবি, খাল পরিষ্কারের কাজ হলেও সেই কাজের পর তোলা আবর্জনা অনেক সময় খালের পা।েই ফেলে রাখা হচ্ছে। ফলে জল চলাচলের পথ আরও সংকুচিত হয়ে প।ছে। কার্যকর নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় জমা জল বেরোতে পারছে না। এদিন রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয়রা দ্রুত জল সরানো এবং নিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী সংস্কারের দাবি জানান। অবরোধের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লিলুয়া থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। পুলিশের আশ্বাসের পর প্রায় এক ঘণ্টা পরে অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা।

নন্দীগ্রাম ও মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে ছুটি ঘোষনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ৬ই অক্টোবর রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ও মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্যে রাজ্য সরকার ঐদিন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকার সব সরকারি, আধা সরকারি অফিস, কর্পোরেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন আই অ্যাক্টে ছুটি ঘোষনা করেছে। দোকান, বানিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের ঐ দিন সবেতন ছুটি দেওয়ার জন্যে শ্রম দপ্তর পৃথক ভাবে নির্দেশিকা জারি করেছে। দুই বিধানসভা কেন্দ্রের কোন বাসিন্দা কর্মসূত্রে বাইরে থাকলে তাদেরও সবেতন ছুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ভোট গ্রহন প্রক্রিয়া দেরি হলে পরের দিন অফিসে উপস্থিতির ক্ষেত্রে সমস্যা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে বিশেষ ছুটি দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে। কোন সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোট গ্রহন কেন্দ্র হলে সেক্ষেত্রে ঐ অফিস, প্রতিষ্ঠানে ৫ তারিখেও ছুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৮৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ২৮ ভাদ্র, ১৪৩৩

আন্দামানের বন্দি

১৩ ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬। ভাদ্রমাসের দাবদাহে যখন ধরনী ক্লান্ত , ঠিক তখন ই কলকাতা শহরের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ধনপতি পাঁজার ঘর আলো করে ,স্নিগ্ধ হিমেল পরশ নিয়ে এক সৌম্য কান্তি শিশু জন্ম নিলেন। প্রভু জগন্নাথের কৃপা ধন্য এই শিশুর নামকরণ হল , বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবের নামানুসারে অপরাজেয়'অজিত'। বাড়ির সকলে ভেবেছিলেন ডাক্তারের সন্তান ডাক্তার ই হবে। কিন্ত বিধাতা অলক্ষ্যে মৃদু হাসলেন। প্রভু জগন্নাথ যে একটি পরিচয়ে পরিচিত হবার জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রী অজিত কুমার পাঁজাকে পাঠান নি, তা ক্রমেই প্রকাশ হতে লাগল। যেমন একটি বইয়ের মলাট দেখে বইটি সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা করা যায় না, আস্তে আস্তে তার প্রতিটা পাতা ওলটালে ক্রমে তার পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। ক্রমে সফল আইনজীবী ও ব্যারিস্টার রূপে আত্মপ্রকাশ। তারপর সফল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও একই সাথে লেখক ও অভিনেতা। একই অঙ্গে কত রূপ দেখে বিমোহিত হতে হয়। কিন্ত কোনক্ষেত্রেই তিনি তথাকথিত প্রফেশনাল ছিলেন না। অনেক মানুষের তিনি মামলা বিনা পয়সায় লড়ে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও রাজনীতির উর্ধে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে কখনও দ্বিধা বোধ করেন নি। ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধায়ক হয়ে রাজনৈতিক উত্তরণ শুরু, তারপর একে একে রাজ্যের মন্ত্রী, লোকসভার সদস্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সর্বক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ অবাধ ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কলম হাতে নিয়ে প্রকাশ করলেন তাঁর লেখক সত্ত্বা- এন্সেফেলাইটিস এর উপর থেকে শুরু করে , খনি শ্রমিক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের ঔষধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর লেখা আজও স্মরণীয়। এর ই সঙ্গে একের পর এক তৎকালীন শাসক দের বিরুদ্ধে তাঁর কলম গর্জে উঠেছিল যা এখন এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়। অভিনেতাদের রাজনীতির মঞ্চে আসার বহু উদাহরণ দেশে ও পশ্চিমবঙ্গে অনেক রয়েছে। কিন্তু রাজনীতিকরা থিয়েটার মঞ্চ কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন এমন উদাহরণ খুব বেশি নেই। এদের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় নাম বোধহয় একটাই, অজিত পাঁজা। তিনি জীবন সায়াহ্নে ঠাকুরের কৃপা ধন্য হয়ে শুরু করলেন এক নতুন জীবনের অধ্যায়- মঞ্চস্থ করলেন প্রয়াত নাট্যকার ব্রজেন্দ্র কিশোর দে-র সাড়া জাগানো নাটক 'নটী বিনোদিনী' অবলম্বনে ''শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ''। কলকাতাবাসী শুধু নয়, আপামর ভারতবর্ষের সেই নট্ট কোম্পানির 'নটী বিনোদিনী'-এর পর ঠাকুরের অভিনয় এর অভাবে ভুগছিল- তা পরিপূর্ণ হল। কলকাতা হাইকোর্ট অ্যাডভোকেটস ড্রামা এ্যাসোসিয়েশন ইন ইন্ডিয়া-র ব্যবস্থাপনায়-শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ভুমিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রী অজিত কুমার পাঁজার অভিনয়। সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগল, এই তো তাঁদের প্রানের ঠাকুর, চলছেন, হাসছেন- প্রসঙ্গ করছেন। অজিত পাঁজা এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি পুরোদমে থিয়েটার করেছেন টানা ১৩ বছর। শ্রী রামকৃষ্ণের ভূমিকায় 'নটী বিনোদিনী'-তে অভিনয়ের আগে ১৯৮৭ সালে তিনি 'শাহজাহান' নাটকে সুজার চরিত্রে অভিনয় করেন। পরে রাজনীতি এবং পেশার জন্য সেভাবে আর অভিনয়টা করা হয়ে ওঠেনি। ঠাকুরের আশীর্বাদে এই জনপ্রিয় অভিনয়, ভারত ছাড়িয়ে পাড়ি দিয়েছিল লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জালেস এবং সর্ব শেষে সেই চিকাগো- যেখানে ঠাকুরের বানী স্বামীজি প্রতিষ্ঠিত করে এসেছিলেন।

বিশ্বভারতীতে মুসলিম ছাত্র

শুভ জন্মদিন সৈয়দ মুজতবা আলী। শান্তিনিকেতনে অসংখ্য মুসলিম ছাত্র পড়াশোনা করে। এখানে কে হিন্দু আর কে মুসলিম, কেবা পার্সি সেটা নিয়ে কারো বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নাই। এখন বিষয়টা খুবই স্বাভাবিক মনে হলেও শুরুর দিকে সেটা নিয়ে জটিলতা কম ছিল না। কারণ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মতো সকলেই তখনো অতোটা উদার চিন্তার ছিলেন না। শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক পদক্ষেপ ছিল ঐতিহাসিক। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'আমার অন্তর্জগৎ রবীন্দ্রনাথের গড়া' লেখায় রবীন্দ্রনাথের সেই অসাম্প্রদায়িক চিন্তার নজির পাওয়া যায়। অনেককাল আগের কথা। শান্তিনিকেতনের 'বোর্ডিং বিদ্যালয়ে' একটি মুসলমান ছাত্রকে গ্রহণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানকার প্রধান শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়কে বারবার অনুরোধ করেছিলেন। ছেলেটির নাম ছিল রবীন্দ্র কাজী, সে আগরতলার ডা. কাজীর পুত্র। রবীন্দ্রনাথের আশংকা ছিল, আশ্রমের ট্রাস্টি দ্বীপেন্দ্রনাথের এতে আপত্তি হবে, নেপালচন্দ্রও তত উৎসাহ দেখাননি। নেপালচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, 'মুসলমান ছাত্রটির সঙ্গে একটি চাকর দিতে তাহার পিতা রাজি। অতএব, এমনকি অসুবিধা, ছাত্রদের মধ্যে এবং অধ্যাপকদের মধ্যেও যাহাদের আপত্তি নাই তাহারা তাহার সঙ্গে একত্র খাইবেন। শুধু তাই নয়, সেই সকল ছাত্রের সঙ্গেই ওই বালকটিকে এক ঘরে রাখিলে সে নিজেকে নিতান্ত যূথভ্রষ্ট বলিয়া অনুভব করিবে না। আপাতত শালবাগানের দুই ঘরে নগেন আইচের তত্ত্বাবধানে আরও গুটিকয়েক ছাত্রের সঙ্গে একত্র রাখিলে কেন অসুবিধা হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা পর্যন্ত চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কি অপরাধ করিল ? এক সঙ্গে হিন্দু,মুসলমান কি এক শ্রেণিতে পড়িতে বা একই সঙ্গে খেলা করিতে পারে না ? প্রাচীন তপোবনে বাঘে, গরুতে একঘাটে জল খাইত, আধুনিক তপোবনে যদি হিন্দু,মুসলমান একত্রে জল না খায় তবে আমাদের সমস্ত তপস্যাই মিথ্যা। আবার একবার বিবেচনা করিবেন ও চেষ্টা করিবেন যে, আপনাদের আশ্রমদ্বারে আসিয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন না, যিনি সর্বজনের একমাত্র ভগবান তাহার নাম করিয়া প্রসন্নমনে নিশ্চিন্ত চিত্তে এই বালককে গ্রহণ করুন   আপাতত যদি কিছু অসুবিধা ঘটে সমস্ত কাটিয়া গিয়া মঙ্গল হইবে।'

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে আপনাকে রক্ষা করা সম্ভব।

ভগৎ সিংয়ের সমর্থক বিপ্লবী যতীন দাস

রবীন্দ্রকুমার শীল

শহিদ ভগৎ সিং-এর বিপ্লবী সাথী যতীন্দ্রনাথ দাস। (যতীন্দ্রনাথ দাসকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি ভগৎ সিং এর বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। বিপ্লবী ভগৎ সিং সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে তিনি কারাগারে অনশন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁকে জোর করে ব্রিটিশ পুলিশ খাদ্য খাওয়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অনশনরত অবস্থায় তিনি ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সালে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগে সুভাষচন্দ্র বোস গভীর মর্মাহত হন। আজ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সাল। ৯৫ তম তাঁর মহাপ্রয়াণ দিবস। তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেই আজকের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হল।)

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতায়। পিতার নাম বঙ্কিমচন্দ্র দাস এবং মাতার নাম সুহাসিনী দেবী। ১৯২০ সালে ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন এবং অবস্থানরত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯২৮-২৯ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যতীন্দ্রনাথ দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ ১৯২৯ সালে ১৪ জুন। জেলের ভিতরে রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা লাভের দাবিতে এবং মানবিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য অনশন আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা ১৩ জুলাই থেকে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের সমর্থনে অনশন করতে শুরু করেন। যতীন দাস ছাড়া অনশন আন্দোলন করার ব্যাপারে কারোর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। বন্দুক দিয়ে লড়াই করার চেয়ে অনশন হচ্ছে আরও কঠিনতর সংগ্রাম। অনশন সংগ্রামীদের তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়। সরকার যতদিন না তাঁদের দাবিকে মেনে না নেবে ততদিন অনশন চলবে। লাহোর মামলার বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা অনশন করতে শুরু করে দিয়েছিল তখনও লাহোর মামলা চলছিল।

কলকাতায় যতীন্দ্রনাথ দাসের বিপ্লবী জীবন শুরু হয়েছিল শচীন্দ্রনাথ সান্যাল যখন ভবানীপুরে বিপ্লবী আখড়া তৈরি করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ১৯২৪ সালে তিনি স্বদেশ মন্ত্রে তরুণদের দীক্ষিত করার জন্য 'তরুণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ ঢাকা জেলে প্রেরণ করে। ঢাকায় জেল কর্তৃপক্ষের আচরণে তিনি ২৩ দিন অনশন করেছিলেন। ১৯২৮ সালের শেষ দিকে অনুশীলন সমিতির অন্যতম নেতা ত্রৈলোক্য মহারাজ, প্রতুল গাঙ্গুলির সঙ্গে ভগৎ সিং এর সাক্ষাৎ হয় কলকাতায়। ভগৎ সিং সেই সময়ে একটি নতুন বিপ্লবী দল তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৮ সালের ৮ এবং ৯ সেপ্টেম্বর ভগৎ সিং সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিদের দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানালেন। চারটি প্রদেশ দিল্লি সভাতে যোগ দিয়েছিল। বাংলা সেই সভায় যোগদান করেনি। বাংলার সেই সময়ে কোনও বিপ্লবী সভাতে যোগদান না করতে তা কিন্তু মর্যাদা লাব

করতে সারতো না। বাংলা সেই সময়ে বিপ্লবী তীর্থ বলে সারা ভারতে প্রচারিত ছিল। বাংলা যোগ না দেওয়ার ফলে ভগৎ সিং কলকাতায় এসে সরাসরি বাংলার বিপ্লবদের নেতাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিপ্লবী কলকাতায় এসেই বাংলার বিপ্লবী নেতা ত্রৈলোক্য মহারাজ সহ বিভিন্ন বিপ্লবী দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সারা ভারত জুড়ে একটি শক্তিশালী সর্বভারতীয় বিপ্লবী দল গড়ে তোলার খুবই প্রয়োজন সেটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন ভগৎ সিং বাংলার বিপ্লবীদের। বাংলার বিপ্লবীরা মত বিরোধী তুলে রেখে ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁরা বিপ্লবী যতীন দাসকে বাংলার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন। যতীন দাস 'এইচএসআরএ' (হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন- আর্মি) যোগদান করতেন বাংলার প্রতিনিধি হয়ে। যতীন দাস সেই 'এইচএসআরএ' সংস্থার বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেই সংস্থার সৈনিকদের বোমা তৈরি করার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন এবং শক্তিশালী অস্ত্র ভাণ্ডার তৈরি করে দিয়েছিলেন। গান্ধিজি কথা দিয়েছিলেন যে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন। গান্ধিজির এই কথায় আস্বস্ত হয়ে বিপ্লবীরা বেশ কিছু দিনের জন্য বিপ্লবী আন্দোলন স্থগিত রেখেছিলেন। তবে সেই সময়ে বিপ্লবীরা তাঁদের সাধ্যমতো গান্ধি আন্দোলনকে সক্রিয় করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, সুখদেব, যতীন দাস, ভগবতী চরণ ভোরা, যশপাল, শিব ভার্মা, ডাক্তার গয়াপ্রসাদ প্রমুখ। গান্ধিজি তাঁর কথা রাখতে পারেননি। বরং তিনি যা করলেন তা দেশের প্রতি চরম অপমান। তিনি ১৯২২ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন একেবারে তুঙ্গে তখন তিনি একটি সামান্য অজুহাত খাঁড়া করে অন্দোলনকে তুলে নিলেন। বিপান চন্দ্র লিখেছেন-'' গান্ধী যেভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন তাতে যেসব তরুণ তাঁর ডাকে স্কুল কলেজ ছেড়ে, এমন কি ঘর-সংসার ছেড়ে ছুটে এসেছিলেন তাদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দিল।'' (মতাদর্শের সন্ধানে ভগৎ সিং, পৃষ্ঠা-৪৯)।

৮ এপ্রিল ১৯২৯ সাল সোমবার ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় আইনসভায় উপস্থিত হলেন। আইনসভার গ্যালারি থেকে বোমা ছুঁড়লেন। সেখান থেকে পালিয়ে না গিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভার মধ্যেই তাঁরা স্লোগান দিতে শুরু করেন-' সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' এবং 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'। ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর সার্জেন্ট টেরি এসে তাঁদেরকে গ্রেফতার করেন। বলা যেতে পারে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তাঁরা ব্রিটিশ পুলিশের হাতে। ১২ জুন ১৯২৯ সালে অ্যাসেম্বলিতে বোমা মামলার রায় বের হলো। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের শাস্তি হল যাবজ্জীবন দীপান্তর। ঘটনা এখানেই থেমে থাকলো না। ১৯২৯ জুন ভগৎ সিংকে কুখ্যাত মিয়ানওয়ালি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এর বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ উচ্চারিত হলে সরকার বাধ্য হয়ে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করে। ভগৎ সিং এর অন্যতম বন্ধু যতীন্দ্রনাথ দাস একটানা ৬৩-৬৪ দিন অনশন চালিয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর প্রাণত্যাগ করেন। এই আত্মত্যাগ সারা ভারতকে আলোড়িত করেছিল। ভগৎ সিং জেলে বসে লিখেছিলেন, ''আমরা যখন বলি ' যতীন দাশ দীর্ঘজীবী হোন,' তখন নিশ্চয়ই এটা বোঝায় না যে যতীন দাশ দৈহিকভাবে বেঁচে থাকুন। আমরা যা বলতে চাই তা হল, যে মহৎ জীবনাদর্শ, যে অদম্য প্রাণশক্তি ওই মহান শহিদকে অকল্পনীয় কৃচ্ছসাধনের শক্তি যুগিয়েছে, তাঁকে আদর্শের জন্য চরম আত্মত্যাগের প্রেরণা দিয়েছে, সেটা যেন বেঁচে থাকে।'' (ভগৎ সিং- পৃষ্ঠা-১৩-১৪ এবং মতাদর্শের সন্ধানে ভগৎ সিং, পৃষ্ঠা- ৯০) ভগৎ সিং সুখদেবকে লিখেছেন,-' কোনো মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ প্রাণ উৎসর্গ করে, তার সেই আত্মবলিদানকে আত্মহত্যা বলা যায় না। কমরেড যতীন্দ্রনাথ দাশের মতো মৃত্যু আমাদের সকলেরই কাম্য ছিল। এ তো আর নিছক আত্মহনন নয়। শেষ পর্যন্ত আমাদের কঠোর সাধনার ফলে সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছিল এক বিশাল আন্দোলন। আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছিলাম। এই রকম সংগ্রামী মৃত্যুই তো আদর্শ মৃত্যু (ভগৎ সিং, পৃষ্ঠা, ৮৮ এবং মতাদর্শের সন্ধানে ভগৎ সিং, পৃষ্ঠা-১৪৭) স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, ''যতীন্দ্রের ''মৃত্যু গোটা দেশে সাড়া ফেলে দেয়। এই ঘটনার ফলে রাজনৈতিক বন্দিদের চিকিৎসার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। (আত্মজীবনী, নেহরু, পৃষ্ঠা-১৯৪)

কলকাতার কলুটোলার বিখ্যাত বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজো

শঙ্করলাল কর্মকার

বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোর গল্প ঃ আজকে যে ব্যক্তিটির সম্পর্কে বলব, প্রথমেই বলে রাখি তাঁর গুনের বা তাঁর উদারতার, কিংবা তাঁর সততার সম্পূর্ণ বর্ণনা করা এক কথায় অসম্ভব। কলকাতা শহরের কিছু কিছু বনেদি বাড়ি আছে, যেই বাড়ির সামনে দাঁড়ালে সেই বাড়ির প্রতি সম্মানে মাথা ঝুকে যায়, মতিলাল শীল তেমনি একজন মহান ব্যক্তি। কলকাতা জুড়ে যে কয়েকটি বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজো আজও স্বমহিমায় ঝলমল করছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে মতিলাল শীলের পারিবারিক পুজোও রয়েছে। কলুটোলায় ১৯৯ বছর আগে পুজো শুরু করেন মতিলাল শীল। এই পুজো শুরু করার মধ্য একটা কাহিনী লুকিয়ে রয়েছে। সেই সময় বাড়িতে দুর্গাপুজো শুধু পুজো ছিল না, ছিল সমাজের সম্ভ্রান্ত নাগরিক হওয়ার একটা

প্রতীক। যাঁদের পরিবারে পুজো হত সাধারণ আমজনতা তাঁকে সমীহের চোখে দেখতেন। কিন্তু মতিলাল শীল সেই ধরনের ব্যক্তি ছিলেন না, লোক দেখানো কাজ তিনি পছন্দ করতেন না। যেই সময় বাবু শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ কিছু না পেলে বিড়ালের বিবাহ দিয়ে নিজেকে ধনী জাহির করতেন সেখানে মতিলাল শীল বিনা কারণে অপচয় করতেন না। তাই লোক দেখানোর জন্য তিনি দুর্গা পুজো শুরু করেন নি। এই দুর্গাপুজোর মুল উদ্দেশ্য ছিল সেই সময় শোভাবাজার রাজবাড়িতে ধুমধাম করে দুর্গা পুজো হতো। কিন্তু সেই পুজোয় সাধারণ মানুষের প্রবেশের অধিকার ছিল না। সেই পুজোয় সাহেব, মেম, আর সমাজের উচ্চ বর্গীয় মানুষের প্রাধান্য ছিল। তিনি এই বিষয়ে কষ্ট পেতেন তখন তার মনে হয়েছিল তিনি এমন একটা পুজো করবেন যাতে ধনী গরীব নির্বিশেষে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। সেই থেকে আজও পর্যন্ত পুজোর সময় এই বাড়ির দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। তিনি ছিলেন উনিশ শতকের এক দয়ালু, মানবদরদী, দানশীল ব্যক্তি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৭৯২ সালে। পিতৃহীন ছেলেটি চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে বড় হয়েছে। তবে ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী ব্যক্তি। ১৮১৫ সাল নাগাদ তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে কাজে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করার বরাত পান। এর পর তিনি নিজের বুদ্ধিবলে আস্তে আস্তে উন্নতি করতে থাকেন। চিনি, চাল, নীল, কাপড় চেনা বা পরখ করার ক্ষমতার জন্য তৎকালীন বেশ কিছু এজেন্সি তাঁকে বেনিয়ান হিসাবে নিয়োগ করে। তিনি ইউরোপে নীল, রেশম, চিনি, চাল, রপ্তানি করতেন এবং ইংল্যান্ড থেকে লোহা ও সুতির পোশাক আমদানি করতেন। তিনি পুরানো আটার কল চালাতেন এবং প্রথম অভিবাসীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় বিস্কুট চালান করতেন। কলকাতায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য তিনিই প্রথম বাষ্প চালিত জাহাজ ব্যবহার করেন। তিনি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

তথ্য বলছে সেই সময়ে এমন কোনো ব্যাবসা নেই যাতে মতিলাল শীল বিনিয়োগ করেননি । তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমসাময়িক ব্যাবসাদার ছিলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতই ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৩ টি জাহাজের মালিক ছিলেন, একটা সময় ধর্মতলা তিনি কিনে নিয়েছিলেন। তবে তিনি সব কিছু সৎ পথে করেছেন। তাঁর সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য কখনো অসৎ উপায় অবলম্বন করেননি। তিনি সুশীল, ভদ্র এবং অন্যদের প্রতি সহায়ক ছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন।

কবিগুরুর আদি ভিটা বাংলাদেশের পিঠাভোগ

অভিজিৎ ব্যানার্জি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের আদিভিটা পিঠাভোগে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা সাহিত্যের এ ধ্রুব তারার আদিপুরুষ ও আদি-আত্মীয়রা ছড়িয়ে আছে

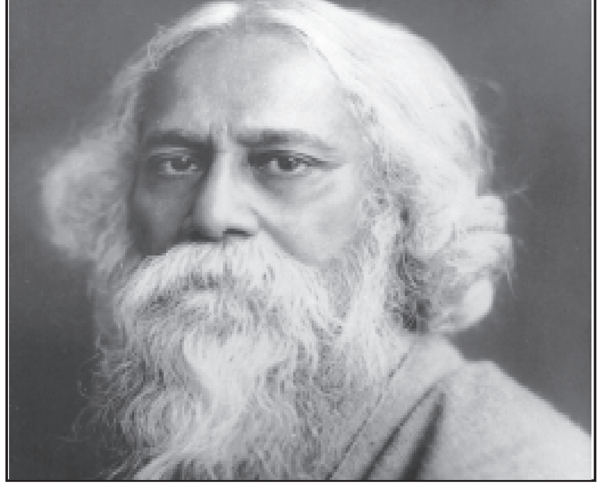

বাংলাদেশের যশোহর-খুলনা অঞ্চলে। ফুল, ফল আর বিচিত্র গাছগাছালিতে ঠাসা শান্ত নিরিবিলি গ্রাম 'পিঠাভোগ'। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে এক সময়ের খরস্রোতা আঠারোবেঁকি নদী। পাশেই কুশারী বাড়ি। নদীর স্রোতের মতো এক সময় এই কুশারীবাড়িরও জৌলুস ছিল। এই বাড়ির একটি অংশ ব্যবসার কাজে স্থায়ীভাবে পাড়ি জমায় কলকাতার জোড়াসাঁকোয়, পদবি পাল্টে হয় ঠাকুর। সেই পরিবারেরই সন্তান জগতজোড়া খ্যাতিমান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বকবির পিতৃপুরুষের আদিভিটা খুলনার রূপসা উপজেলার ঘাটভোগ ইউনিয়নের পিঠাভোগ গ্রামে। সেখানে আজও আছেন তাঁদের জ্ঞাতিস্বজনরা। তবে সেই জৌলুস আর নেই।

আঠারোবেঁকি নদীটি শুকিয়ে যেমন এক চিলতে হয়েছে, তেমনি কুশারীবাড়ির জৌলুসও হারিয়ে গেছে। নুন আনতে পান্তা ফুরায় দশা। তবে জ্ঞাতিস্বজনরা গর্ববোধ করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের পূর্বপুরুষদের একজন। রবীন্দ্রনাথের মাতৃকুল আর শ্বশুরকুলের ঠিকানাও কিন্তু এই বাংলাদেশেই। পিঠাভোগ গ্রামের অদূরে খুলনার ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণডিহি গ্রামের রায় চৌধুরীবাড়ি। পিঠাভোগের কুশারীবাড়ি আর দক্ষিণডিহির রায় চৌধুরীবাড়ি দুটি পরিবার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল। বন্ধুত্ব, বিয়ে, আত্মীয়তা নানা মাধ্যমে দুই বাড়ির যোগাযোগ ছিল গভীরতর। দুই পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে অনেকের। দক্ষিণডিহি গ্রামে জন্ম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা সারদা সুন্দরী দেবীর। রবীন্দ্রনাথের কাকিমা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীও এই গ্রামের মেয়ে। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়িও এই গ্রামে। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী ভবতারিণী ওরফে মৃণালিনী দেবীও জন্মেছেন এই দক্ষিণডিহি গ্রামে।

মৃণালিনী দেবীর স্মৃতিধন্য বাড়িটি দীর্ঘপ্রায় চার যুগ ধরে অবৈধ দখলে ছিল। খুলনার তৎকালীন জেলা প্রশাসক, কাজী রিয়াজুল হকের প্রচেষ্টা ও এক তরুণ সংবাদকর্মী অরুন শীলের উৎসাহে ১৯৯৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বাড়িটি দখল মুক্ত হয়। প্রায় একই সময়ে উদ্ধার হয় কুশারীবাড়ি। এর মধ্য দিয়ে পিঠাভোগের কুশারীবাড়ি নিয়ে কবি-সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ও লেখকদের কৌতূহলের অবসান হয়। তবে ততদিনে কুশারীবাড়ির পুরনো সেই ভবন দখলদারই বিক্রি করে দিয়েছে।

রবি ঠাকুরের আদি পুরুষের এই ভিটায় সেই সময়ের দ্বিতল ভবনের ভিত্তি আবিষ্কার করে তা খননের উদ্যোগ নেন খুলনা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাবেক আঞ্চলিক পরিচালক প্রয়াত শিহাব উদ্দিন মো. আকবার। পাশাপাশি তিনি বিশ্বকবির আদিপুরুষের ভিটা সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে ও এটি সংরক্ষণের জন্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের মার্চ মাসে পিঠাভোগের এই স্থানকে 'সংরক্ষিত পুরাকীর্তি সংরক্ষণ' হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারি করে। ওই বছরের ২১ এপ্রিল খুলনা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সেখানে 'সংরক্ষিত পুরাকীর্তি সংরক্ষণ' হিসেবে নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। তবে এর আগেই পিঠাভোগে একটি একতলা ভবন নির্মিত হয়। সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালা। আছে উন্মুক্ত মঞ্চ। মঞ্চের সম্মুখভাগে স্থাপন করা হয়েছে কবিগুরুর আবক্ষ মূর্তি। রবীন্দ্রজীবনী থেকে জানা যায়, বিশ্বকবির পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর পিঠাভোগের কুশারীবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। কবির বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও দক্ষিণডিহি ও পিঠাভোগের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। কবি নিজে ১৮৮৩ সালে মামাবাড়ি দক্ষিণডিহিতে আসেন। সেই সময় তাঁর বিয়ের কনেও দেখেন। পরে একাধিকবার খুলনা শহরে এসেছেন। তবে তিনি শ্বশুরবাড়ি দক্ষিণডিহি বা পিতৃকুলের ভিটা পিঠাভোগে গেছেন এমন তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য পিঠাভোগ নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের কথা' গ্রন্থ সূত্রে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের কাছে পিঠাভোগ গ্রাম সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। লোকেন্দ্রনাথ পালিত ছিলেন খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট। বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক প্রশান্ত কুমার পালের 'রবিজীবনী' গ্রন্থ সূত্রে জানা যায়, বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুলনায় আসেন। কবে খুলনায় আসেন সে তথ্য অবশ্য নেই। তবে ঠাকুরবাড়ির ক্যাশ বইতে ১৯০০ সালের ৩১ আগস্টের হিসাবে উল্লেখ ছিল, 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের খুলনায় যাতায়াতের ব্যয় ১৬ টাকা।' প্রশান্ত কুমার পালের 'রবিজীবনী' ষষ্ঠ খণ্ডের মাধ্যমে আরো জানা যায়, ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ আরো একবার খুলনায় আসেন। তবে সেবার বেড়াতে আসেননি। একটি মামলায় সাক্ষ্য দিতে খুলনায় আসেন।

১৯০৮ সালের ৩১ জুলাই খুলনার সেনহাটি স্কুলের শিক্ষক হীরালাল সেনগুপ্ত 'হুঙ্কার' নামে একটি গীতিগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ওই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' লেখাটি সংযোজিত হয়। পরে ইংরেজ সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে এবং গ্রন্থের লেখককে গ্রেপ্তার করে। তারপর লেখকের বাড়ি তল্লাশি করে পুলিশ রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি পায়। গ্রন্থটি কবির নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। কিন্তু তা কবি জানতেন না। বইটি হাতে এলে কবি তা পড়ে জানতে পারেন। আর এর জন্য কবি গ্রন্থকারকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির কারণে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে কবিকে সমন পাঠানো হয়। আর সে জন্য কবি খুলনায় আসেন। রবীন্দ্রনাথের আদিপুরুষ জগন্নাথ কুশারী পিঠাভোগ অঞ্চল ছেড়ে খুলনারই ফুলতলার দক্ষিণডিহি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পঞ্চানন কুশারী দক্ষিণডিহি ত্যাগ করে কলকাতায় বসবাস করেন।

করতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে

'নয়া ভারত' গড়তে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে থাকবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি

'উন্নত বাংলা' এবং 'উন্নত ভারত' গড়তে হবে বলে ঘোষণা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি পরস্কার করে বলে দিয়েছেন যে বাংলা গড়তে বর্তমান সরকার সব সময়ে তাকে অগ্রাধিকার দেবে। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করতে সরকার কোনও সময়ে

পিছিয়ে থাকবে না। 'মেকিং ইণ্ডিয়া' গড়তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে সহযোগিতা করবে। বিদেশি হাত ধরে ভারত আর নিজেদের গড়ে তুলবে না। স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলবে বাংলা। নয়া ভারত গড়তে বাংলা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। ভারতকে স্বাধীন করতে বাংলা সব সময়ে এগিয়ে ছিল। দেশ স্বাধীন লাভ করেছে। বাংলার বহু শহিদ হয়েছে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে। আন্দামান সেলুলার কারাগারে বহু বাঙালি বন্দি ছিল। সেলুলার জেলে অধিকাংশই ছিল বাঙালি কয়েদি। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ প্রায় শতাধিক বাঙালি বিপ্লবীরা আন্দামান জেলে কয়েদি ছিল। তাদের আত্মত্যাগের ফলে আজকে ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছে। রাসবিহারী বোস, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এর কথাও উল্লেখ করতে হয়। তারা বিদেশে থেকে সেখান থেকে ভারতকে স্বাধীন গড়তেসেনা বাহিনী প্রস্তুত করেছিল। ভারতকে স্বাধীন করতে বাংলা যেভাবে এগিয়ে এসেছিল ঠিক একই রকমভাবে আধুনিক ভারত গড়তে বাংলা এগিয়ে আসবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বাংলা সব সময়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। ভারতের ইতিহাসে হিন্দুদের বীরত্বের কথা বেশি করে বর্ণনা করা নেই। হিন্দু বীরদের কথা ইতিহাসে পাতায় স্থান দিতে হবে। হিন্দুরা যেভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেছিল তার কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার করতে হবে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথাও বলতে হবে। তাঁর সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' বহু বছর বাদে জাতীয় মর্যাদা লাভ করলো। এটা ভারতবাসীর নিজস্ব সঙ্গীত। কারোর কাছ থেকে ধার করা সঙ্গীত নয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত কারোর কাছ থেকে ধার করা সঙ্গীত নয়। এটা বাংলার নিজস্ব সম্পদ। সেই সম্পদ আর সারা ভারতকে পথ দেখাতে শুরু করেছে। বাংলা সব সময়ে ভারত গড়তে প্রস্তুত। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র**

মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভায় তৃণমূলের চেয়ারম্যানকে অনাস্থা ভোটে পরাজিত করে তৃণমূলেরই চেয়ারম্যান নির্বাচিত

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার চেয়ারম্যানকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভায় আবার একবার তৃণমূল কংগ্রেসেরই চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন। অদ্ভুত এই ঘটনাকে ঘিরে সোমবার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে। ২১ আসন বিশিষ্ট ধুলিয়ান পুরসভায় গত নির্বাচনে কংগ্রেস ৭ টি আসন, নির্দল প্রার্থীরা দু'টি আসন এবং বাকি আসন থেকে তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন এবং ইনজামামুল ইসলাম তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে পুরসভার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তবে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি হতেই চেয়ারম্যানের সঙ্গে বেশ কিছু কাউন্সিলের 'দূরত্ব' তৈরি হতে থাকে। গত ৪ আগস্ট তৃণমূল কংগ্রেসের ১৩ জন কাউন্সিলর চেয়ারম্যান ইনজামুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন। পুরসভায় অনাস্থা প্রস্তাব জমা হওয়ার পর 'আস্থা ভোট' না ডেকে গত ২৩ আগস্ট ইনজামুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান খায়রুল ইসলাম সহ মোট পাঁচজন কাউন্সিলর কংগ্রেসে যোগদান করেন। যদিও সামশেরগঞ্জের দাঙ্গায় ইনজামুল ইসলামের নাম থাকায় এবং রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুমোদন ছাড়া তাঁকে কংগ্রেসে যোগদান করানোয় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় কংগ্রেসের অন্দরে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে ইনজামুল সহ বাকিদের কংগ্রেসে যোগদান স্থগিত করে দেওয়া হয়। সোমবার ধুলিয়ান পুরসভায় চেয়ারম্যান নির্বাচনের ভোটাভুটিতে পুরসভার মোট ২১ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১৫ জন কাউন্সিলর উপস্থিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে ধুলিয়ান পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আনোয়ার সাদাতকে নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করেন। গত পুরসভা নির্বাচনে আনোয়ার নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হলেও পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। আজকের ভোটাভুটিতে কংগ্রেসের যোগ দেওয়া পাঁচ কাউন্সিলর সহ ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুষমা সরকার অনুপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর সুষমা সরকার জানিয়ে দিয়েছেন তিনি আর রাজনীতি করবেন না। সম্প্রতি ত্রিপল দুর্নীতিতে তাঁর নাম জড়িয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছু মানুষ তাঁর বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। তারপরই তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সূত্রের খবর, পুরসভায় ধুলিয়ান পুরসভার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আনোয়ার সাদাত সহ বাকি ১৪ জন তৃণমূল কাউন্সিলরই বর্তমানে ঋতব্রত পন্থী শিবিরে হয়ে কাজ করছেন। আজ ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচনের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জের ঋতব্রত পন্থী তৃণমূল বিধায়ক নুর আলম। তৃণমূল বিধায়ক বলেন, পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নিয়মিত পুরসভায় আসতেন না। তাই পুরসভার বিভিন্ন কাজ আটকে গিয়েছিল। মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য পুরসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলেন। তিনি জানান, আগামীকালই নতুন চেয়ারম্যান তাঁর দায়িত্ব বুঝে নেবেন এবং বাকি সমস্ত কাউন্সিলের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সকলের সহমতের ভিত্তিতে নতুন বোর্ড কাজ করবে। সামনেই দুর্গাপুজো, তার আগে এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার কাজ করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যানকে সরিয়ে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে আনোয়ার সাদাত বলেন, আমাকে চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন করার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি সকলের আস্থাকে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করব। আগামীদিনে আমরা সামশেরগঞ্জের বিধায়ক নুর আলমের নেতৃত্বে কাজ করব।

উত্তরবঙ্গ থেকে দীঘা বাস কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ রাজ্যের

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা জগন্নাথ মন্দির পর্যন্ত লাক্সারি বাস পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যে নতুন বাস কেনার জন্যে রাজ্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে। অর্থ দপ্তরের অনুমোদন মেলায় রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তহবিল থেকে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে ৬৪ লক্ষ টাকার বেশি অর্থ দেওয়া হয়েছে বলে সম্প্রতি পরিবহন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। ৬টি আধুনিক শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ভলভো স্লিপার বাস কেনার জন্যে ৬৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৪ টাকা দেওয়া হয়েছে বলে পরিবহন দপ্তর জানিয়েছে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও মালদা থেকে এই বাস চালানো হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পুলিশি হেফাজতে থাকা আসামির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দ্রকোনা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ পুলিশি হেফাজতে থাকা আসামির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনায়। রবিবার রাতে থানার লকআপের ভিতরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় আসামির দেহ উদ্ধার হয়। চন্দ্রকোনা থানায় ঘটনাটি ঘটে। ৪ দিন আগে চন্দ্রকোনা থানা এলাকা থেকে রাহুল রুইদাস নামে এক ব্যক্তিকে চুরির মামলায় গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘাটাল মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে খবর, চার দিন আগে একটি চুরির মামলায় রাহুল রুইদাস নামের বছর কুড়ির ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার পর তাঁকে ঘাটাল মহকুমা আদালতে হাজির করানো হলে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন রবিবার থানার শৌচাগারে যান রাহুল। শৌচাগারের ভিতর শব্দ পেয়ে ভিতরে ঢোকে পুলিশ। অচেতন অবস্থায় থাকা ওই যুবককে প্রথমে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

গ্রেফতার তৃণমূলের শিক্ষক-বান্ধব নেতা সহ ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ ২০২১ সালের একটি পুরনো মারধরের ঘটনার পুনর্তদন্তে সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মী তথা স্থানীয় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা সঞ্জয় মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই একই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠ দুই পার্টি কর্মী-শেখ হাকিক ও অভিজিৎ পালকেও। পুরুলিয়া সদর থানার এই পদক্ষেপ ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০২১ সালের উক্ত মারধরের বিষয়ে সম্প্রতি একটি নতুন লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের সূত্র ধরে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্ত তিনজনকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। ঘটনা প্রায় পাঁচ বছর পর এভাবে তৃণমূল নেতা সহ তিনজনের গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের রাজনৈতিক মহলেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ধৃতদের পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুরো ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও পুরনো শত্রুতা নাকি রাজনৈতিক কোন্দল জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ বাহিনী।

৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলনকে ভুলছি না ভুলব না, বালুরঘাট-৮৫ তম বর্ষপূর্তিতে ইতিহাস স্মরণ ও গ্রন্থ প্রকাশ

রতন দে, বালুরঘাট, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বালুরঘাটের মাটিতে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে তেরঙ্গা ওড়ানো হয়েছিল। ১৯৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলনে বালুরঘাটের সেই সাহসী ভূমিকার স্মরণে সোমবার পালিত হল বালুরঘাট দিবস। আন্দোলনের তীব্রতার বিচারে সারা দেশে পঞ্চম

এবং অবিভক্ত বাংলায় মেদিনীপুরের পরেই বালুরঘাটের অবস্থান ছিল বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়। ডাঙ্গী ঘাট থেকে বালুছায়া ভবন-শ্রদ্ধা স্মরণ ও ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে পালিত হল ১৪ সেপ্টেম্বরের সেই উত্তাল দিনের ৮৫তম বর্ষপূর্তি। ৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলনকে ভুলছি না ভুলব না-এই বার্তাকে সামনে রেখেই এ দিনের আয়োজন। বালুরঘাট দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রথমে ডাঙ্গী ঘাটে ১৯৪২ সালের স্মারকবেদিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে বালুছায়া ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় মূল অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের সদস্য শহরের বিশিষ্ট নাগরিক এবং ইতিহাসপ্রেমীরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা। শহিদবেদিতে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন নন্দন দে। স্যাক্সোফোনে সুর পরিবেশন করেন মাধব রায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিভাস দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের সদস্য সুশোভন চ্যাটার্জী। ১৯৪২-এর আন্দোলনে বালুরঘাটের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন ইতিহাসবিদ ড. সমিত ঘোষ। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রান্তিক এলাকার মানুষের সাহস ও আত্মত্যাগের কথা। নতুন প্রজন্মের কাছে সেই ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি। ইতিহাসচর্চার পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে ছিল গ্রন্থ প্রকাশ। ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক সুরজ দাশের উদ্যোগে অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার রচিত ৪২-এর আন্দোলনে বালুরঘাট বইটি প্রকাশিত হয়। অতিথিদের হাতে গ্রন্থটি তুলে দেওয়া হয়। বালুরঘাট দিবস উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী সুভাষ চাকি বলেন ১৯৪২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর বালুরঘাটের মানুষ যা করে দেখিয়েছিলেন তা শুধু দক্ষিণ দিনাজপুরের নয়, গোটা বাংলার গর্ব। বালুরঘাটের মাটিতে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে তেরঙ্গা ওড়ানোর সাহস সেদিন বালুরঘাট দেখিয়েছিল। দুঃখের বিষয় পাঠ্যপুস্তকে এই ইতিহাস আজও ব্রাত্য। নতুন প্রজন্মকে জানাতেই আমাদের এই উদ্যোগ। বালুরঘাটের এই লড়াইকে আমরা ভুলছি না ভুলব না।

সমুদ্রের গ্রাসে হারিয়ে যাচ্ছে ইতিহাস, ধ্বংসস্তূপে ফ্রেজার সাহেবের বাংলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র বকখালি। বকখালি মানেই সমুদ্র, প্রকৃতি আর পর্যটনের হাতছানি। কিন্তু এই পর্যটনকেন্দ্রের কাছেই এমন এক জায়গা রয়েছে, যেখানে বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে ব্রিটিশ আমলের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর নানা জনশ্রুতি। সেই জায়গাই ফ্রেজারগঞ্জ। আর ফ্রেজারগঞ্জের নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে ব্রিটিশ আমলের বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার অ্যান্ড্রু হেন্ডারসন লেইথ ফ্রেজারের স্মৃতি। একসময় এই এলাকার নাম ছিল নারায়ণতলা। ব্রিটিশ আমলে উপকূলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও রূপালি বালুকা বেলায় মুগ্ধ হয়েছিলেন অ্যান্ড্রু ফ্রেজার। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর থাকা ফ্রেজার এই এলাকাকে একটি স্বাস্থ্যকর সমুদ্রসৈকত ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন থেকেই নিজের থাকার জন্য তৈরি করেছিলেন একটি বিলাসবহুল বাংলো। জানা যায়, সেই বাংলোয় ছিল বলরুম, বার-সহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা। এমনকি এলাকাটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে গলফ কোর্স তৈরির পরিকল্পনাও ছিল। একসময় যেখানে ব্রিটিশ সাহেবদের আনাগোনা, আভিজাত্য আর বিলাসিতার স্মৃতি জড়িয়ে ছিল, আজ সেই জায়গাটিই প্রকৃতির নির্মম আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সমুদ্রের সঙ্গে লড়াইয়ে হারছে ইতিহাস। বছরের পর বছর বঙ্গোপসাগরের প্রবল ঢেউ, উপকূলভাঙন এবং একের পর এক ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিপর্যস্ত হয়েছে ফ্রেজার সাহেবের সেই ঐতিহাসিক বাংলো। সাম্প্রতিক বছর গুলিতে ভাঙনের তীব্রতা আরও বেড়েছে। ঘূর্ণিঝড় যশের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগও উপকূলের ক্ষয়ক্ষতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আজ সেই রাজকীয় বাংলোর আর আগের চেহারা নেই। কোথাও ভগ্ন দেওয়ালের চিহ্ন, কোথাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ। তার ঠিক পাশ দিয়েই অবিরাম আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। জোয়ারের সময় বাংলোর ধ্বংসাবশেষের কিছু অংশ চলে যায় জলের তলায়। ফলে ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দশনটি আর কতদিন টিকে থাকবে, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে গভীর আশঙ্কা। তবে শুধু ইতিহাস নয়, ফ্রেজার

সাহেবের বাংলোকে ঘিরে রয়েছে নানা রহস্যের গল্পও। স্থানীয়দের মুখে মুখে ঘোরে বহু জনশ্রুতি। কেউ বলেন, একসময় এই বাংলোয় ব্রিটিশ সাহেবদের বিলাসবহুল পার্টি বসত। আবার পরিত্যক্ত বাংলোটিকে ঘিরে গোপন ঘটনা, হত্যাকাণ্ড এবং অলৌকিক অভিজ্ঞতার নানা গল্পও শোনা যায়। যদিও এই সমস্ত জনশ্রুতির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই, তবুও রহস্যে মোড়া সেই গল্পগুলি জায়গাটির প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছে। আজ বকখালি। ফ্রেজারগঞ্জে বেড়াতে আসা বহু পর্যটক সমুদ্রসৈকতের পাশাপাশি ছুটে আসেন ইতিহাসের শেষ চিহ্নটুকু দেখতে। একদিকে নীল জলরাশি, অন্যদিকে রূপালি বালুচর। আর তার মাঝখানে সমুদ্রের গ্রাসে হারিয়ে যেতে বসা ব্রিটিশ আমলের এক ঐতিহাসিক স্মৃতি। সমুদ্র এগিয়ে আসছে, বাড়ছে ভাঙন। আর তার সঙ্গে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে এক শতাব্দীরও বেশি পুরনো ইতিহাস। এখনই সংরক্ষণের উদ্যোগ না নেওয়া হলে আগামী দিনে হয়তো ফ্রেজার সাহেবের বাংলোর অস্তিত্ব শুধুই গল্প আর পুরনো ছবির পাতায় খুঁজতে হবে। সমুদ্রের গর্জন যেন আজ সেই সময় থাকতে থাকতে ইতিহাসকে বাঁচানো না গেলে একদিন ইতিহাসের শেষ চিহ্নটুকুও হয়তো মিশে যাবে বঙ্গোপসাগরের জলে। এলাকাবাসী ও পর্যটকদের দাবি, এই ঐতিহাসিক নিদর্শনকে রক্ষা করতে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। তাঁদের বক্তব্য, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, সুন্দরবন উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা এবং সাগরের বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল-তিন জনপ্রতিনিধি একসঙ্গে উদ্যোগ নিলে প্রশাসনিক স্তরে সমন্বয় করে ফ্রেজার সাহেবের বাংলোর অবশিষ্ট অংশ সংরক্ষণের পথ তৈরি হতে পারে। ইতিহাসকে শুধু বইয়ের পাতায় নয়, বাস্তবের মাটিতেও বাঁচিয়ে রাখা জরুরি। তাই এখন দেখার, সমুদ্রের ক্রমশ এগিয়ে আসা গ্রাস থেকে ব্রিটিশ আমলের এই ঐতিহাসিক স্মৃতিটুকু রক্ষা করতে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা কতটা দ্রুত পদক্ষেপ করেন। কারণ, সমুদ্র তার স্বাভাবিক নিয়মেই এগিয়ে আসবে। কিন্তু ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব মানুষের।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Sealed short tenders are hereby invited by the Executive Engineer, P.W.D., Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah – 711103.

NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-202 of 2026-2027.
Memo. 2840 Dt. 14.09.2026
Name of Work- Temporary Electrification work & other utility within the campus of Nabanna Sabhaghar related to the Meeting Chaired by the Chief Minister of West Bengal on 16/09/2026.

NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-203 of 2026-2027.
Memo. 2841 Dt. 14.09.2026
Name of Work- Temporary illumination at Nabanna state secretariat building on the occasion of Seva Sankalp Abhiyan 2026.

NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-204 of 2026-2027.
Memo. 2842 Dt. 14.09.2026
Name of Work- Temporary Illumination at Different Building under Howrah Electrical Sub Division on the occasion of Seva Sankalp Abhiyan 2026.

Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : **www.pwd.wb.in.**

এসআইয়ের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাবড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ হাবড়া থানার ব্যারাক থেকে এক পুলিশ অফিসারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম বিশ্বনাথ সেন। তিনি বারাসাত জেলা পুলিশের অধীনে হাবড়া থানায় সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই) পদে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বারাসাত আদালতে যাওয়ার কথা ছিল বিশ্বনাথ সেনের। কিন্তু সকাল থেকে থানা চত্বরে তাঁকে দেখতে না পেয়ে সহকর্মীরা খোঁজ শুরু করেন। তাঁর মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি বলে জানা গেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল (১) আরতী বালা পণ্ডিত স্বামী - মদন মোহন পণ্ডিত, ২) দিপালী পণ্ডিত স্বামী- কালিপদ পন্ডিত, গত 23.05.26 তারিখে হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3541 নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে গনেশ গন পিতা- প্রফুল্ল গন নিকট হইতে বালী মৌজার R.S Dag 16839, 16840 নম্বর দাগে R.S 2337/1 নম্বর খতিয়ানে ১৮ কাটা ১২ ছটাক ২৫ sq.ft. জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয় কারো কোন প্রকার, আপত্তি থাকে তিনি বালি জগাছা B.L & L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল কৌশিক রায়, পিতা-কিঙ্কর রায় সাং- দ ঃ ঝাপড়দহ, থানা- ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া, শ্রী তড়িৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার অরুপ মুখার্জ্জীর নিকট হইতে এ.ডি. এস. আর, ডোমজুড় অফিসে রেজেস্ট্রিকৃত 40-4590/ 2023 নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা জেলা-হাওড়া, থানা- ডোমজুড় মৌজা- দ ঃ ঝাপড়দহ জে. এল নং ১৫ নম্বর ভূক্ত এল. আর ১৫৩২ ও ৩৫৮০ নম্বর খতিয়ানে হাল ২৪১৯ নং দাগে ২ শতক সম্পত্তি ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্টিকৃত 40-1924/2024 নম্বর দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. ডোমজুড়, অফিসের আপিল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি দিপালী গিরি, স্বামী - শ্রী বিশ্বজিৎ গিরি সাং- রামকৃষ্ণবাটী ডানকুনি হুগলী- ৭১২৩১১, I - 050404045/ 2025 (ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) নং দলিল মূলে মৌজা - বলুহাটী জে এল নং - 42, হাল 701 নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল 393 নং দাগে শালি 0.0196 শতক জমি মূল রায়ত ভোলানাথ বাগ পিতা- শশীভূষণ বাগ মহাশয়ের দুই পুত্র ১. গোপীনাথ বাগ ২. সুনীল বাগ মহাশয়রা ২০১৩ সালে 050400289 নং আমমোক্তারমানা দ্বারা বরুন ঘোষ পিতা - স্বর্গীয় তারক ঘোষ নিবাস- বলুহাটী, ডোমজুড়, হাওড়া মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করে 30.08.2013 তারিখে ADSR Domjur অফিসে 050404332 নং সাফ বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে অমিত কোলে পিতা - হৃষিকেশ কোলে নিবাস - 54/1/11 নং এল রোড , থানা- লিলুয়া হাওড়া - 711108 মহাশয়কে বিক্রয় করেন, বর্তমানে আমি দিপালী গিরি অমিত কোলে মহাশয় থেকে খরিদ করিয়া ভোগ দখল ও ব্যবহার করিতেছি, এবং বিএল এন্ড এল আর ও ডোমজুড় অফিসে নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য আবেদন করিয়াছি তা সকলকে অবগত করিলাম।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
১) শ্যাম শর্মা, পিতা- বিনোদ শর্মা
২) অনুপমা সরকার, পিতা- অরুণ সরকার
আমোক্তারনামা দাতাঃ **১) প্রণব রায়, পিতা- বরেন্দ্র নাথ রায় ২) জলপাইগুড়ি ডেভলপার্স**
ঠিকানাঃ **১) মধুপুর রোড ২) আনন্দ পাড়া**
গ্রহীতাঃ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **18.4.2019, 22.12.2020** নং বহি **4- 4144** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-2019 Dt.-16.4.2025, I-1683 Dt.-23.7.2026**
নামজারি কেস নংঃ **MN/___/0702/ ___**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
R.S plot- 1837, L.R. plot - 1597, R.S Khatian-17157, R.S Khatian-1782, R.S plot 729, 730 R.S Khatian- 3257
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **১) শ্যাম শর্মা, পিতা- বিনোদ শর্মা ২) অনুপমা সরকার, পিতা-অরুণ সরকার**
পিতা / স্বামী ঃ
ঠিকানাঃ ১) মধুপুর রোড ২) আনন্দ পাড়া

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ এসইআর-কেজিপিডব্লু-ডিপিওএইচ-আইএনসি-২৬-০২-আর। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি সিএমই (ক্যারেজ), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটের পরে** খোলা হবে। **কাজের নাম ঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপে কাজের পরিধি ও সংযোজিত চুক্তির বিশেষ শর্তাবলী অনুযায়ী ১৫০ কেজি প্রতি ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইনসিনারেটর প্লান্ট স্থাপন। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৭৫,৭৬,১১০.৭৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ৩,৫১,৫০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.১০.২০২৬ বেলা ৩টা। **টেন্ডারের প্রকৃতিঃ** ওপেন। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ www.ireps.gov.in**। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-766)**

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মনোজিৎ অধিকারী ,পিতা- তরুণ অধিকারী ০৩৬২৮/২০২৬(DSR হাওড়া১)দলিল মূলে ক্রয় করিয়া চেন মারফৎ অনন্ত মন্ডল এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার মৌ সোম মহাশয়া থেকে (DSR হাওড়া১) রেজিস্ট্রিকৃত ০১৩১৫ /২০২৬নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়,মৌজা বাইগাছি হাল এল:আর: খতিয়ান ১৪৭১, হাল ও সাবেক ২১৭,২১৯ নং দাগে ১৯ শতক জমি নাম পত্তনের আবেদন করেন। ও আমার মক্কেল বিশ্বজিৎ সোম, পিতা-শৈলেন্দ্রনাথ সোম ০৩৪৬৬/২০২৬ (DSR হাওড়া১) দলিল মূলে ক্রয় করিয়া চেন মারফৎ শ্যামসুন্দর গোলুই ও জহর বর দিগর এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার যথাক্রমে রাজকুমার মিত্র ও মনসা মালিক মহাশয়দ্বয় এর থেকে (DSR হাওড়া১) রেজিস্ট্রিকৃত ০২২৪২/২০২৬ নং ও (DSR হাওড়া ২) রেজিস্ট্রিকৃত ০৫৯৮২/২৫ নং আমমোক্তার নামা দুটি দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বাইগাছি হাল এল:আর: খতিয়ান ১৫৬২, ৫১৪/১হাল ও সাবেক ২০৬, ২০৫ নং দাগে ২১.৩৮ শতক জমি নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক)মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য গ্রহণ করা হইবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/১/ এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, এনআইটি নং ২১৩_২০২৬-২৭, তারিখ ০৯.০৯.২০২৬। কাজের বিবরণ:** এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে পিডব্লুআই ও আইওডব্লু অফিস এবং স্টোর বিল্ডিংয়ের মেরামতি কাজ - যার মধ্যে রয়েছে রং করা, শৌচাগার সংস্কার, দরজা-জানালা প্রতিস্থাপন, ক্ষতিগ্রস্ত পুরনো অ্যাসবেস্টস শিট বদলে ছাদের সংস্কার, প্লিন্থ সুরক্ষা, স্যানিটারি ফিটিংস, পাইপলাইন, লেটারিং ইত্যাদি। **আনুমানিক ব্যয়:** ৫২,১৮,২৪৯.১৫ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,০৪,৪০০ টাকা। **ক্র.নং ২, এনআইটি নং ২১৪_২০২৬-২৭, তারিখ ০৯.০৯.২০২৬। কাজের বিবরণ:** এইএন/বিডিসি শাখার অধীনে ইআরসি গ্রিজিং সহ রেল পেন্টিং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৪২,২৪,৬১৩.৪০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৮৪,৫০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, এনআইটি নং ২১৫_২০২৬-২৭, তারিখ ০৯.০৯.২০২৬। কাজের বিবরণ:** এইএন/এলএলএইচ শাখার অধীনে ইআরসি গ্রিজিং সহ রেল পেন্টিং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৬৭,৯১,৫২৬.৪৫ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,৩৫,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** প্রতিটির জন্য শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ:** প্রতিটির জন্য ৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৮.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-331/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

জরুরীকালীন বিদ্যুৎ যোগানের সংবর্ধন

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৪-২০২৫-২৬-আরটি-১ তারিখঃ ১১-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** রঙ্গিয়ায়- রঙ্গিয়ার নতুন পাওয়ার হাউসে সমগ্র সা-সরঞ্জাম সহিত ৭৫০ কেভিএর ১ টি ডিজি সেটের ব্যবস্থা করার সঙ্গে জরুরীকালীন বিদ্যুৎ যোগানের সংবর্ধন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩৫,১৩,৯২২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৭০,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-১০-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এলসি গেট নিরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/১৫ তারিখঃ ১০-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-১৫-২০২৬-২৭। কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের নন ইন্টারলকড এলসি গেটে এলসি গেট নিরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৫৫,২২,৩৬৯.৯৯/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ৩,১০,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-১০-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ১২-১০-২০২৬** তারিখে ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএণ্ডটি)/আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

No. 1-A
(Or. V, R.20)
(Summons)
ABN Case No. 358/2023
In the Court of the Judge, Co-operative Court, Nashik (Maharashtra State)
Sinnar Taluka Audyogik Sahkari Vasahat Ltd.
Udyog Bhawan, Sinnar Shirdi Road,
A/p.Sahkari Audyogik Vasahat, Sinnar, Tal.Sinnar, Dist. Nashik (Maharashtra State)..... **- DISPUTANT**
V/s.
1) M/s.Purni Tobacco Pvt. Ltd. 9, Shopping Center, Station Road, Santacruz (West), Mumbai 400054 Maharashtra State (The summons to be served on opponent No.2)
2) Shri.Murari Rameshwar Joshi,
R/0.24, N.S.Road, PO.Likchar, Dist. Hawra (West Bengal)
3) Shri.Amit Anand Roy, C/o.M/s.Purna Tobacco Pvt. Ltd., 9, Shopping Center, Station Road, Santacruz (West), Mumbai 400054 Maharashtra State
4) Shri. Laxminarayan Narayan Doshi,
R/0.9/A, Esplanade (East) Kolkata,
Tal. Dist. Kolkata (West Bengal) **- OPPONENTS**

Whereas, the disptuant has instituted above suit ABN Case No.358/2023 against you, No. 2 & 4, for recovery of amounts as well as possession of the suit property, you are hereby summoned to appear in this Court in person or by pleader on the **9th day of October of 2026 at 11:00 a.m.** to answer the same, failing which the suit will be disposed off exparte. Given as per the orders of the Hon'ble Judge, Co-operative Court, Nashik and under my hand and the seal of the Court on this 1st day of September 2026.
Date: 01/09/2026 **(Judicial Clerk)**
Place: Nashik. Co-operative Court, Nashik (M.S.)

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৬-কে-২৭; তারিখ ঃ ০৯-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ:- হরিশচন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এলাকায় ড্রেনেজ সিস্টেম সহ নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,৫৩,৫৭০.৭৩/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,১৩,১০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **০১-১০-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং খোলার সময় **১৫:৩০** টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **০১-১০-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ Sr. DEE/LMG/ 23 of 2026-27, তারিখঃ 10-09-2026। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ
ক্র.নং.১; টেন্ডার নং.ঃ EL-LM-26-27-07, **কাজের নামঃ** শিলচরেঃ শিলচর কোচিং ডিপোতে রোলিং স্টক সুবিধাদির প্রবর্ধন (ইলেকট্রিক পোরশন) এবং পান্ডুতেঃ জেডটিএমডি/পান্ডুতে ট্র্যাক মেশিন স্টাফ-এর জন্য রেস্ট রুম-এর ব্যবস্থা (ইলেকট্রিক পোরশন)। টেন্ডার মূল্যঃ ৬০,১৫,৮৩৪.৯৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,২০,৩০০.০০ টাকা।
ক্র.নং.২; টেন্ডার নং.ঃ EL-LM-26-27-25, **কাজের নামঃ** আরওবি নির্মাণের জন্য সিএইচঃ১০৪/৭৩৬-এ অবস্থিত বিদ্যমান লেভেল ক্রসিং গেট নং. এসটি-৩৪ এসপিএল-কে চাপারমুখ জংশনের দিকে ৪৫ মিটার স্থানান্তর ।(ইলেকট্রিক পোরশন) টেন্ডার মূল্যঃ ২,০২,৬৯৬.৫২ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪,১০০.০০ টাকা।
ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৫-১০-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং ০৫-১০-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায় **খুলবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-১০-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

TENDER NOTICE

Memo No. 01/MHCHSL/2026 **Dt. 14/08/26**
Millenial Haus Cooperative Housing Society Limited invites quotations from eligible Architects and Builders/developers having valid license, for sanction of plan and construction of a G+4 building at Premises No. 18-0858, Plot No. IIIG - 2127 (HIG), New Town, Kolkata, through e-mail at millenialhaus2127@gmail.com within 15 days from the date of publication of this Notice.
Interested Architects and Builders may collect the details of the project by e-mail or WhatsApp Message (M-9836333678). The Society reserves the right to accept or reject any quotation without assigning any reason.
Sd/-
Chairman

PWD(GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites a Short Notice Inviting Quotation off line for the work of :-
1. "Temporary Electrification work for lighting at the campus of the Office of the District Magistrate, Purulia in connection with Ashirbad Ki Diya programme, 2026."
2. Temporary Electrification work for lighting at the campus of the Office of the Executive Engineer, Purulia Electrical Division PWD in connection with Seva Sanpark Abhiyan, 2026.
3. Temporary Electrification work for illumination of the building Kreta Surksha Bhawan at Bhatbandh Road, Purulia with LED lights in connection with Seva Sanpark Abhiyan, 2026.
NIQ No. 32 of 2026-2027
The quotations will be received **upto 10:00am on 16-09-2026** and will be opened shortly.
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/ M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান - পারমাণবিক শক্তি বিভাগ)
মানাভালাকুরিচি, তামিলনাড়ু, ই-মেইলঃ purchase-mkirel.co.in
An ISO 9001, 14001& 45001 Unit, ফোনঃ ০৪৬৫১-২০০৪০২
সিআইএনঃ ইউ১৫১০০এমএইচ১৯৫০জিওআই০০৮১৮৭
Ref.: MK/P.ADVT/2026-27/05 তারিখঃ ০৫.০৯.২০২৬
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ক্রম. নং.	দরপত্র নং.	বিবরণ
১.	GEM/2026/B/7983468	মানাভালাকুরিচি প্ল্যান্ট থেকে টুটিকোরিন বন্দরে খনিজ পণ্যের পরিবহন এবং টুটিকোরিন বন্দরের মাধ্যমে চালান - রেজিস্ট্রেশন

দরদাতা **https://gem.gov.in, https://www.irel.co.in** এবং সিপিপি পোর্টাল থেকে দরপত্র নথি ডাউনলোড করতে পারেন। উপরের দরপত্রে যেকোন সংশোধনী এক্সটেনশন শুধুমাত্র উপরের ওয়েবসাইটে হোস্ট করা হবে।
স্বা/-
মুখ্য মহাব্যবস্থাপন এবং প্রধান, এমকে
cbc 48147/11/0006/2627

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/(S_D)/S-I/XVI/26-27/02 (1st Call)
Name of work : **Restoration of sewer trench by laying hot mix at Diamond Park, Satyen Park, Satyajit Park, Pragati Pally and Balaka under Br.-XVI**; Estimated Cost : ₹ **4,57,045.43 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,200.00**; Period of completion : **45 Days;** Bid submission start date (Online) : **15.09.2026 at 2 pm**; Last date and time of submission of bid (Online) : **22.09.2026 at 2 pm**; Date of opening of technical bid : **24.09.2026 at 2 pm**; Work outside tender : ₹ **30,14,816.50 (Cost of Hot Mix) at free of cost from KMC plant**; The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 at 2 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Elec.) / Lighting / Zone -II, KMC** invites e-tender by two bid system for the following works :
(1) NIT No. : LTG/63/36/V/Z-II/26-27
Name of the work : **Supply and delivery of LED light fittings and cables for different places in Ward No. 36**; Estimate Amount : ₹ **3,99,766.00**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.
(2) NIT No. : LTG/64/37/V/Z-II/26-27
Name of the work : **Supply and delivery of LED light fittings and cables for different places in Ward No. 37**; Estimate Amount : ₹ **3,99,844.00**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of Completion : **15 days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid : **23.09.2026 upto 6 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 (6 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Dy. Chief Engineer (M)/(S&D), KMC** invites e-tender online percentage two bid system for following work :
NIT No. : KMC/DR/PBPS/M-14/2026-2027
Name of work : **Erection of MS shed structure for covering of underground water storage overhead tank and officer's quarters backside and modification of existing plumbing network and other allied works under PBPS (Drg.)/S&D**; Estimated Cost : ₹ **2,93,373.00**; Earnest Money : ₹ **5,900.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **25.09.2026 upto 3.30 pm**; The bid forms and other details are available on and from **16.09.2026 (4.30 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (ARSM SQ. BPS), KMC** invites e-tender online in two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/WS/ARSM/34/2026-27 (1st Call)
Name of the work : **Dismantling, Inspection and Ultrasonic testing of shaft of old Heavy-Duty pump for assessment of reusability of components prior to condemnation at Auckland SQ. BPS**; Estimated Amount : ₹ **1,05,989.00**; Earnest Money : ₹ **2,200.00**; Period of Completion : **10 days**.
(2) NIT No. : KMC/WS/ARSM/32/2026-27 (1st Call)
Name of the work : **Replacement of defunct motor protection relay, HT panel wiring including installation of multifunction meter, annunciator of HT pump unit No. 4 at Auckland SQ. BPS**; Estimated Amount : ₹ **2,36,716.00**; Earnest Money : ₹ **4,800.00**; Period of Completion : **21 days**.
(3) NIT No. : KMC/WS/ARSM/33/2026-27 (1st Call)
Name of the work : **Arrangement for daily cleaning to have hygienic working atmosphere inside pumping station and plant premises at Auckland SQ. BPS**; Estimated Amount : ₹ **3,68,805.00**; Earnest Money : ₹ **7,400.00**; Period of Completion : **365 days**; Last date and time of submission of bid : **25.09.2026 upto 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Tender will be opened on : **28.09.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **16.09.2026 at 1 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3)**. 497/26-27

ব্রিকস-র সম্প্রসারিত কাঠামোর কেন্দ্রে ছিল

বিবর্তন, সহযোগিতা ও ভারতের নেতৃত্ব

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (পিআইবি) ঃ চারটি উদীয়মান অর্থনীতিকে সংজ্ঞা দিতে একটি সংক্ষিপ্ত নাম আজ অনেক বড় একটি মঞ্চে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে চারটি মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত একটি ভূ-রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে ব্রিকস-এর পরিচিতি তৈরি হয়েছে। চার দেশের আলাপ-আলোচনা থেকে আজকের বিস্তৃত গোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার পথে একের পর এক নতুন সদস্য যুক্ত হয়েছে। তেল উৎপাদনকারী দেশ, আফ্রিকার বিভিন্ন অর্থনীতি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশীদার দেশগুলি এই গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছে। এই ব্রিকস-র সম্প্রসারিত কাঠামোর কেন্দ্রে রয়েছে ভারত। এ বছর, প্রতিষ্ঠার পর চতুর্থবারের মতো ব্রিকসS-এর সভাপতিত্ব অর্জন করেছে ভারত। ব্রিকস অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথেপ্রধান উদীয়মান অর্থনীতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক নীতির সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসাবে BRICS এর গুরুত্ব বেড়েছে। আন্তর্জাতিক প্রশাসন ও বিশ্ব পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে সদস্য দেশগুলি এই মঞ্চে অভিন্ন অবস্থান তৈরি করে। ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্লোবাল সাউথের স্বার্থ তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে ব্রিকস। উন্নয়ন, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, বাণিজ্য এবং জনসম্পর্কের মতো বিভিন্ন বিষয় এর আলোচ্যসূচিতে রয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদীয়মান অর্থনীতিগুলির ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে এই গোষ্ঠীতে। অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং অভিন্ন সমস্যার সমাধানে সদস্য দেশগুলিকে একটি যৌথ মঞ্চও দেয় ব্রিকস ২০২৬ সালে ভারতের সভাপতিত্বে ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। ২০২৬ সালে চতুর্থবারের মতো ব্রিকস-এর সভাপতিত্ব করে ভারত। ভারতের সভাপতিত্বের মূল ভাবনা হল স্থিতিশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও সুস্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ। এই ভাবনার মাধ্যমে BRICSএর অর্জনগুলিকে আরও শক্তিশালী করা এবং প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন, সুস্থায়িত্ব ও উদ্ভাবনকে আলোচ্যসূচির কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে গ্লোবাল সাউথের প্রত্যাশাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গঠনমূলক ও সমাধানমুখী মঞ্চ হিসাবে ব্রিকস কে আরও শক্তিশালী করতে চায়। ভারতবর্তমানে BRICS এর সদস্য দেশ ১১টি। এগুলি হল ব্রাজিল, চিন, মিশর, ইথিওপিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। এই দেশগুলি সম্মিলিতভাবে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪৯.৫ শতাংশ, আন্তর্জাতিক জিডিপির ৪০ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ২৬ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এই পরিসংখ্যানগুলি তাদের বিপুল জনসংখ্যাগত ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরে। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকা পর্যন্ত ব্রিকস এর ভৌগোলিক পরিসরও বেড়েছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে বড় বাজার, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের অভিজ্ঞতা। ব্রিকস এর সূচনা' সংক্ষিপ্ত নামটি ২০০১ সালে গোল্ডম্যান স্যাকস তাদের ' World Needs Better Economic BRICs' শীর্ষক Global Economics Paper-এ ব্যবহার করে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, পরবর্তী পাঁচ দশকে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চিন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিগুলির মধ্যে থাকবে। তিনটি মহাদেশজুড়ে তাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও বিস্তৃত ভৌগোলিক অবস্থান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্য গুরুত্ব তুলে ধরে। পরে ব্রিকস একটি আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা যোগ দেওয়ার পরে BRIC-এর নাম হয় BRICS এর মাধ্যমে বিশ্লেষকদের চিহ্নিত একটি অর্থনৈতিক গোষ্ঠী থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক সহযোগিতার আনুষ্ঠানিক মঞ্চে BRICS-এর যাত্রা শুরু হয়। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্রঅগ্রাধিকার আলোচ্যসূচির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সংলাপের মঞ্চ হিসাবে ব্রিকস-এর প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়েছিল। শুরুতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে অভিন্ন অবস্থান তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আরও গণতান্ত্রিক, গ্রহণযোগ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। উদীয়মান অর্থনীতিগুলির মধ্যে সুস্থায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সকলের সমৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে এই অগ্রাধিকারগুলি সদস্য দেশগুলির মধ্যে আরও গভীর ও বিস্তৃত সহযোগিতার ভিত্তি তৈরি করেছে।পরপর অনুষ্ঠিত বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে ব্রিকস-এর সহযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক কৌশলগত বিষয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তব সহযোগিতা। সন্ত্রাসবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা, বাণিজ্য এবং কৃষি এই আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। শ্রম ও কর্মসংস্থান, টেলিযোগাযোগ, আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিস্থিতি নিয়েও ব্রিকস আলোচনা করে। চ্ছ্বগ এবং আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার মতো প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও বেশি প্রতিনিধিত্ব ও সমতার পক্ষে ব্রিকস অবস্থান নিয়েছে। এর লক্ষ্য আন্তর্জাতিক প্রশাসনকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, কার্যকর এবং বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও সক্ষম করে তোলা।ব্রিকস-এর পথচলা সংকট থেকে যৌথ উদ্যোগ২০০৮ সালের আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকট ব্রিকস-এর বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় তৈরি করে। এই সংকট আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সামনে নিয়ে আসে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রশাসন নিয়ে আরও বিস্তৃত ঐকমত্যের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়।

ছাত্রীদের 'কম্প্রোমাইজ' করার কুপ্রস্তাব দিত নেতা!

১-র পাতার পর-এবং ৯১৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৭০০ জনেরই অ্যাটেনডেন্সের ঘাটতি রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের একাংশকে ভুল বুঝিয়ে উসকানি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তবে ছাত্রীদের সাম্প্রতিক এই 'কম্প্রোমাইজ' ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পর সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজের অন্দরের পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ আরও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে মমতারা

১-র পাতার পর-লিখিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের কালীঘাটে ফেরার রাস্তা খোলা রাখা হচ্ছে তাঁদের তরফে। মামলাটির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলেও, এই মামলার কথা শুনে ঋত-শিবিরের বিধায়ক মদন মিত্র বললেন, ''যা বুঝতে পারছি, তাতে রাজনীতি ছেড়ে দিতে হবে। রাজনীতি করা সম্ভব হবে না। প্রতিদিন কথার পরিবর্তন করলে, মানুষ বুঝবে আমরা সুযোগসন্ধানী অথবা পাগল।'' এর আগে ২০ জন সাংসদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সদস্যপদ খারিজ করার জন্য পৃথকভাবে স্পিকারকে চিঠি দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে তাঁদের সদস্যপদ খারিজ করতে আইনি লড়াইও শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

NAME CHANGE

I, Mst Nasrin Khatun (old name) W/o-Kalu Sk residing at Pakuria, Chaltia, Berhampore, Dist- Nadia, Pin-742165 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MST NASRIN KHATUN to NASRIN BIBI and henceforth I shall be known as NASRIN BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 14/09/2026. MST NASRIN KHATUN (old name) and NASRIN BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nojera Bibi (old name) W/o-Ibrahim Sk residing at Sarulia Colony, Barua, Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin-742189 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NOJERA BIBI to NAJERA BEGUM and henceforth I shall be known as NAJERA BEGUM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 14/09/2026. MST NOJERA BIBI (old name) and NAJERA BEGUM (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Milan Hansda S/O–Rampada Hansda resident of Vill-Dhepua, P.O.-Tapta Damdi, P.S.-Sarenga, Dist.-Bankura, Pin-722134 WB do hereby declare my father's actual name Rampada Hansda instead of R P Hansda and henceforth he will be known as Rampada Hansda in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Bankura Sadar dated on 01/09/2026. Rampada Hansda and R P Hansda is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, RAJAT KUMAR DUTTA, S/O GOUR GOPAL DUTTA, RESIDING AT VILL & P.O. DHARMAPUR, P.S. GAIGHATA,DIST NORTH 24 PGS DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM RAJAT KUMAR DUTTA TO RAJAT DUTTA AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS RAJAT DUTTA IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO.3912 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC COURT AT BARASAT ON 11/9/2026. RAJAT DUTTA AND RAJAT KUMAR DUTTA BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Shilpa Maity Das W/O–Santa Prasad Das resident of Vill-Uttar Surendraganj, P.O.-Daspur, P.S.-Gobardhanpur Coastal, Dist.-South 24 Parganas WB do hereby declare my husband's actual name Santa Prasad Das instead of Shanta Prasad Das and henceforth he will be known as Santa Prasad Das in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas dated on 09/09/2026. Santa Prasad Das and Shanta Prasad Das is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, PRERNA SINGH (old name) D/o- Late Om Prakash Singh residing of 17B, Dilkusha Street, Post Circus Avenue, under Karaya Police Jurisdiction, Kolkata-700017 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PRERNA SINGH to RAFAT BEGUM and henceforth I shall be known as RAFAT BEGUM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated 14/09/2026. PRERNA SINGH (old name) and RAFAT BEGUM(new name) both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Ranjit Kumar Barman, S/O. Mahendra Nath Barman , Residing at Vill. Mirapara, P.O. Golenowhati, P.S. Sitalkuchi ,Dist . Coochbehar, Pin Code. 736158. That my Full, Good and Correct name is Ranjit Kumar Barman, Which is recorded in my PAN Card. That in my Driving Licence Card Vide No.WB63 2009 0924080, Wherein my name has been recorded as Ranjit Barman. That Said Ranjit Kumar Barman and Ranjit Barman, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.41, Date . 14/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Partha Saha ,S/O. Bidhu Bhushan Saha , Residing at Chilakhana , Pal Para , P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736177. That in my Full , Good and Correct name is Bidhu Bhushan Saha, Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2006 0975188, Wherein my father's name has been recorded as B.B. Saha . That Said Bidhu Bhushan Saha and B.B Saha , is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 40, Date . 14/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Subhash Chandra Roy , S/O. Late Rupchan Ray , residing at Ashram Para , Hoglabari , P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736165. That in my Driving Licence Card Vide No.WB63 2002 0917321, Wherein my and my father's name has been recorded as Subhash Ch Ray, S/O. Rupchand Ray . That Said Subhash Chandra Roy and Subhash Ch Ray, is one and same identical person. That Said Rupchan Ray and Rupchand Ray, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.19, dt. 14/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Paritosh Dutta, S/O. Late Lalit Dutta , Residing at Gandhi Colony, P.S. Kotwali, P.O. & Dist. Coochbehar, Pin Code. 736101. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2001 0913392, Wherein my and my father's name has been recorded as Paritosh Kr. Dutta , S/O. L Mohan Dutta. That Said Paritosh Dutta and Paritosh Kr. Dutta, is one and same identical person. That Said Lalit Dutta and L Mohan Dutta, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 39, Date . 14/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, SANDIPKUMAR GOSWAMI, S/o Late Sudhir Kumar Goswami, aged about 74 years residing at Priti Apartment, Flat No. 2A, 356/20/1A, N S C Bose Road, P.O.-Naktala, Kolkata, West Bengal - 700047, having Aadhaar No. 7970 6313 0816, do hereby Solemnly affirm and declare That wherever my name has been recorded as SANDIP GOSWAMI, SANDIP KUMAR GOSWAMI, SANDIPKUMAR GOSWAMI, SANDWIP KUMAR GOSWAMI, SANDIP KR. GOSWAMI, or any of the aforesaid variations in documents relating to myself, my wife SWAPNA GOSWAMI my son SAYANTAN GOSWAMI, or my daughter SAMPREETI GOSWAMI the same shall be understood and treated as referring to one and the same person, namely myself SANDIPKUMAR GOSWAMI vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 14/09/2026

NAME CHANGE

I, Mohammad Safikul Islam, S/O Samir Seikh (old name) resident of Vill: Kukhura, PS: Nalhati, Birbhum, 731220, WB, do hereby declare that I have changed my name from Mohammad Safikul Islam to Md Safikul Islam, S/O Samir Sk (correct name) and henceforth I shall be known as Md Safikul Islam, S/O Samir Sk in all purpose, vide affidavit No 3 sworn before the notary public at Rampurhat on 11.09.2026 Md Safikul Islam, S/O Samir Sk and Mohammad Safikul Islam S/O Samir Seikh both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Mopijul Seikh, S/O. Sekendar Seikh , Residing at Bhelakopa Part - 1, P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736156. That in my Driving Licence Card Vide No. WB 63 2016 0974698 , Wherein my and my father's name has been recorded as Mofijul Sekh , S/O. Sekendar Sekh . That Said Mopijul Seikh and Mofijul Sekh, is one and same identical . That Said Sekendar Seikh and Sekendar Sekh , is one and same identical. Vide Affidavit SL No. 38, Date. 14/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I Shefali Mal, W/o-Bacchu Mal, Residing at Vill.+P.O-Paikpara,P.S-Nalhati, Dist-Birbhum,W.B,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That my husband's actual name is Bacchu Mal which is recorded in his Aadhaar card,That my name Shefali Mal,W/O- Bachhu Mal which is recorded in my new Aadhaar card,That my name Shefali Mal,W/o-Bachchu Mal which is recorded in my voter card, That my name Sati Mal,W/o-Bachchu Mal which is recorded in my old Aadhaar card, That SHEFALI MAL and SATI MAL is the same and one identical person i.e.myself.That BACCHU MAL and BACHHU MAL,BACHCHU MAL is the same and one identical person i.e.my husband,Vide Affidavit In the court of Ld. Executive Magistrate, Rampurhat, Birbhum.Date-17/08/26

AFFIDAVIT

I, Khursid Alam , S/O. Siddik Miya, Residing at Baragharia Mohanpur , P.S. Mathabhanga, Dist . Coochbehar, Pin Code. 736146. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2012 0853948, Wherein my and my father's name has been recorded as Khurshid Alom , S/O. Siddik Miah . That Said Khursid Alam and Khurshid Alom, is one and same identical person. That Said Siddik Miya and Siddik Miah , is one and same identical person, Vide AFFIDAVIT SL No.42, Date .14/09/26, Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Bablu Kumar Biswas , S/O. Krishna Biswas, Residing at Vill & P.O. Bashdaha Natibari, P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar. Pin Code. 736165, That in my Driving Licence Card Vide No. WB73 2009 0291992, Wherein my and my father's name has been recorded as Bablu Biswas, S/O. K. Biswas. That Said Bablu Kumar Biswas and Bablu Biswas, is one and same identical person. That Said Krishna Biswas and K. Biswas , is one and same identical person. Vide Affidavit SL. 37, Date. 14/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

ইস্টার্ন রেলওয়ে পার্সেল লোডিং এবং আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের নেতৃত্বে পূর্ব রেলওয়ে রাজস্ব বৃদ্ধিতে অসাধারণ উন্নতি সাধন করেছে। বর্তমান আর্থিক বছরে ৩১ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত পার্সেল ক্ষেত্রে পূর্ব রেলওয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে এবং বিগত আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় পার্সেল লোডিং ও পার্সেল আয় উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বর্তমান আর্থিক বছরের ৩১শে আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত, পূর্ব রেলওয়ের মোট পার্সেল লোডিং ১৪০.৪১ হাজার টন থেকে বেড়ে ১৫.৩৪ হাজার টন হয়েছে, যা ৯.৯৩ হাজার টন (৭.০৭) বৃদ্ধি নির্দেশ করে। একই সময়ের মধ্যে, পার্সেল আয় ৫৫.৮২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬৩.৯৪ কোটি টাকা হয়েছে, যা ৮.১২ কোটি টাকা (১৪.৫৫) বৃদ্ধি প্রতিফলিত করে।

পার্সেল লোডিং এবং আয়ের এই বৃদ্ধিতে লিজ নেওয়া পার্সেল ধারণক্ষমতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। লিজপ্রাপ্ত পার্সেল লোডিং ৭৬.২৫ হাজার টন থেকে বেড়ে ৯৪.৮৬ হাজার টন হয়েছে, যা ১৮.৬১ হাজার টন (২৪.৪১) বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। এই সময়ের মধ্যে লিজপ্রাপ্ত পার্সেল অপারেশন থেকে অর্জিত আয় ৩৬.৯৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৪৭.৭২ কোটি টাকা হয়েছে, যা ১০.৭৩ কোটি টাকা (২৯.০১) বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট পার্সেল লোডিংয়ের ৬৩.১০ আসে লিজপ্রাপ্ত চালান থেকে, অন্যদিকে লিজ থেকে প্রাপ্ত আয় মোট পার্সেল উপার্জনের ৭৪.৬৩ গঠন করে। এই পরিসংখ্যানগুলি ইস্টার্ন রেলওয়ের পার্সেল পরিবহন ব্যবসায় লিজ-ভিত্তিক পরিষেবাগুলির প্রধান ভূমিকা তুলে ধরে এবং পার্সেল সেক্টরে রাজস্ব অর্জনের এর শক্তিশালী সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করে। বাণিজ্যিক পণ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, কৃষিপণ্য এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের দ্রুত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহনে পার্সেল পরিবহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইস্টার্ন রেলওয়ে তার বিস্তৃত রেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চল এবং বাজারকে সংযুক্ত করে গ্রাহকদের সময়োপযোগী পার্সেল পরিবহন পরিষেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পার্সেল সেক্টরের এই ইতিবাচক পারফরম্যান্স হলো উন্নত সম্পদ ব্যবহার, লিজ ক্ষমতার কার্যকর ব্যবস্থাপনা, অপারেশনাল দক্ষতা এবং গ্রাহকদের পরিবহনের চাহিদা মেটাতে পরিষেবাগুলির ধারাবাহিক জোরদারকরণের ফলাফল। ইস্টার্ন রেলওয়ে পার্সেল পরিষেবাগুলিকে আরও কার্যকর এবং প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে, উপলব্ধ ক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার সর্বাধিক করতে এবং এর গ্রাহকদের নির্ভরযোগ্য, উচ্চমানের এবং সুবিধাজনক পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দেশেই আক্রান্ত কার্গিলের বীর! 'অপারেশন সফেদ সাগর'-এর হিরোকে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর

১৪ সেপ্টেম্বর ঃ কার্গিল যুদ্ধের ময়দানে দেশের জন্য জীবন বাজি রেখে লড়েছিলেন। আকাশপথে শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতের জয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সাক্ষী তিনি। তাঁর বীরত্বের কাহিনি জায়গা করে নিয়েছে পর্দাতেও। সেই কার্গিল যুদ্ধের বীর, অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসেনা আধিকারিক তথা 'অপারেশন সফেদ সাগর'-এর অন্যতম অনুপ্রেরণা গ্রুপ ক্যাপ্টেন অমিত কুমার গুপ্তই এবার আক্রান্ত হলেন নিজের দেশেই। গুরুগ্রামে পার্কিং নিয়ে বচসার জেরে তাঁকে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক পার্কিং অ্যাটেন্ডেন্টের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রাক্তন বায়ুসেনা আধিকারিক। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১০ সেপ্টেম্বর রাতে গুরুগ্রামের সেক্টর ৬৫-এর একটি বিজনেস পার্ক এলাকায়। জানা গিয়েছে, সেদিন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একটি রেস্তরাঁয় ডিনার করতে গিয়েছিলেন অমিত কুমার গুপ্ত। রেস্তরাঁয় যাওয়ার পর গাড়ি পার্ক করা নিয়েই সমস্যার সূত্রপাত। অভিযোগ, একাধিক জায়গায় গাড়ি পার্ক করার চেষ্টা করেও জায়গা পাচ্ছিলেন না তিনি। অমিতের দাবি, প্রায় চারটি জায়গায় গাড়ি পার্ক করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোথাও জায়গা না মেলায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। আচমকাই পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি তাঁর গাড়ির কাচে ঘুসি মারতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গাড়ি থেকে নামতেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অমিতের অভিযোগ, ওই ব্যক্তি হাতে লোহার রড নিয়ে তাঁর দিকে তেড়ে আসেন এবং আচমকাই তাঁকে মারধর শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যে একাধিকবার রড দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান অভিযুক্ত। গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে থাকেন অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসেনা আধিকারিক। পরিবারের অভিযোগ,

ঘটনার পরপরই পুলিশের সাহায্য চাওয়া হলেও সেই সময় প্রত্যাশিত সহযোগিতা মেলেনি। পরে শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে রবিবার রাতে থানায় গিয়ে এফআইআর দায়ের করেন অমিত কুমার গুপ্ত। এই হামলায় তাঁর একাধিক হাড়ে চোট লেগেছে। বিশেষ করে কনুইয়ের হাড় ভেঙে যাওয়ায় অস্ত্রোপচার করে প্লেট বসাতে হয়েছে। মাথাতেও গুরুতর আঘাত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। এফআইআর দায়ের হওয়ার পর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গুরুগ্রাম পুলিশ। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত পার্কিং অ্যাটেন্ডেন্টকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে পার্কিং সংক্রান্ত বিবাদই ছিল, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি ঘটনার সময়কার সিসিটিভি ফুটেজও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই ঘটনা সামনে আসার পর নতুন করে আলোচনায় এসেছে অমিত কুমার গুপ্তের বীরত্বগাথা। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে ভারতীয় বায়ুসেনার 'অপারেশন সফেদ সাগর' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার স্থল অভিযানে আকাশপথে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়েছিল বায়ুসেনা। ভারতীয় বায়ুসেনার ১৭ নম্বর স্কোয়াড্রন, ' অ্যারোস'-এর সদস্য হিসেবে কার্গিল যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন অমিত। তাঁর কল সাইন ছিল ' সেই সময় তাঁর সাহসিকতা ও দায়িত্ব পালনের কাহিনি পরবর্তীকালে বৃহত্তর মানুষের সামনে উঠে আসে। 'অপারেশন সফেদ সাগর'-কে কেন্দ্র করে তৈরি ওয়েব সিরিজেও তাঁর চরিত্র ও ভূমিকার উল্লেখ রয়েছে। যে মানুষটি একসময় দেশের আকাশসীমা রক্ষায় শত্রুর বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে ল।াই করেছিলেন, আজ সেই প্রবীণ যুদ্ধবীরকেই দেশের মাটিতে এমন হিংসাত্মক হামলার শিকার হতে হল। ঘটনাটি তাই শুধু একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিকের উপর হামলার ঘটনা নয়, বরং প্রবীণ যোদ্ধাদের প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতা এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এখন তদন্তে প্রকৃত ঘটনা কতটা সামনে আসে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেদিকেই নজর সকলের।

পুজোর আগে ১৭ সাংসদের বিজেপিতে যোগ?

১-র পাতার পর- বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা সচিবালয়ের নোটিসের জবাব দেওয়ার জন্য ওই সাংসদদের আরও তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। সাংসদদের পক্ষ থেকে সময় বাড়ানোর আবেদন করা হয়েছিল। শুক্রবার স্পিকারের দফতর সেই আবেদন মঞ্জুর করে। ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে চলা প্রক্রিয়া আপাতত আরও কিছুটা সময় পেয়েছে। খাতায়কলমে এখনও ওই ২০ জন তৃণমূলের সাংসদ হিসেবেই নথিভুক্ত রয়েছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁরা এনসিপিআইয়ের হয়ে কাজ করছেন এবং এনডিএর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেও অংশ নিচ্ছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারি বাসভবনেও তাঁদের বৈঠকে উপস্থিত থাকার বিষয়টি রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি নিয়ে আরও সক্রিয় হয়েছেন। সাংসদদের দ্রুত পদ খারিজের দাবিতে তিনি লোকসভার স্পিকারের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টেরও দ্বারস্থ হয়েছেন। ফলে একদিকে দলত্যাগবিরোধী আইন নিয়ে আইনি লড়াই, অন্যদিকে সম্ভাব্য বিজেপি যোগের জল্পনা-দুই দিক থেকেই ২০ সাংসদের বিষয়টি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, দুর্গাপুজোর আগে বা পরে সত্যিই কি ১৭ সাংসদ বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেবেন? নাকি এটি শুধুই রাজনৈতিক চাপ তৈরির কৌশল? বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি অস্বীকার করলেও বসুনিয়ার দাবি ঘিরে যে জল্পনা তৈরি হয়েছে, তা আপাতত থামছে না। শেষ পর্যন্ত এই দলবদলের দাবি বাস্তবে পরিণত হয় কি না, তার দিকেই নজর এখন রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতির। অন্যদিকে বিজেপিতে যোগদান নিয়ে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার দাবি ওড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি জানান, ২০২১ সালের নির্বাচনের পর বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কী হয়েছিল তা ভুললে চলবে না। তাই বিজেপিতে যোগদান করতে চাইলেই যে বিজেপি নিয়ে নেবে, এটা ভাবার কারণ নেই। শমীকের কটাক্ষ, ''তাঁরা যে বিজেপিতে যোগদান করতে চাইছেন সেটা হয়তো মঙ্গল গ্রহের বিজেপি।''

ঘোষণা করেছে কালীঘাট তৃণমূল

১-র পাতার পর-বিশেষ শুনানির আয়োজন করা হবে। তার পরেই প্রতীক সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হতে পারে। তবে মমতাকে দেওয়া কমিশনের এই চিঠি বা সময়সীমা নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নয় কালীঘাট শিবির। কমিশনের বৈঠকে উপস্থিত থাকা সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মবিশ্বাসের সুরেই জানান, নির্বাচন কমিশন কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়নি।

'মোহন যাদবকে' নিশানা করলেন 'ককরোচ নেতা?

ভোপাল, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট ঘিরে রবিবার মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। 'ককরোচ জনতা পার্টি' -র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের দাবি, তিনি নাকি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অবিলম্বে ইস্তফা দিচ্ছেন! পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে মধ্যপ্রদেশের মানুষের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার কথাও লেখা হয়েছে।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ের ক্রীড়াবিদরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জন করে চলেছেন

গোরখপুর, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর পূর্ব রেলওয়ে ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক

ক্রীড়াবিদদের প্রদত্ত অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং প্রশিক্ষণের ফলে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের ক্রীড়াবিদরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জন করে চলেছেন। এই সূত্রে, ২০২৬ সালের ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৯১তম সর্বভারতীয় রেলওয়ে পুরুষ ও মহিলা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহিলা অ্যাথলেট শ্রীমতি বন্দনা রেস ওয়াক ম্যারাথনে একটি রৌপ্য পদক, শ্রীমতি পূজা বর্মা ১০,০০০ মিটার দৌড়ে একটি রৌপ্য পদক, শ্রীমতি নন্দিনী গুপ্তা ৫,০০০ মিটার দৌড়ে একটি ব্রোঞ্জ পদক, শ্রীমতি রেবি পাল ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজে একটি ব্রোঞ্জ পদক এবং পুরুষ অ্যাথলেট শ্রী নীরজ কুমার চৌরাসিয়া হাফ ম্যারাথন রেস ওয়াক-এ একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। এইভাবে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে এই চ্যাম্পিয়নশিপে মোট পাঁচটি পদক পেয়েছে।নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং নরসাওয়ার পৃষ্ঠপোষক শ্রী উদয় বরওয়ানকর, অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকনস্ট্রাকশন এবং চেয়ারম্যাননরসাওয়া শ্রী অনুজ মিত্তাল, জেনারেল সেক্রেটারিনরসাওয়া শ্রী অক্ষয় মিশ্র, অ্যাথলেটিক্সসেক্রেটারি শ্রী অনুজ মিশ্র, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পোর্টস অফিসার শ্রী চন্দ্র বিজয় সিং, অ্যাথলেটিক্সকোচ শ্রী জওহর প্রসাদ এবং নরসাওয়ার কর্মকর্তারা নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের পুরুষ ও মহিলা ক্রীড়াবিদদের তাদের চমকার পারফরম্যান্সের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি
বিক্রয় / ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
পার্পল অ্যাডভারটাইজিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
CIN: U74300WB2008PTC127335
নিবন্ধিত ঠিকানাঃ সেঞ্চুরি টাওয়ার, দ্বিতীয় তল, ৪৫, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০১৭।
মাননীয় NCLT-এর ১৮.০৫.২০২২ তারিখের আদেশানুসারে (C.P. (IB) নং 108KB2019)কোম্পানিটি অবসায়ন প্রক্রিয়ার (liquidation) অধীনে রয়েছে।

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'স্লাম্প সেল' (CoC-এর পরামর্শ অনুযায়ী IBBI লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(বি)-এর অধীনে) সংক্রান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে-যা https://baanknet.com. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে-অনুগ্রহ করে 'স্লাম্প সেল'-এর আওতায় নিলামযোগ্য সম্পদের বিবরণটি নিম্নরূপভাবে পড়ুন(যার অন্তর্ভুক্ত হলো জমি ও ভবন, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি, এবং সিকিউরিটিজ ও আর্থিক সম্পদ) ক) বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির প্রথম অনুচ্ছেদের ২য় ও ৩য় লাইন, খ) 'কর্পোরেট ডেটর'-এর সম্পদ বিক্রয় অংশের প্রথম অনুচ্ছেদের ২য় ও ৩য় লাইন, গ) সম্পদের বিবরণ সম্বলিত বক্সের ৫ থেকে ৭ নম্বর লাইন। অন্যান্য সমস্ত তথ্য অপরিবর্তিত থাকবে। এই অসুবিধার জন্য দু ঃখিত।

স্বাক্ষর-
রচনা ঝুনঝুনওয়ালা
লিকুইডেটর, মেসার্স পার্পল অ্যাডভারটাইজিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
(লিকুইডেশন বা অবসায়ন প্রক্রিয়ার অধীন) নিবন্ধন নংঃ IBBI/IPA-001/IP-P00389/2017-18/10707
AFA Valid till 31/1212026-এর মেয়াদ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর
ই-মেইল আইডিঃ ibc.purpleads@gmail.com.
ঠিকানাঃ সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা-৭০০০১৩
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৫.০৯.২০২৬

এমএসএমই খাতে রাজীব তালরেজার সঙ্গে এএসইউএস-এর অংশীদারিত্ব

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ বা এমএসএমই খাতকে প্রযুক্তিগতভাবে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এমএসএমই বিশেষজ্ঞ এবং Quantum Leap-এর প্রতিষ্ঠাতা রাজীব তালরেজার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ঘোষণা করল আসুস ইন্ডিয়া। এই সহযোগিতার মাধ্যমে ASUS Expert Series-এর ' Built for Worry-Free Business' প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরদার করার পাশাপাশি দেশের এমএসএমই উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমএসএমই এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এমএসএমই সেগমেন্টের মেন্টর হিসেবে রাজীব তালরেজার সঙ্গে এই সহযোগিতা সংস্থার জন্য একটি বিশেষ উদ্যোগ। ভারতের এমএসএমই কমিউনিটিকে বিশ্বমানের দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই অংশীদারিত্বের সূচনা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে জাহাননগর কুমারানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের সচেতনতা অভিযান

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জাহাননগর কুমারানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। বিদ্যালয় চত্বর থেকে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। ডেঙ্গু নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি কীভাবে বাড়ির আশপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে মশার

বংশবিস্তার রোধ করা যায়, সেই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতন করা হয়। এদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা দলবদ্ধভাবে এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। বাড়ির আশপাশে যাতে জল জমে না থাকে এবং জমা জলে যাতে ডেঙ্গুবাহী মশার লার্ভা জন্মাতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন স্থানে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়। বাসিন্দাদের মধ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধ সংক্রান্ত লিফলেটও বিলি করা হয়। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাড়ির ছাদ, বারান্দা, বাগান কিংবা বাড়ির আশপাশে কোথাও যাতে দীর্ঘদিন জল জমে না থাকে, সেদিকে প্রত্যেককে নজর রাখতে হবে। সচেতনতা ও পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমেই ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জাহাননগর কুমারানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপাল মণ্ডল, বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষক ও পড়ুয়াদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এলাকার বাসিন্দারাও।

বেআইনি বালি বোঝাই ওভারলোডেড লরি আটকে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ, চালক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বালি বোঝাই একটি ওভারলোডেড লরি আটকে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলা ও সুবর্ণরেখা নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে বালি নিয়ে লরিটি বেলপাহাড়ি হয়ে আসানসোলের দিকে যাচ্ছিল। লরিটি উদ্ধারের জন্য ঘটনাস্থলে আসা একটি জেসিবিকেও আটকে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশ লরিটি আটক করার পাশাপাশি চালককে গ্রেফতার করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঝাড়খণ্ড থেকে বালি বোঝাই ভারী গাড়ি একটি নির্দিষ্ট রুটে নিয়মিত যাতায়াত করছে। বরাজুড়ি, খরস্রোতী, হুড়লু, গুড়াবাড়ি, বাঁকশোল, ঘাটিডোবা ও জামবাদ হয়ে গাড়িগুলি আমলাশোলে ঢোকে। এরপর বগডোবার রাস্তা ধরে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার দিকে চলে যায় বলে দাবি তাঁদের। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, অতিরিক্ত বালি বোঝাই ভারী গাড়ি চলাচলের জেরে এলাকার কাঁচা ও পাকা রাস্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই বালি পরিবহণের সঙ্গে পচাপানি এলাকার এক ব্যবসায়ী যুক্ত রয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছেন তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ আমলাশোলের কাছে অতিরিক্ত বালি বোঝাই লরিটি রাস্তার পাশে আটকে যায়। অতিরিক্ত বোঝাইয়ের কারণে সেটি আর এগোতে পারছিল না বলে দাবি স্থানীয়দের। পরে লরিটি সরাতে একটি জেসিবি আনা হয়। কিন্তু তার আগেই গ্রামবাসীরা লরিটিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং জেসিবিকেও আটকে দেন। ঘটনার বিষয়ে ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, অবৈধভাবে বালি নিয়ে আসার অভিযোগে লরিটি আটক করা হয়েছে এবং চালককেও আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত থাকলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ সুপার আরও জানান, এই ধরনের ঘটনার খবর পুলিশ এ দিনই প্রথম পেয়েছে এবং খবর পাওয়ার পর দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে এলাকায় সিসি ক্যামেরা ও নাইট পেট্রোলিং থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে লরিটি সেখানে পৌঁছাল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের কোনো গাফিলতি বা খামতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গণেশপুজোর হাল ধরেছেন মহিলারাই দশম বর্ষে নজির তুলসী একাডেমীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন কিন্তু মণ্ডপ সামলাচ্ছেন মহিলারা। প্রতিমা সাজানো থেকে ভোগ রান্না অতিথি আপ্যায়ন থেকে প্রসাদ বিতরণ-সব কিছুর নেতৃত্বে পাড়ার মেয়েরাই। তাই দশম বর্ষে পা দেওয়া বালুরঘাটের নারায়ণপুর বাজারপাড়ায় তুলসী একাডেমীর গণেশপুজো শুধু উৎসব নয় নারীশক্তির এক অন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে। সোমবার গণেশ চতুর্থীর সকাল থেকেই মণ্ডপে সাজ সাজ রব। দশম

বর্ষের এই পুজোকে ঘিরে উৎসবের আমেজ ছড়িয়েছে গোটা বাজারপাড়া জুড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই পুজোর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। পাড়ার মহিলারা নিজেরা চাঁদা তুলে নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে পুজোর আয়োজন করেন। পুরুষরা সহযোগী হিসেবে পাশে থাকেন কিন্তু মূল পরিকল্পনা ও পরিচালনার পুরোটাই করেন মহিলারাই। বছরের পর বছর ধরে এই পুজোই হয়ে উঠেছে পাড়ার মিলনক্ষেত্র। এক উদ্যোক্তা বলেন আমরা সবাই মিলে এই পুজো করি। এটা আমাদের নিজেদের পুজো। সবাই মিলে আনন্দ ভাগ করে নিই গণেশ চতুর্থী থেকে শুরু হওয়া এই পুজো চলবে তিন দিন ধরে। প্রতিদিন সকালে পুষ্পাঞ্জলি হোমযজ্ঞ সন্ধ্যায় বিশেষ সন্ধ্যারতি এবং ভক্তদের জন্য অন্নভোগ ও প্রসাদ বিতরণের আয়োজন থাকছে। সকাল থেকেই সিদ্ধিদাতার আশীর্বাদ নিতে মণ্ডপে ভিড় জমিয়েছেন ভক্তরা। বালুরঘাটের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ হাজির হচ্ছেন ছোটদের উৎসাহও চোখে পড়ার মতো। তুলসী একাডেমীর পক্ষ থেকে বালুরঘাটবাসীকে তিন দিনের এই পুজোয় অংশগ্রহণ করে অন্নভোগ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জেলাশাসক দপ্তরের সামনে মানভূম প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির ৮ দফা দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ প্রতিবন্ধীদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি, স্বনির্ভরতার সুযোগ তৈরি এবং ভুয়ো সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে চাকরি পাওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো মানভূম প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি। ৮ দফা দাবি নিয়ে সোমবার সংগঠনের পক্ষ থেকে পুরুলিয়া জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি

পালন করা হয়। বিক্ষোভ শেষে জেলাশাসক জেলাশাসকের স্মারকলিপি জমা দেন এবং 'এমএসভিপি' না থাকায় গতকালকে তারা তাকে স্মারকলিপি দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেন । আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে প্রতিবন্ধীদের মাসিক সরকারি ভাতা বাড়িয়ে ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজের পায়ে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে তাঁদের জন্য বিশেষ স্বনির্ভর পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ চালু করতে হবে। যাঁরা ভুয়ো প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট দেখিয়ে চাকরি হাসিল করেছেন, তাঁদের অবিলম্বে পুনরায় মেডিকেল পরীক্ষা করাতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। সংগঠনের নেতৃত্বের বার্তা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রশাসনিক স্তর থেকে এই ৮ দফা দাবি দ্রুত পূরণ না করা হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র রূপ নেবে বলে তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন।

ব্লাড ব্যাংক ও বহির্বিভাগ স্থানান্তরের বিরোধিতা

সদর হাসপাতাল বাঁচানোর দাবিতে পুরুলিয়ায় সরব বাউরী সমাজ

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের সদর ক্যাম্পাস থেকে ব্লাড ব্যাংক ও বহির্বিভাগ (আউটডোর) ৬ কিলোমিটার দূরের হাতোয়াড়ায় সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ ছড়াল পুরুলিয়া শহরে। ঐতিহ্যবাহী সদর হাসপাতালকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখার দাবিতে সোমবার সরব হয় 'পুরুলিয়া জেলা তপশিলি জাতি বাউরী সমাজ কল্যাণ সমিতি'। ঘটনার প্রেক্ষিতে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি (MSVP)-র হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন প্রতিনিধিরা। এদিন সকালে পুরুলিয়া শহরের রথতলা মোড় থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। বাউরী সমাজের প্রভাবশালী নেতা 'টাইগার' দয়াময় বাউরির নেতৃত্বে আয়োজিত এই মিছিলে এক হাজারের বেশি মহিলাসহ সমাজের বিপুলসংখ্যক সদস্য পা মেলান। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ পথগুলি অতিক্রম করে সদর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এসে জমায়েত হয়। আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট অভিযোগ, মেডিকেল কলেজ চালু হওয়ার পর থেকেই ধাপে ধাপে সদর হাসপাতালের মূল পরিষেবাগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বর্তমানে জরুরি ও প্রসূতি

বিভাগ সদর প্রাঙ্গণে থাকলেও, ব্লাড ব্যাংক এবং বহির্বিভাগ হাতোয়াড়া ক্যাম্পাসে চলে যাওয়ায় সাধারণ ও দূর-দূরান্তের রোগীদের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্ত জোগাড় করতে দূরবর্তী ক্যাম্পাসে যাতায়াত করতেই মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে, যা প্রাণসংশয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে মূলত তিনটি প্রধান দাবি পেশ করা হয়েছে যেমন- প্রসূতি ও জরুরি রোগীদের জীবনরক্ষায় সদর হাসপাতালেই অবিলম্বে বিকল্প ব্লাড ব্যাংক চালু করতে হবে। সাধারণ রোগীদের সুবিধার্থে সদর ক্যাম্পাসে আগের মতো বহির্বিভাগ চিকিৎসা চালুর ব্যবস্থা করতে হবে। হাতোয়াড়া ক্যাম্পাস আলাদাভাবে পরিচালিত হলেও, শহরের প্রাচীন সদর হাসপাতালটিকে গুটিয়ে না ফেলে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামে সজ্জিত করে পূর্ণাঙ্গ জেলা হাসপাতাল হিসেবে টিকিয়ে রাখতে হবে। নেতৃত্বের হুঁশিয়ারি, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থেই ঐতিহ্যবাহী এই হাসপাতালটির মানোন্নয়ন জরুরি। তা না হলে আগামী দিনে আন্দোলনের ঝাঁজ আরও বাড়ানো হবে।

রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে বিতর্কে হুমায়ুন কবীর, সাম্প্রদায়িক উসকানির অভিযোগে অডিও প্রকাশ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে বড়সড় বিতর্কে জড়ালেন নওদার বিধায়ক তথা আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। তাঁর বিরুদ্ধে উপনির্বাচনের আগে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছে। এই সংক্রান্ত একটি অডিও রেকর্ডিং সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রকাশ্যে আনল মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলা। তবে অডিও রেকর্ডিংটির এক প্রান্তে থাকা ব্যক্তির গলা হুমায়ুনের মত শোনালেও তা বিধায়কের কিনা পুলিশ নিশ্চিত করেনি। সোমবার বিকালে বহরমপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার শচীন মক্কার। সেখানেই ওই বিতর্কিত অডিও কলটি সাংবাদিকদের শোনানো হয়। পুলিশে তরফ থেকে যে অডিও কলটি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে , তাতে দুই ব্যক্তির কথোপকথন শোনা যাচ্ছে। ফোনের এক প্রান্তে থাকা ব্যক্তিকে পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম সারফরাজ নওয়াজ চৌধুরী। সোমবারই তাকে বহরমপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নওদা এবং বহরমপুর দুই জায়গাতেই বাড়ি রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে আগেও অপরাধমূলক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। মঙ্গলবার তাকে বহরমপুর আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে। তবে ফোনের অপর প্রান্তে থাকা দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিচয় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেননি পুলিশ সুপার। যদিও অডিওতে যে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, তা অনেকটাই নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের মতো বলে অনুমান করছেন অনেকেই। সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার শচীন মক্কার বলেন, আমাদের হাতে সূত্র মারফত একটি ফোন কল রেকর্ডিং এসেছে। ওই কল রেকর্ডিং শুনে আমাদের মনে হয়েছে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝামেলা লাগানোর জন্য একটি কু-চক্র কাজ করছে। পুলিশের তরফে যে কথোপকথনটি সাংবাদিক সম্মেলনে চালানো হয়, তাতে এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, একটা প্ল্যান সাজালাম। এরপর তিনি ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তির কাছে জানতে চান, রেজিনগরে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ এলাকায় রাস্তা থেকে দেখা যায় এমন কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা আছে কিনা। অপর প্রান্ত থেকে সম্মতি আসার পর প্রথম ব্যক্তি বলেন, সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ রেখে ওই এলাকায় বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দিতে হবে, যাতে একটি সম্প্রদায়ের মানুষ ক্ষেপে যায়। কথোপকথনের এক জায়গায় অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তির কণ্ঠ অনেকটাই হুমায়ুন কবীরের মতো শোনায় এবং তাঁকে আহমেদ নামে কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য নির্দেশ দিতে অস্পষ্ট ভাবে শোনা যায়। যদিও বাক্যটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পুলিশ সুপার বলেন, ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি কে, তা গলা শুনে নিশ্চয়ই সকলে বুঝতে পারছেন, কিন্তু আমি এই চেয়ারে বসে তাঁর নাম বলতে পারছি না। তিনি আরও জানান, দুই ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার জন্য আদালতে ভয়েস স্যাম্পলিংয়ের আবেদন করা হবে। ধৃত ব্যক্তির রাজনৈতিক যোগসূত্র আছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, প্রাথমিকভাবে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে এবং এই কথোপকথনটি খুবই সাম্প্রতিক, রেজিনগর উপনির্বাচনের দিন ঘোষণার পরেই রেকর্ড করা হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তবে এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন রেজিনগর উপনির্বাচনে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী তথা হুমায়ুন কবীরের পুত্র গোলাম নবী আজাদ। তিনি বলেন, আমি সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকেই জানতে পারলাম এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, ওই ভয়েস রেকর্ডিংয়ে আমার বাবা কি কাউকে ষড়যন্ত্র করার অনুমতি দিয়েছেন?

পানাগড় শিল্পতালুকে মদ কারখানার বর্জ্য জলে বিপন্ন সেচ ক্যানেল, দূষিত হচ্ছে চাষজমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ ছিল সেচ ক্যানেল, শিল্পায়নের থাবায় তা বদলে গেল বর্জ্য নিকাশীতে। এমনই নজিরবিহীন ছবি উঠে এলো পানাগড় শিল্পতালুকের একটি বেসরকারী মদ কারখানার বর্জ্য জলে। দুর্গন্ধভরা কালো বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে কয়েক হাজার হেক্টর চাষজমি। আর তাতেই দুঃশ্চিন্তায় পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসী-১ নম্বর ব্লকের মাড়ো, ভিড়সীন, খাঁপাড়া, খামারগ্রাম, নূরকোনা সহ একাধিক গ্রামের কৃষকরা। বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। প্রশাসনের নীরবতায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। উল্লেখ্য, পানাগড় শিল্পতালুকে রয়েছে একটি বেসরকারী মদ তৈরির কারখানা। বছর আটেক আগে ওই কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়। উৎপাদন শুরু হতেই মাত্রাতিরিক্ত দুর্গন্ধে জেরবার আশপাশের কোটা, চণ্ডীপুর, নতুনগ্রাম, মাড়ো সহ ১০টিরও বেশি গ্রামের বাসিন্দারা। তার ওপর মদ কারখানার বর্জ্য জল মিশছে পার্শ্ববর্তী খড়ি নদী ও এমসি-৩ সেচ ক্যানেলে। কালো দুর্গন্ধযুক্ত ওই দূষিত জল পড়ছে চাষজমিতে, যার ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। বছর দুয়েক আগে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে দূষিত জল ছাড়া বন্ধ হলেও, বছর ঘুরতেই আবারও কারখানার বর্জ্য জল ছাড়া শুরু হয়েছে। বর্তমানে মদ কারখানার বর্জ্য জলে বিপন্ন খড়ি নদী। ওই দূষিত জলে এখন আর কেউ স্নান করতে পারেন না। পচা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ নদী ও সেচ ক্যানেল তীরবর্তী গ্রামবাসীরা। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জানান, গত কয়েক বছর ধরে কারখানার নোংরা জল খড়ি নদী, সেচ ক্যানেল, চাষজমি ও জলাশয়ে মিশে দূষিত করছে। জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হচ্ছে। কালো দূষিত জল পান করলেই গবাদি পশু অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কয়েকশো হেক্টর দুই ফসলি চাষজমি নষ্ট হওয়ার পথে। বছরখানেক আগে সেচ ক্যানেল ও খড়ি নদীর দূষিত জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা যায় পিএইচ যৌগ অতিমাত্রায় রয়েছে এবং অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি। এছাড়াও কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড ও বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড অতিমাত্রায় পাওয়া গেছে। এক কথায় খড়ি নদী ও সেচ ক্যানেলের জল সেপ্টিক হয়ে গেছে, যা মানবশরীরে মারাত্মক ক্ষতিকারক। আর তাতেই পানাগড় শিল্পতালুকে নতুন শিল্পে মাথায় হাত পড়েছে এলাকাবাসীর।

Dhanyaghori SKUS LTD

Regn No-59 HG Date-21/10/1965

Vill -Dhanyaghori, P.O- Bandar, P.S-Khanakul, Dist.- Hoogly

Memo No: 2 **NOTICE** Date: 14.09.2026

In pursuance of W.B. CEC Regulation-2012 & Order no.716 Dated: 21.07.26 of the Returning Officer, & D.R.C.S., Cooperation Directorate, Hooghly Range, all concerned are hereby informed that the Election to BOD of the Society will be held on 04.10.26. Number of BOD to be Elected: 12 (twelve) of which 2(two) are reserved for women & 1(one) for SC/ST member. The election will be held on the basis of the final voter list published on 14.08.26

SCHEDULE FOR BOD ELECTION

Sl. No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised person
1	Issue & receive of Nomination Papers	16.09.26 & 17.09.26	11a.m. to 3 p.m.	Dhanyaghori SKUS Ltd.	Sudarshan Patra, Manager
2	Scrutiny of Nomination Papers	18.09.26	From 12 (Noon)	Do	ARO
3	Publication of Valid Nomination Papers	18.09.26	After completion of scrutiny	Do	Sudarshan Patra, Manager
4	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	21.09.26	Within 3 p.m.	Do	Do
5	Publication of Final List of Contesting Candidates	21.09.26	After 3 p.m.	Do	Do
6	Date of Election (if any)	04.10.26	11a.m. to 3 p.m.	Do	Polling Personnel
7	Counting of Votes (if any)	04.10.26	After completion of Polls	Do	Do
8	Publication of Results	04.10.26	After completion of counting	Do	ARO

For more details please contact at Society Office.

Date:14.09.2026

Sd/-
Assistant Returning Officer
Dhanyaghori SKUS Ltd

মহানন্দা ব্যারেজে তলিয়ে যাওয়া দুই ছাত্রের সন্ধান মেলেনি, উদ্ধারকাজে নামল এনডিআরএফ ও সিভিল ডিফেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজে রবিবারে তলিয়ে যাওয়া দুই ছাত্রের সন্ধানে সোমবার সকাল থেকে তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), সিভিল ডিফেন্স এবং পুলিশের যৌথ দল এই উদ্ধারকাজে নেমেছে। স্পিডবোট ও ডুবুরিদের সাহায্যে মহানন্দা নদীতে টানা তল্লাশি চালানো হচ্ছে। নদীর বিভিন্ন অংশে হেঁটেও খোঁজ চালানো হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত ওই দুই ছাত্রের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তথ্য অনুযায়ী, রবিবার তিন বন্ধু ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজে স্নান করতে নেমেছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তাদের নদীতে নামতে নিষেধ করা হলেও তারা শোনেনি। স্নান করার সময় নদীর গভীর জলে এক ছাত্র ভেসে যেতে থাকে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে বাকি দুই বন্ধুও বিপদে পড়ে। স্থানীয় অধিবাসীদের সহায়তায় দিব্যাংশ শাহা নামের এক ছাত্রকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও তার বাকি দুই বন্ধু জলে ডুবে নিখোঁজ হয়ে যায়। উদ্ধার হওয়া দিব্যাংশের দেওয়া তথ্যমতে, নিখোঁজ দুই ছাত্রের নাম প্রাগজ্যোতি দাস এবং মোহাম্মদ সফায়েল হোসেন নৌসাদ। প্রাগজ্যোতি মালদার বাসিন্দা, অন্যদিকে নৌসাদ বাংলাদেশের অধিবাসী বলে জানা গেছে। এরা সকলেই দশম শ্রেণির ছাত্র এবং জোটিয়াকালী সংলগ্ন নারায়ণ স্কুলের হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। বর্তমানে এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স, পুলিশ ও ডুবুরিদের দল নদীর বিভিন্ন এলাকায় নিরন্তর তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে। নিখোঁজ ছাত্রদের পরিবার ও স্থানীয় মানুষজন তাদের নিরাপদ উদ্ধারের প্রত্যাশায় প্রহর গুনছেন।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No.: 504/PWD/ROAD/BMC, Dated: 14/09/2026

e-Tender has been invited for repairing and upgradation of bituminous road and construction of concrete road and massonary box drain at different locations Under BMC. For details, please follow **[Tender Id: 2026_MAD_1042123_1 to 10]** in **www.wbtenders. gov.in**, Office Notice Board. Last date of Bid submission **28/09/2026 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
বাবুন রায়, পিতা- নকুল রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ **নির্মল ঘোষ, পিতা- নিরঞ্জন ঘোষ**
ঠিকানাঃ **পান্ডা পাড়া, কালিবাড়ী**
গ্রহীতাঃ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **৪৩৯৬, ১৯.১১.২০২৫** নং বহি **0902- 2025** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-2396 Dt.-20.8.2026**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/7869**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
R.S দাগ - 501, L.R. দাগ - 709, R.S খতিয়ান 17208, 17209, L.R. খতিয়ান 4787
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **বাবুন রায়**
পিতা ঃ নকুল রায়
ঠিকানাঃ কান্তিপাড়া

পুজোর আগে বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর আগে বিদ্যুৎ পরিষেবা সুষ্ঠু রাখতে সোমবার সল্টলেকের বিদ্যুৎ ভবনে প্রাক-পুজো পর্যালোচনা বৈঠক করলেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী গার্গী দাস ঘোষ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন WBPDCL-এর সিএমডি পিবি সেলিম, বিদ্যুৎ দফতরের প্রধান সচিব শান্তনু বসু এবং CSCE-এর সিএমডি বিনীত সিক্কা। মন্ত্রী জানান, পুজোর দিনগুলিতে যাতে বিদ্যুৎ পরিষেবায় কোনও সমস্যা না হয়, সেই লক্ষ্যেই আগাম প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা বৈঠক করা হয়েছে। গত বছর পুজো কমিটিগুলির জন্য অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল ৫৭ হাজার। এ বছর সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৬০ হাজার হয়েছে। পুজো কমিটিগুলিকে বিনা শুল্কে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। সেই অনুযায়ী প্রতিটি পুজো কমিটির কাছে তাদের প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের পরিমাণ জানতে চাওয়া হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান, আগামী এক-দুই মাসের মধ্যে পরিষেবার যেখানে ঘাটতি রয়েছে, তা চিহ্নিত করে মেরামত করা হবে। মহালয়া থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মণ্ডপে কোনও সমস্যা হলে কন্ট্রোল রুমে ফোন করলেই মোবাইল ভ্যান পৌঁছে যাবে। পরিষেবার জন্য WBSEDCL-এর ৩৫০০টি মোবাইল ভ্যান প্রস্তুত থাকবে। কন্ট্রোল রুমের নম্বর ৯৮৩১০৭৯৬৬৬ এবং ৯৮৩১০৮৩৭০০। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলাতেও প্রস্তুতি রাখা হচ্ছে ।

OFFICE OF THE DADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill.- Jampur, P.O.: Puinan , P.S.- Dadpur, Dist.- Hooghly

e-NIT – 01/DGP/2026-27 ; Dated. 15 th September 2026

For and on behalf of the Dadpur Gram Panchayat, Prodhan, Dadpur Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for the work of CONSTRUCTION OF PUCCA DRAIN. Source of Fund: XVFC(Tied), Work completion Period: 60 Days. Last date of Submission of Bid(online) 29.09.2026 up to 2:00 PM. Date of Opening of Bid(online) on 01.10.2026 at 02:00 PM. For details please visit office of the undersigned or visit website **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Prodhan
Dadpur Gram Panchayat

PWD(GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites a Short Notice Inviting Quotation off line for the work of :-

1. "Temporary electrical installation for security lighting and hiring of DG set etc in connection with the Hon'ble Chief Minister, West Bengal visit on 20 th September, 2026 at helipad at Koradih Football Ground, under Tamna Police Station, Purulia-I Block, Sadar Sub-Division, Purulia in the District of Purulia."
2. Temporary Electrification work at Circuit House, Purulia in connection with the Hon'ble Chief Minister, West Bengal visit on 20 th September, 2026.
3. Temporary Electrification work related to Administrative Review Meeting at Rabindra Bhawan, Purulia in connection with the Hon'ble Chief Minister, West Bengal visit on 20 th September, 2026.

NIQ No. 33 of 2026-2027
16-09-2026 and will be opened shortly.
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIQ & Tender documents may bedownloaded from :- **http://tenders.wb.gov.in**

Sd/ M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : XI/110/012/26-27/R
Name of work : **Deployment of contractual labour at different Immersion Ghats in Ward Nos.104 and 110, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,60,125.10.** Earnest Money : **Rs.5,300.00.** Period of Completion : **60 Days.**

2. NIT No. : XI/113/018/2026-27/R
Name of work : **Deployment of contractual labour at different Immersion Ghats in Ward Nos.111,112, 113 and 114, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.1,99,615.59.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **22.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Date and Time of Opening of Bid : **24.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available **15.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Ex. Engineer (Civil), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT No. : KMC/IX/079/011/2026-2027/UTTARAN
Name of work : **Maintenance of Open Surface Drain by Desilting at Bhernagar, East Yard & Garikhana Uttaran & surrounding areas in Ward No-79.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,98,324.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **180 Days.** Last date and time of submission of bid : **24.09.2026 - 12 noon.** Tender will be opened on : **26.09.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 - 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :-

1. NIT No. : X/094/001/2026-2027/UTTARAN
Name of work : **Development of Sewerage System at Premises No.31 PGM Shah Road in Ward No.094, Br-X.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.1,33,267.18.** Earnest Money : **Rs.2,700.00.** Period of Completion : **45 Days.**

2. NIT No. : X/094/002/2026-2027
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road with Ancillary Work at 5F Jubilee Park, 9 Jubilee Park etc. in Ward-094, Br-X.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,92,120.31.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **90 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **24.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Date and Time of Opening of Bid : **26.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **www.tenders.wb.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/XIV/127/020/26-27/R (1ST CALL)
Name of work : **Desilting of Surface Drain at Jibananda Nagar, Jadav Ghosh Bye Lane near Pre.No.60/37, 346 & 21, etc. in Ward No.127.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,93,673.16.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **50 Days.**

2. NIT No. : KMC/XIV/132/005/26-27/R (1ST CALL)
Name of work : **Re : Maintenance of damaged portions & cutting at different concrete passage in the bye lanes of B.L.T. Road, P.P. Road, S.M. Road, etc. in Ward No. 132.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,95,331.13.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **90 Days.** Last date of submission of Bid : **23.09.2026 upto 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** Tender will be opened on : **25.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2026 from 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/02/2026-2027/D
Name of work : **Restoration of Paver Block & IPS Footpaths near 13, 28A Lake Ave., 113, 161B, S.P Mukherjee Road, 50, 31 B L Place etc. in Ward-087 disturbed by CESC & Natural Wear and Tear.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,97,019.69.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **28.09.2026 - 12 noon.** Date of opening of tender : **30.09.2026 - 12 noon.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/01/2026-2027/R
Name of work : **Repairing, Mending & Colouring of Kerb Stone at M.H. Street, K.G. Road, N.B. Street etc. in Ward-083.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.3,85,548.61.** Earnest Money : **Rs.7,750.00.** Period of Completion : **30 Days.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/04/2026-2027/UTTARAN
Name of work : **Repairing of Uttaran Passages at 124, 238, 248 Kalighat Road, 51A, 51B Gurupada Haldar Road etc. in Ward-083.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,98,839.13.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**

4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/07/2026-2027/UTTARAN
Name of work : **Repairing of Uttaran Privies at 116, 122, 124, 136 Kalighat Road, 2, 3 Hume Road etc. in Ward-083.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,96,522.83.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**

5. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/01/2026-2027/R
Name of work : **Washing and painting Kerb Stones at portions of S Chatterjee Ave., S R Das Road, Janak Road etc. in Ward No.087.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.3,83,971.02.** Earnest Money : **Rs.7,700.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **24.09.2026 - 12 noon (for Sl.No.2 to 5).** Date of opening of tender : **26.09.2026 - 12 noon (for Sl.No. 2 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **18.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1)** and **16.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.2 to 5).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 5).**

499 / 26-27

৮১ রানের ঝকঝকে ইনিংসের পরেই কোপ!

আফগানদের বিরুদ্ধে বৈভবের বদলে সঞ্জু, প্রশ্নের মুখে নির্বাচনের স্বচ্ছতা

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ শেষ আন্তর্জাতিক ইনিংসে করেছেন অনবদ্য ৮১ রান। জিতেছেন ম্যাচ-সেরার পুরস্কার। তা সত্ত্বেও প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়তে হল তাঁকে! আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে ১৫ বছরের বিস্ময়-প্রতিভা বৈভব

সূর্যবংশীকে বসিয়ে দিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে এশিয়ান গেমসের মহড়ায় বৈভবের জায়গায় দলে ফিরলেন টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী তারকা সঞ্জু স্যামসন। ফর্মে থাকা তরুণকে বসিয়ে অভিজ্ঞতায় ভরসা রাখল থিঙ্কট্যাঙ্ক। গত ২৬ জুলাই হারারেতে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ ম্যাচে ৪৯ বলে ৮১ রান করেছিলেন বৈভব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না হলেও, আইপিএলে সেঞ্চুরি করার ক্ষমতা আগেই দেখিয়েছেন তিনি। আইপিএলে যাঁর কেরিয়ার স্ট্রাইক রেট ২২৮.৯৫, তিনি হারারেতে ১৬৫.৩০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেন। প্রথম ৫ ম্যাচে ২২.৪ গড়ে মাত্র ১১২ রান করায় অনেকেই তাঁকে ‘বাউন্ডারি-নির্ভর’ ব্যাটার তকমা দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই ইনিংসে বৈভব স্ট্রাইক রোটেট করেন, ভাল বলকে সম্মানও দেন। সামলান অকারণে বড় শট খেলার প্রলোভন! জিম্বাবোয়ে সফরে ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণও এই পরিণত মানসিকতার প্রশংসা করেন। লক্ষ্মণের কথায়, ‘‘বিগত ছ’মাসে ওর পরিণতবোধ, বোঝাপড়া এবং সচেতনতা আকাশছোঁয়া। সেই কারণেই ও কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে পারছে।’’ এমন ইনিংসের পর আফগানদের বিরুদ্ধে বৈভবের সুযোগ পাওয়া কার্যত নিশ্চিত ছিল। গত এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিল ভারত। সেই খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ের আগে দলের ব্যাটিং কম্বিনেশন গুছিয়ে নেওয়ার এটাই সেরা সময়। কিন্তু সবাইকে অবাক করে তাঁকে বাইরে রাখা হল। পরিবর্তে এলেন জিম্বাবোয়ে সফরে বাদ পড়া সঞ্জু স্যামসন। সেই সিরিজে সঞ্জুর বদলে প্রভসিমরন সিং স্কোয়াডে জায়গা পেলেও কোনও ম্যাচ খেলেননি। এখন আফগানদের বিরুদ্ধে সেই সঞ্জুকেই ফেরানো হল। টসের সময় অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানাননি। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নিয়মিত উইকেটকিপার ঈশান কিষাণের সামান্য চোট রয়েছে। তাই বাধ্য হয়েই কিপার-ব্যাটার সঞ্জুকে প্রথম একাদশে রাখতে হয়েছে। কিন্তু কারণ যা-ই হোক না কেন, ৮১ রান করার ঠিক পরের ম্যাচেই বাদ পড়ার ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেটে দল নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে ফের বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল। সামনেই ঠাসা টি-২০ সূচি। একটি নির্দিষ্ট ব্যাটিং পরিচয় তৈরি করার ক্ষেত্রে এই ঘনঘন বদল আদৌ কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সন্দিহান বিশেষজ্ঞ মহল।

মায়ের স্বপ্ন সত্যি করে ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন জেরেভ

অধরা শেল্টনের ‘আমেরিকান ড্রিম’

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক সিটি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ বেন শেল্টনের ‘আমেরিকান ড্রিম’ চূর্ণ করে ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন জার্মান টেনিস তারকা আলেকজান্ডার জেরেভ। কেরিয়ারের প্রথম ইউএস ওপেন খেতাব জিতলেন তিনি। চার সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৬-৩, ৭-৬(২), ৫-৭, ৬-২ ব্যবধানে শেল্টনকে হারিয়ে চলতি বছরের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে নিলেন জেরেভ। ২০২০ সালে ফাইনালে

ডমিনিক থিয়েমের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল জেরেভের। তাই এ বার ম্যাচ শেষে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না, এত দিনের অপেক্ষা শেষ হয়েছে। আর্থার অ্যাশে স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের চিকারে বোঝেন স্বপ্নপূরণ হয়েছে। আর এই সাফল্যের নেপথ্যে তাঁর মায়ের যে অবদান রয়েছে এই অজানা গল্প জানালেন জেরেভ। খেতাব জয়ের পরে মা-কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানান জেরেভ। তাঁর টেনিস কেরিয়ার গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মা ইরিনা। চার বছর বয়সে টাইপ-১ ডায়াবিটিস ধরা পড়ার পরে চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, তাঁর জীবন এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। তখন মায়ের জোগানো সাহসেই তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই নিয়ে জেরেভ বলেন, ‘‘আমি একজনকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তিনি কখনও আমার ম্যাচ দেখেন না। কিন্তু আমার টেনিস কেরিয়ার এবং জীবন-দু’ক্ষেত্রেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তিনি। চার বছর বয়সে আমার ডায়াবিটিস ধরা পড়ার পরে যখন চিকিৎসকরা বলেন যে জীবন এবং খেলাধুলোর ক্ষেত্রে অনেক বাধা আসবে, সীমিত হয়ে যাবে, তখন মা বলেছিলেন, আমার ছেলে যেখানে চায়, সেখানেই যাবে। যদি টেনিস প্লেয়ার হতে চায়, সেটাই হবে। কিন্তু এই অসুস্থতার জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে না।’’ অবশেষে মায়ের বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে নিজের স্বপ্নপূরণ করলেন জার্মান তারকা জেরেভ। কাটল ৩৭ বছরের খরা। ১৯৮৯ সালে বরিস বেকারের পরে প্রথম জার্মান পুরুষ হিসেবে ইউএস ওপেন জিতলেন জেরেভ। কেরিয়ারের ২৬তম এটিপি খেতাব জিতলেন তিনি। একটা সময়ে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারবেন কি না, তা নিয়ে দীর্ঘদিন প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন জেরেভ। সেই তারকাই থাকা ২০২৬ সাল শেষ করলেন দু’টি মেজর খেতাব নিয়ে। অন্য দিকে পুরুষদের সিঙ্গলসে শেষবার আমেরিকার কোনও প্লেয়ার গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন ২০০৩ সালে। ২৩ বছর পরে আমেরিকাকে খেতাব জেতানোর দায়িত্ব ছিল ২৩ বছর বয়সি শেল্টনের কাঁধে। কিন্তু জেরেভের কাছে স্বপ্নভঙ্গ হলো তাঁর।

বিসিসিআই কর্তাদের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ

আগকরের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন শীঘ্রই বৈঠকে বোর্ড

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরকে নিয়ে কত কয়েক মাস ধরে নানা জল্পনা চলছে। বিভিন্ন মহলে দাবি উঠেছে, বোর্ডের সঙ্গে তাঁর নাকি মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে খবর, খুব শীঘ্রই বৈঠকে বসতে চলেছেন অজিত আগরকর ও বোর্ড কর্তারা। সেই বৈঠকেই প্রধান নির্বাচকের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। অজিত আগরকরের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে সেপ্টেম্বরে। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের এক বছর আগেই তাঁর চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। বোর্ড চাইলে আগের মতোই তাঁর চুক্তি বাড়াতে পারে। তবে এ বার পরিস্থিতি আগের মতো সহজ নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, নির্বাচক কমিটির

প্রধান হিসেবে আগরকর নাকি রোহিত শর্মাকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়ার ভাবনা থেকেই এই আলোচনা হয়েছিল বলে দাবি। যদিও রোহিত এখনও ওডিআই ক্রিকেট খেলে চলেছে। তিনি টি২০ এবং টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ালেও, ওডিআই ক্রিকেটে এখনও সক্রিয়। ফলে এই ইস্যুতে বোর্ডের কিছু শীর্ষ কর্তার সঙ্গে আগরকরের মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে বলেও জল্পনা ছড়িয়েছে। আগরকরের সময়ে ভারতীয় দলে তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। ভবিষ্যতের দল গড়ার লক্ষ্যেই নির্বাচকরা নতুন মুখের উপর বেশি আস্থা রাখছেন বলে মনে করা হচ্ছে। কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের পর রোহিত অবসর নিলে তাঁর জায়গায় যশস্বী জয়সওয়ালকে ভাবা হতে পারে। এমন কী লর্ডসে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচকেই রোহিতের বিদায়ী ম্যাচ বলা হচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বরং সেই ম্যাচে শতরান করে সমালোচকদের জবাব দেন রোহিত। এর পর থেকেই অবসর নিয়ে সব জল্পনা আরও জটিল হয়ে ওঠে। স্পোর্টস্টারের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, অজিত আগরকর এবং বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বৈঠকে বসবেন। সেখানে তাঁর চুক্তি বৃদ্ধি এবং প্রধান নির্বাচক পদে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হবে। প্রতিবেদনে এক বোর্ড কর্তার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, দুই পক্ষই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগোচ্ছে। কিছু ছোটখাটো সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে চুক্তি বৃদ্ধির পথও খুলে যেতে পারে। ওই প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, গত প্রায় দু’মাস ধরে বোর্ডের কর্তারা এবং নির্বাচক কমিটির মধ্যে মতপার্থক্য চলছে। ৩ সেপ্টেম্বর বোর্ডের পারফরম্যান্স রিভিউ বৈঠকে আগরকরের অনুপস্থিতি সেই জল্পনাকে আরও উস্কে দেয়। এক বোর্ড কর্তার দাবি, ‘‘আগামী দু’দিনের মধ্যে আগরকর এবং বোর্ড কর্তারা আলোচনা করবেন। চুক্তি বৃদ্ধির রূপরেখা তৈরি করাই মূল লক্ষ্য। দুই পক্ষই ইতিবাচক ভাবে বিষয়টি দেখছে এবং আশা করা হচ্ছে, বাকি সমস্যাগুলিও দ্রুত মিটে যাবে।’’

কলকাতায় তৈরি হবে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৪ সেপ্টেম্বরঃ বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি খোলার কথা ঘোষণা করলেন মিঠুন চক্রবর্তী। অভিনেতা এবং বিজেপি নেতা মিঠুন সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান। মিঠুনের সঙ্গে সোমবার ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার কম্পটন দত্ত, মিহির বসু এবং অমিত ভদ্র। তাঁরাই বিভিন্ন জেলায় গিয়ে ফুটবলার খুঁজে আনবেন বলে জানানো হয়েছে। আগের তৃণমূল সরকার মাঠ দেয়নি, এই অভিযোগ করে মিঠুন বলেন, ‘‘অনেক বছর ধরেই এই অ্যাকাডেমি খোলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু গত ১৫ বছর যে সরকার ছিল, তারা আমাদের কিছুই দেয়নি। বিশেষ করে আমার কথা ভেবেই কিছু দেয়নি। মাঠ চেয়েছি, দেয়নি। এখন আমাদের সরকার এসেছে, এবং সরকার আমাদের সম্পূর্ণ ভাবে সাহায্য করছে।’’ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁর উদ্যোগের প্রশংসা করে মিঠুন বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী এগিয়ে এসেছেন। ওঁরা আমাদের বলেছেন, ‘আপনারা এগিয়ে যান, যে ভাবে সাহায্য দরকার আমরা করব এবং সম্পূর্ণ ভাবে পাশে থাকব।’’’

কেনের গোলে জয়ে ফিরল বায়ার্ন

সংবাদ সংস্থা, এভাসবার্ক, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ নবাগত এসভি এভাসবার্কের মাঠে রবিবার ২-১ গোলে জিতেছে ভেসোঁ কম্পানির দল। প্রথম দুই রাউন্ডে বায়ার লেভারকুজেন ও বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখকে হারিয়ে উজ্জীবিত এভাসবার্ক এদিনও বেশ আত্মবিশ্বাসী শুরু করে। তবে

২৬তম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগেই এগিয়ে যায় বায়ার্ন, কাছ থেকে টোকায় গোলটি করেন লেনার্ট কার্ল। জার্মানির সফলতম দলের বিপক্ষে বুন্দেসলিগায় প্রথমবারের মতো খেলতে নেমে ৬১তম মিনিটে গোলটি শোধ করে পয়েন্ট পাওয়ার আশা জাগায় এভাসবার্ক। তবে গোল হজমের পরপরই যেন তেতে ওঠে বায়ার্ন। ৭০তম মিনিটে মাইকেল ওলিসের প্রচেষ্টা পোস্টে বাধা পাওয়ার দুই মিনিট পরই, দারুণ নৈপুণ্যে ব্যবধান গড়ে দেন কেন। মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেনের গোল হলো চারটি। স্টুটগার্টকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে লিগ শিরোপা ধরে রাখার পথে যাত্রা শুরু করা বায়ার্ন গত সপ্তাহে শালকের মাঠে গোলশূন্য ড্র করে। তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে উঠেছে বায়ার্ন। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে আউক্সবুর্ক। শতভাগ সাফল্যে সমান ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফ্রেইবুর্ক ও দুইয়ে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। সমান ৬ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে লাইপজিগ ও ছয়ে এভাসবার্ক।

ভারতে এশিয়ান হকি টুর্নামেন্ট খেলবে পাকিস্তান, জানালেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদ সংস্থা, অমৃতসর, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের মাটিতে ফের খেলতে দেখা যাবে পাকিস্তানকে। আগামী মাসে পঞ্জাবে আয়োজিত হতে চলা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হকি টুর্নামেন্টে অংশ নেবে পাক ব্রিগেড। সোমবার এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তিনি জানান, কেন্দ্রের নির্দিষ্ট নীতি মেনেই প।শি দেশকে আসার আনুষ্ঠানিক অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান ক্রীড়া নীতি অনুযায়ী, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হকি বা ক্রিকেটের কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন করা যাবে না। কিন্তু বহুজাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের খেলতে আইনত কোনও বাধা নেই। অলিম্পিক সনদ মেনেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ছাড়পত্র দিয়েছে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট বলেন, ‘‘বহুজাতিক টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। হয়তো দু’দেশের মধ্যে আলাদা করে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ এখনই সম্ভব নয়।’’

ইংল্যান্ডে হোয়াইটওয়াশের পর পাকিস্তানের ১১ পয়েন্ট কেটে নিল আইসিসি

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ইংল্যান্ডের মাটিতে ভরাডুবি। ০-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে লজ্জার হোয়াইটওয়াশ। এর মধ্যে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা! এবার আইসিসি-র কড়া শাস্তির মুখে পড়ল পাকিস্তান দল। বার্মিংহ্যামে তৃতীয় টেস্টে মন্থর ওভার রেটের কারণে ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ জরিমানা ধার্য করার পাশাপাশি সেইসঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খাতা থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে মহামূল্যবান ১১ পয়েন্ট। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্টে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১১ ওভার কম বল করেছিল পাকিস্তান। নিয়ম অনুযায়ী, সময়সীমার হিসাব-নিকাশ খতিয়ে দেখার পরই এই মন্থর ওভার রেটের প্রমাণ মেলে। আইসিসি-র ওয়েবসাইটে সোমবার এই কড়া শাস্তির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে আসে। বিবৃতিমতে, ‘বার্মিংহ্যামে তৃতীয় তথা শেষ টেস্টে মন্থর ওভার রেট বজায় রাখার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দু’টি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’ খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের আচরণবিধির ২.২২ ধারা অনুযায়ী জরিমানা। নির্ধারিত সময়ে ওভার শেষ করতে না পারলে প্রতি ওভারের জন্য ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়। যার উর্ধ্বসীমা ৫০ শতাংশ। পাকিস্তান ১১ ওভার কম বল করায় তাদের সর্বোচ্চ জরিমানা করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্লেয়িং কন্ডিশনের ১৬.১১.২ ধারা অনুযায়ী, প্রতিটি কম ওভারের জন্য একটি করে পয়েন্ট কাটা যায়। ফলে একধাক্কায় পাকিস্তানের বাতিল করা হয়েছে ১১ পয়েন্ট। আইসিসি-র ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাদুগলে এই জোড়া শাস্তির সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই অন-ফিল্ড আম্পায়ার পল রাইফেল ও ক্রিস গ্যাফানি। পাশাপাশি তৃতীয় আম্পায়ার আল্লাউদ্দিন পালেকর এবং চতুর্থ আম্পায়ার রাসেল ওয়ারেনও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার। বিপুল পয়েন্ট কাটার ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় একেবারে তলানিতে, অর্থাৎ নবম স্থানে নেমে গেল পাকিস্তান। আইসিসি স্পষ্ট জানিয়েছে, ‘এর ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তালিকায় আরও পিছিয়ে পড়ল পাকিস্তান। বর্তমানে তারা ৪.৬৩ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে রয়েছে।’ চলতি সাইকেলে এখনও পর্যন্ত ৯টি টেস্ট খেলে মাত্র দু’টিতে জিতেছে তারা। বাকি ৭টি ম্যাচেই জুটেছে হতাশার পরাজয়। ইংল্যান্ড সফরে তিন ম্যাচেই চূড়ান্ত ব্যর্থ পাক শিবির। লিডসে সিরিজের প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১০৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হার। এরপর লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে পরাজয় ১৯৪ রানে, এজবাস্টনে তৃতীয় টেস্টে ৮ উইকেটে আত্মসমর্পণ। দুঃস্বপ্ন ভুলে আগামী নভেম্বরে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টের সিরিজে নামবে পাকিস্তান। খেলা রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে টিকে থাকতে সেই সিরিজে জয় ছাড়া কোনও বিকল্প নেই।

১০ জন নিয়েই ইউনাইটেডকে হারিয়ে দিল ম্যানচেস্টার সিটি

ম্যাচের শুরুর দিকেই ১০ জনের দলে পরিণত হলো ম্যানচেস্টার সিটি। ওই ধাক্কার পর আক্রমণে আর তাদের স্বরূপে দেখা গেল না। তবে, বিরতির আগে-পরে দুই দফায় ভাগ্য তাদের সহায় হলো। আর এরপর, দারুণ এক গোলে ব্যবধান গড়ে দিলেন আর্লিং হলান্ড। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগে জয়ের ধারা ধরে রাখল এন্টসো মারেস্কার দল।

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রবিবার মরসুমের প্রথম ম্যানচেস্টার ডার্বি ১-০ গোলে জিতেছে সিটি। বল দখলে এগিয়ে থাকার পাশাপাশি আক্রমণেও আধিপত্য করে ইউনাইটেড। কিন্তু আরও একবার তাদের ফিনিশিংয়ে দুর্বলতা ভোগাল খুব গোলের জন্য ১৬ শট নিয়ে কেবল তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। আর সিটির ছয় শটের দুটি লক্ষ্যে থাকে। চার ম্যাচে শতভাগ সাফল্যে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে সিটি। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দারুণ জয় পেলেও, ঘরোয়া লিগে আবার হারল ইউনাইটেড। এখানে চার রাউন্ডে একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে তারা। ম্যাচ শুরু হতেই ডার্বির উত্তাপ বাড়তে থাকে। ৩০ সেকেন্ডেই দেখা মেলে প্রথম ফ্রি কিকের প্রতিপক্ষের এলিয়ট অ্যান্ডারসনকে ফাউল করেন ইউনাইটেডের দিয়োগো দালোত। দ্বিতীয় মিনিটে রায়ান শের্কিকে কড়া ফাউল করেন ইউনাইটেড ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুইয়ার। প্রথম ২০ মিনিটে দুই পাশে মোট সাতটি ফাউল হয়। এরপরই প্রথমার্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে। ২৩তম

মিনিটে ফিল ফোডেনের থেকে বল দখলের লড়াইয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ জানান ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ। ফোডেন পড়ে গেলে তাকে আস্তে লাথিও মারেন ইউনাইটেড অধিনায়ক, তাতেই মেজাজ হারিয়ে পড়ে থাকা অবস্থাতেই প্রতিপক্ষের পেটে লাথি মেরে বসেন সিটি মিডফিল্ডার ফোডেন এবং সরাসরি তাকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানায় সিটির খেলোয়াড়রা, ডাগআউটে ক্ষোভ ঝারেন কোচ এন্টসা মারেস্কা। প্রতিপক্ষে একজন কম থাকার সুযোগ থাকলেও, প্রথমার্ধে তা কাজে লাগাতে পারেনি ইউনাইটেড। ৪৫তম দারুণ একটা সুযোগ অবশ্য তৈরি করে তারা। কিন্তু ২৫ গজ দূর থেকে মার্কাস রাশফোর্ডের বাঁকানো ফ্রি কিক জানলুইজি দোন্নারুম্মাকে পরাস্ত করলেও, পোস্ট এড়াতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলেরই খেলায় ধার বাড়ে। ৫২তম মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো ইউনাইটেড কিন্তু দুর্ভাগ্য আবারও তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কবি মেইনুর দূরপাল্লার শট পোস্টে লাগে। এরপরই ইউনাইটেডকে হতবাক করে দিয়ে, লক্ষ্যে প্রথম শট নিয়েই গোল আদায় করে নেয় সিটি। বাঁ দিক থেকে সতীর্থের ক্রস প্রতিপক্ষের একজনের পায়ে লেগে বল দূরের পোস্টে পান হলান্ড এবং দুরূহ কোণ থেকে নিখুঁত শটে দলকে এগিয়ে নেন নরওয়ে তারকা। প্রথমে অবশ্য অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি, তবে ভিএআরের সাহায্যে পরে দেন গোলের সিদ্ধান্ত। প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা চার ম্যাচে জালের দেখা পেলেন হলান্ড। ম্যানচেস্টার ডার্বিতে হলান্ডের এটা অষ্টম গোল। এবারের লিগে তার গোল হলো চারটি, চলতি মরসুমে সব মিলিয়ে ছয়টি। কিছুদিন আগে চেলসি থেকে সিটিতে যোগ দেওয়া এন্সো ফার্নান্দেজ ৬৯তম মিনিটে গোল পেতে পারতেন। তবে তার জোরাল শট ঝাঁপিয়ে আটকান সানা লমেন্স। বল তার হাতে লেগে পোস্টে বাধা পায়। চার মিনিট পর এমবুমোর হেডও অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে ম্যাচ তখন যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে, সেই মুহূর্তে আবার সুবর্ণ সুযোগ পান এমবুমো, ব্রুনো ফার্নান্দেজের বাড়ানো বল জায়গা বানিয়ে দারুণ শটও নেন তিনি কিন্তু দারুণ এক সেভ করে সিটির জয় নিশ্চিত করেন দোন্নারুম্মা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com